وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-١٠٣)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-٣١٨)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক

# আল-ইʼতিছাম

الاعتصام

আবূ হুরায়রা ﷺ বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি ছিয়াম থাকাবস্থায় ভুলবশত খাবার বা পানি পান করে ফেলে, সে যেন তার ছিয়াম পূর্ণ করে। কারণ স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই সেই খাবার বা পানীয় তাকে পান করিয়েছেন" (ছহীহ মুসলিম, হা/১১৫৫)।

●৭ম বর্ষ ●৬ষ্ঠ সংখ্যা ●এপ্রিল ২০২৩

Web : www.al-itisam.com

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلي الاعتصام بالكتاب و السنة.
السنة:٧، رمضان و شوال ١٤٤٤ھ/ أبريل ٢٠٢٣م العدد: ٦، الجزء: ٧٩
تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش
رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن يوسف
التحرير و التنسيق: لجنة البحوث العلمية لمجلة الاعتصام

**Monthly AL-ITISAM**
Chief Editor : **SHEIKH ABDUR RAZZAK BIN YOUSUF**
Overall Editing : **AL-ITISAM RESEARCH BOARD**
Published By : AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH, NARAYANGONJ AND RAJSHAHI, BANGLADESH.
Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM, Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi;
Tuba Pustakalay, Nawdapara (Amchattar), P.O. Sapura, Rajshahi-6203
Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840 E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

**প্রচ্ছদ পরিচিতি**

**নূর আস্তানা মসজিদ, কাজাখস্তান :** মধ্য এশিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম মসজিদটি ২০০৫ সালে নির্মিত হয়। ৪০ মিটার উচ্চতার মসজিদটি রাসূল (ছা.)-এর নবুঅতপ্রাপ্তির ৪০ বছরকে নির্দেশ করে আর ৬৩ মিটার উচ্চতার ৪টি মিনার রাসূল (ছা.)-এর ৬৩ বছরের জীবনীকালকে নির্দেশ করে। ৪০০০ বর্গমিটার আয়তনের মসজিদটিতে একসঙ্গে ৭০০০ মুছল্লী ছালাত আদায় করতে পারেন। স্বর্ণের প্রলেপযুক্ত মূল গম্বুজসহ সকল কাঠামোতে কুরআনের আয়াত খোদাই করা আছে।

**মাকতাবাতুস সালাফ কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত**

**সিলসিলা ছহীহা!**
(সিলসিলাতুল আহাদীছিছ ছহীহা)
সিলসিলা ছহীহার হাদীছসমূহ তাখরীজ ছাড়া ফিক্বহী ধারায় বিন্যস্ত
মূল : আল্লামা মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ
▪ পৃষ্ঠা : ৫১২ ▪ মূল্য : ৫০০ টাকা

ইলমুল হাদীস বিষয়ে আধুনিককালের শ্রেষ্ঠ হাদীছ বিশারদ আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহি.), তার অগাধ পাণ্ডিত্যের উজ্জ্বল স্বাক্ষর হলো সিলসিলা ছহীহা। এতে তিনি হাদীছের মহাসমুদ্র তালাশ করে দুর্লভ মণিমুক্তাসমূহ সন্নিবেশ করে দিয়েছেন, যা মুসলিম উম্মাহর বহু অজানা হাদীছ জানার খোরাক মেটাবে।

**ওহে সুন্নাহর অনুসারীগণ! পরস্পরের প্রতি কোমল হোন**
আল্লামা শাইখ আব্দুল মুহসিন ইবনু হামাদ আল আব্বাদ আল বাদ্র হাফিযাহুল্লাহ
সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া
▪ পৃষ্ঠা : ১০৪ ▪ মূল্য :১০০ টাকা

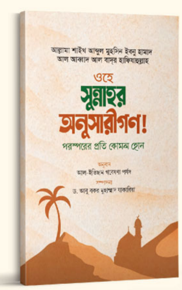


**আল্লাহ যাদের সাথে পরকালে কথা বলবেন না**
সাঈদুর রহমান
সম্পাদনা: আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ
▪ পৃষ্ঠা : ৬৪ ▪ মূল্য : ৬০ টাকা

মাকতাবাতুস সালাফ
সার্বিক যোগাযোগ : মাকতাবাতুস সালাফ
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী ।
মোবাইল : ০১৪০৭-০২১৮৪৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

৭ম বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা
এপ্রিল ২০২৩
চৈত্র-বৈশাখ ১৪২৯-১৪৩০
রামাযান-শাওয়াল
১৪৪৪

# মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

**প্রধান সম্পাদক**

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

**সার্বিক সম্পাদনায়**

আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ

**সার্বিক যোগাযোগ**

**মাসিক আল-ইতিছাম**

■ প্রধান সম্পাদক,
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী; তুবা পুস্তকালয়, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩

■ সম্পাদনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৮

■ ব্যবস্থাপনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৯

■ সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪০

■ ফাতাওয়া হটলাইন : ০১৪০৭-০২১৮৪২ (সকাল ৮:০০মি. থেকে সকাল ১০:০০মি.)

■ ই-মেইল : monthlyalitisam@gmail.com

■ ওয়েবসাইট : www.al-itisam.com

■ ফেসবুক পেজ : facebook.com/alitisam2016

■ ইউটিউব : youtube.com/c/alitisamtv

**আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ**

■ জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ :
০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮, ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯

■ জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী :
০১৪০৭-০২১৮২২

■ জামি'আহর উভয় শাখার জন্য :
০১৭১৭-০৮৮৯৬৭, ০১৭১৭-৯৪৩১৯৬

■ জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে :
বিকাশ পারসোনাল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭
বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

**হাদিয়া**

৩০/- (ত্রিশ টাকা) মাত্র

| বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা | ষাণ্মাসিক | বাৎসরিক |
|---|---|---|
| সাধারণ ডাক | ২২৫/- | ৪৫০/- |
| কুরিয়ার সার্ভিস | ৪০০/- | ৮০০/- |

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ কর্তৃক প্রকাশিত এবং আল-ইতিছাম প্রিন্টিং প্রেস, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

## সূচিপত্র

◈ সম্পাদকীয় ০২

◈ প্রবন্ধ

» আল্লাহর দিকে দাওয়াত : দলীয় মোড়কে নাকি পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে? (পর্ব-১১) ০৩
*মূল : আলী ইবনে হাসান আল-হালাবী আল-আছারী*
*অনুবাদ : আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী*

» আল-কুরআনে ভূবিজ্ঞানের ধারণা : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ০৫
*-ড. মোহাম্মদ হেদায়াত উল্লাহ*

» অহির বাস্তবতা বিশ্লেষণ-১৭তম পর্ব (মিন্নাতুল বারী-২৪তম পর্ব) ০৭
*-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

» রামাযান এবং আমাদের প্রচলিত ভুলত্রুটি ০৯
*-সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী*

» যেমন ছিল সালাফদের রামাযান ১৩
*-মাযহারুল ইসলাম*

» বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ইসলামের প্রভাব (পূর্ব প্রকাশিতের পর) ১৬
*-মো. হাসিম আলী*

» ই'তিকাফের মাসায়েল ১৯
*-মো. দেলোয়ার হোসেন*

» কুরআন তেলাওয়াতের সুফল ২১
*-হাফেয মীযানুর রহমান*

» লায়লাতুল ক্বদর : গুরুত্ব ও ফযীলত ২২
*-মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন*

» ছাদাক্বাতুল ফিত্বর ২৫
*-অধ্যাপক ওবায়দুল বারী বিন সিরাজউদ্দীন*

» ঈদের মাসায়েল ২৭
*-আল-ইতিছাম ডেস্ক*

» এপ্রিল ফুল : মুসলিম নিধনের করুণ ইতিহাস ৩০
*-মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ*

» পহেলা বৈশাখ : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ৩১
*-আবু লাবীবা মুহাম্মাদ মাকছুদ*

◈ শিক্ষার্থীদের পাতা

» রাবী পরিচিতি-৮ : ইবনু হুবায়রা রাহিমাহুল্লাহ ৩৫
*-আল-ইতিছাম ডেস্ক*

◈ নারীদের পাতা ৩৬

» নারীদের ছিয়াম
*-সাঈদুর রহমান*

◈ কবিতা ৩৯

◈ সংবাদ ৪১

◈ সওয়াল-জওয়াব ৪৪

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

## তবু যারা ক্ষমা পেল না...

প্রত্যেক আদম সন্তানেরই ভুল হয়। ভুলের অনিবার্য পরিণতি পাপ। সেই পাপ স্বীকার করে যারা মহান প্রতিপালকের সামনে অবনত হয়, তারাই শ্রেষ্ঠ মানুষ। মানুষ পাপ করে। সেই পাপ যখন মাথার বোঝা হয়ে আসে, তখন পাপের ভার নামিয়ে দিয়ে তাকে পবিত্র করার জন্য রামাযানের আগমন ঘটে। 'রময' অর্থ জ্বালিয়ে দেওয়া, পুড়িয়ে দেওয়া *(লিসানুল আরাব)*। তাই রামাযান মানবজাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এক মহান আহ্বান। কৃত পাপ জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মানুষকে খাঁটি সোনায় পরিণত করার আহ্বান।

রামাযান মাস আসলে ছালাত আদায়কারীর সংখ্যা বেড়ে যায়। মসজিদগুলো কানায় কানায় ভরে উঠে। গায়ে পাঞ্জাবি, মাথায় টুপি পরা লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বাহারি আইটেমের ইফতারীতে দস্তরখান পূর্ণ হয়ে উঠে। আতর-সুরমার ব্যবহারে পরিবেশে সুবাস ছড়ায়। কিন্তু মূল লক্ষ্য হাছিলের পথে কয়জন পা বাড়ায়! ছিয়ামের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কয়জন খোঁজ নেয়। ছিয়াম তো তাক্বওয়া অর্জনের জন্য মহান রব ফরয করেছেন *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৩)*। জৈবিক চাহিদা থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন প্রিয় নবী। কিন্তু সেইদিকে কে ফিরে তাকায়?

রামাযান মাস মানেই নেকী অর্জনের প্রতিযোগিতা করার মাস। মহান আল্লাহ শয়তানকে শৃঙ্খলিত রেখে মানবজাতিকে দিয়েছেন পুণ্য সন্ধানের অবারিত সুযোগ। এই মাসে জান্নাতের দরজাসমূহ থাকে উন্মুক্ত। জাহান্নামের দরজাগুলো থাকে বন্ধ। এজন্যই রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'ওহে কল্যাণের সন্ধানী! অগ্রসর হও। ওহে মন্দের অন্বেষী! পিছিয়ে যাও' *(ইবনু মাজাহ, হা/১৬৪২; মিশকাত, হা/১৯৬০)*।

রামাযান মাস রহমতের মাস। এই মাসে যে রহমত পেল, সে সত্যিকারের সৌভাগ্যবান। আর যে বঞ্চিত হলো, সে চরম পর্যায়ের হতভাগ্য। রামাযান মাস ক্ষমা চাওয়ার মাস, ক্ষমা পাওয়ার মাস। তবুও যারা আলস্যে দিন কাটিয়ে দিল, ইবাদত, যিকির-আযকার, কুরআন তেলাওয়াতে রত থাকতে পারল না, কেঁদে-কেটে মহান রবের কাছে কৃত পাপের ক্ষমা ভিক্ষা নিতে পারল না তারা কতই না হতভাগ্য! আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'ঐ লোকের নাক ধুলায় ধূসরিত হোক, যার কাছে রামাযান আসলো, আবার শেষও হয়ে গেল; কিন্তু নিজের গুনাহ-খাতা মাফ করিয়ে নিতে পারল না' *(তিরমিযী, হা/৩৫৪৫; মিশকাত, হা/৯২৭)*। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম খুৎবার মিম্বারে ওঠার সময় বললেন, আমীন! ছাহাবীগণ কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, জিবরীল আলাইহিস সালাম এসে বললেন, যে ব্যক্তি রামাযান পেল, অথচ নিজের পাপ ক্ষমা করিয়ে নিতে পারল না, সে ধ্বংস হোক! বলুন, আমীন! তাই আমি বললাম, আমীন!' *(ছহীহ ইবনু খুযায়মা, হা/১৮৮৮)*। জাবের ইবনু সামুরা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম মিম্বারে ওঠার সময় জিবরীল আলাইহিস সালাম এসে বললেন, 'যে রামাযান মাস পাওয়ার পর মারা গেল, কিন্তু নিজের পাপের ক্ষমা পেল না, ফলে তাকে জাহান্নামে যেতে হলো, আল্লাহ যেন তাকে আরো দূরে ঠেলে দেন; বলুন, আমীন! রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, আমীন! *(আল মু'জামুল কাবীর, হা/২০২২; ছহীহ তারগীব, হা/২৪৯১)*। চিন্তা করুন, সর্বশ্রেষ্ঠ ফেরেশতার দু'আতে যদি সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটি আমীন বলেন, তাহলে সেই দু'আ ব্যর্থ হওয়ার কোনো সুযোগ আছে?

আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে একে-অন্যকে সহযোগিতা করো। আর পাপকর্ম ও আল্লাহদ্রোহিতার কাজে একে-অন্যকে সহযোগিতা করো না' *(আল-মায়েদা, ৫/২)*। তাহলে যে সকল মুনাফালোভী রামাযান মাসে দিনের বেলা খাবারের হোটেল-রেস্টুরেন্ট খুলে রেখে মানুষকে ছিয়াম তরক করার সুযোগ করে দেয়, যারা নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের দাম বাড়িয়ে দিয়ে অসহায় মানুষদের জীবনকে আরো কষ্টের মধ্যে ফেলে দেয়, তারা কোন স্তরের মুসলিম? মহান রবের আনুগত্যে অবিচল থাকা, মনের সাথে আপসহীন যুদ্ধ করে পাপকাজ থেকে নিজেকে নিবৃত রাখা, কষ্ট ও ধৈর্যের সাথে ভিক্ষুকের ন্যায় রবের সামনে নত হয়ে অতীতের কৃত অন্যায়, পাপ, ভুলত্রুটির ক্ষমা প্রার্থনাই ছিয়ামের শিক্ষা।

তাই রামাযান শেষ হয়ে গেল, অথচ আমার গুনাহ-খাতা ক্ষমা করিয়ে নিতে পারলাম না; এমন হতভাগ্য যেন আমরা না হই, সে প্রত্যাশায় শেষ হোক এবারের রামাযান। আল্লাহ কবুল করুন। আমীন!

# আল্লাহর দিকে দাওয়াত : দলীয় মোড়কে নাকি পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে?

*মূল : আলী ইবনে হাসান আল-হালাবী আল-আছারী*
*অনুবাদ : আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী**

(পর্ব-১১)

**অষ্টম পরিচ্ছেদ : ইসলামী সমাজের সদস্যদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক**

‘একজন মুসলিমের নিকট আল্লাহর জন্য, তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর জন্য এবং মুমিনদের জন্য মৈত্রী একটি সুদৃঢ় আক্বীদা ও প্রতিষ্ঠিত মূলনীতি। তিনি কোনো দল, কোনো জমায়েত, কোনো স্বার্থ, কোনো লক্ষ্য বা কোনো পথের উপর ভিত্তি করে বন্ধুত্ব করতে পারেন না, যা কিনা মহান আল্লাহর নিম্নবর্ণিত বাণীর পরিপন্থী : ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ ‘তোমাদের বন্ধু কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ’ *(আল-মায়েদাহ, ৫/৫৫)*।

অতএব, কুরআন ও সুন্নাহ ছাড়া মুসলিমদের এমন কোনো লিখিত চুক্তির বা সীলমারা কোনো অঙ্গীকারনামার বা কোনো মানহাজের দরকার নেই, যেখানে এই মূলনীতিটি উল্লিখিত থাকবে।

কোনো মুসলিমের জন্য এই অধিকার নেই যে, তিনি কোনো দল বা জমায়েতের উপর ভিত্তি করে মিত্রতা বা শত্রুতা পোষণ করবেন অথবা মনে করবেন যে, হক্ব তার দলের সূত্রেই আসে আর অন্যদের মধ্যে পাওয়া যায় বাতিল’।[১]

‘পার্থিব জীবনে মুসলিমদের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারটিকে বিধানদাতা আল্লাহ দলবাজদের জন্য অবজ্ঞার পাত্র ও চারণক্ষেত্র হিসেবে ছেড়ে দেননি যে, আল্লাহ যে সম্পর্ক জোড়া দিতে বলেছেন, তা তারা ছিন্ন করবে’।[২]

অতএব, মযবূত সম্পর্ক মানেই হচ্ছে, ‘সর্বদা ইসলামী মানহাজ মেনে চলা, যা আল্লাহ বিধান হিসেবে দিয়েছেন এবং রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় উত্তম নমুনা হিসেবে বাস্তবায়িত হয়েছে। এটাই মাপকাঠি। ভালো সম্পর্ক মানে ব্যক্তি, জামা‘আত, মাযহাব, দল বা শাসন মেনে চলার নাম নয়।

এই মাপকাঠি থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার কারণে বা মুসলিমদের হাত থেকে এটিকে ছিনিয়ে নেওয়ার অপচেষ্টার কারণেই ইসলামী জীবনাদর্শে নানা দোষত্রুটি ও রোগ-ব্যাধি ঢুকে পড়েছে। ...এভাবেই মিথ্যা সম্পর্ক তৈরি হয়, যা কোনো ব্যক্তি বিশেষের জন্য দাবি করা হয়। তৈরি হয় হাস্যকর ও ক্রন্দনোদ্দীপক সব ছুতো, যেগুলো তাদের কাজকর্ম ও ভুলভাল চালিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুতকৃত; অথচ সেগুলো আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক কাজের সাথে সাংঘর্ষিক।

এখান থেকেই শুরু হয় অধঃপতনের। কারণ তখন ইসলামের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও মহান রবপ্রদত্ত মূল্যবোধের খেদমত না করে বরং সেগুলোকে নিজেদের খেদমতে ব্যবহার করা শুরু হয়। কবি যথার্থই বলেছেন (গদ্যানুবাদ), ‘আমি শীঘ্রই প্রচার করতে চাই যে, দলাদলি হারাম। হায়! আমাদের উম্মতের জন্য দুর্ভোগ যে, ইসলাম সংগঠনের খেদমত করছে’।

আর এ সময়েই ব্যক্তি বিশেষের উপর হুকুম-আহকামের প্রয়োগ শুরু হয়, নানা ছলচাতুরী মূলনীতি হিসেবে গৃহীত হয়, এমনকি সেগুলো লিখিত আকারে তৈরি হয়ে যায়!

যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য তার ভাইদেরকে ভালোবাসে, তার এধারণা করা সমীচীন নয় যে, মানহাজ অনুসরণের দিকে আহ্বান এবং কোনো ব্যক্তি, প্রতীক ও লেবেলের অনুসরণ বর্জনের আহ্বান মানেই বিভক্তির দিকে ফিরে যাওয়া এবং কোনো ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টাকে ওলটপালট করা!

মুসলিমদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ক এই মূলনীতি কিন্তু ঐচ্ছিক কোনো বিষয় নয়। বরং তা মুসলিম সমাজের চলার পথকে পরিশুদ্ধ করার নাম, মানবজীবনে একনায়কতন্ত্রকে রদ করার নাম এবং ইসলাম মেনে চলার নাম, যার প্রতি মহান আল্লাহ দ্বীন হিসেবে সন্তুষ্ট এবং যে ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পেশ করেছেন’।[৩]

---

* বি. এ. (অনার্স), উচ্চতর ডিপ্লোমা, এম. এ. এবং এম.ফিল., মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; অধ্যক্ষ, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. আয়েয আল-ক্বরনী, আল-হারাকাতুল ইসলামিয়্যাহ আল-মু‘আছেরাহ, পৃ. ১০।

২. আত-ত্বলী‘আহ ফী বারাআতি আহলিস সুন্নাহ, পৃ. ১৫।

৩. সালীম আল-হেলালী, হালাওয়াতুল ঈমান, পৃ. ৫২-৫৩।

'মোদ্দাকথা, প্রকৃত যে সম্পর্ক বিভক্তকে যুক্ত করতে পারে, বিরোধপূর্ণকে জোড়া লাগাতে পারে, তা হচ্ছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর সম্পর্ক। এটি এমন একটি সম্পর্ক, যা গোটা ইসলামী সমাজকে একটি দেহে পরিণত করতে পারে; গোটা ইসলামী সমাজকে একটি ইমারতের মতো করে দিতে পারে, যার একাংশ অপরাংশের সাথে মযবূতভাবে গাঁথা। অতএব, এর বাইরে অন্য কোনো সম্পর্কের দিকে ডাকা কস্মিনকালেও বৈধ নয়'।[৪]

এসবই 'ইসলামের সৌন্দর্য হিসেবে ধর্তব্য। কারণ তা সামাজিক জীবনকে সুচারুরূপে সংগঠিত করেছে, মুমিনদেরকে ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বেঁধেছে, তাদের উপর পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্পর্কের এমন অধিকার ধার্য করেছে, যা তাদের সামাজিক ঐক্যের নিশ্চয়তা দিতে পারে এবং মানবরচিত যাবতীয় দলীয় সম্পর্কের পথে অন্তরায় হতে পারে। এই সম্পর্ক ইসলাম এমনভাবে স্থাপন করেছে যে, এরপরে ইসলামের ছায়াতলে অন্য কোনো সম্পর্কের প্রয়োজন পড়বে না। মহান আল্লাহ এই সুদৃঢ় সম্পর্কের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে বলেন, ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ 'আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী পরস্পর পরস্পরের বন্ধু' *(আত-তাওবাহ, ৯/৭১)*। তিনি আরো বলেন, ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ 'কেবল মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই' *(আল-হুজুরাত, ৪৯/১০)*।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ঈমানী সম্পর্কের প্রতি জোর দিয়েছেন, এর মর্যাদাকে উঁচু করে দেখিয়েছেন এবং এর উপর ভিত্তি করে যেসব অধিকার ও শিষ্টাচার বর্তায়, তার বিবরণ দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ 'সকল মুসলিমের রক্ত সমান। একজন সাধারণ মুসলিমও যে কোনো ব্যক্তিকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিলে তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা সকলের কর্তব্যে পরিণত হয়। তারা বিজাতীয় শত্রুর বিরুদ্ধে একটি হাতস্বরূপ (একতাবদ্ধ)'।[৫] তিনি আরো বলেন, تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، كَمَثَلِ الجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالحُمَّى 'আপনি মুমিনগণকে তাদের পারস্পরিক দয়া, ভালোবাসা ও সহানুভূতির ক্ষেত্রে একটি দেহের মতো দেখবেন। যখন দেহের একটি অঙ্গ রোগে আক্রান্ত হয়, তখন সারা শরীর এর কারণে রাত্রি জাগরণ ও জ্বরের মাধ্যমে ঐ ব্যথার অংশীদার হয়'।[৬] তিনি আরো বলেন, الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا 'একজন মুমিন অপর মুমিনের জন্য একটি ইমারতের মতো, যার একাংশ অপরাংশের সাথে মযবূতভাবে গাঁথা'।[৭]

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিমদের অধিকারের ব্যাপারে যেসব নির্দেশনা দিয়েছেন এবং ইসলাম তাদের পরস্পরের মধ্যে যে সম্পর্ক ও সহযোগিতা অপরিহার্য করেছে, সেগুলোর মধ্যে উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদীছগুলো কয়েকটি নমুনা মাত্র।

এই বন্ধুত্বই মুমিনদের পারস্পরিক সম্পর্কের মূল ভিত্তি।

এই সম্পর্ক বাস্তবায়ন করা মানেই হচ্ছে জামা'আতবদ্ধ থাকা। আর এই সম্পর্ক থেকে সরে যাওয়া মানেই হচ্ছে ইসলামী ব্যবস্থাপনার গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাওয়া এবং জাহেলী বিভেদের দিকে ফিরে যাওয়া, যা জাতি, গোত্র, ভাষা, মাতৃভূমি ইত্যাদির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। একারণে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন যে, জামা'আত থেকে বের হওয়ার অর্থই হচ্ছে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া এবং সেই অবস্থায় মৃত্যুবরণ মানেই জাহেলিয়াতের উপর মৃত্যুবরণ'।[৮]

জামা'আতবদ্ধ থাকার ব্যাপারে বর্ণিত সেই হাদীছগুলো কী কী?

জামা'আত দ্বারা উদ্দেশ্যই-বা কী?

'মুসলিমদের জামা'আতসমূহ' (جَمَاعَاتُ الْمُسْلِمِيْنَ) এবং 'মুসলিমদের জামা'আত' (جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِيْنَ)-এর মধ্যে কী পার্থক্য?

উভয়ের সূত্রগুলোই-বা কী?

*(চলবে)*

৪. আল্লামা মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বীতী, আযওয়াউল বায়ান, ৩/৪৪৭-৪৪৮ (ঈষৎ পরিমার্জিত)।

৫. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, হা/২৭৯৬৮; সুনানে ইবনে মাজাহ, হা/২৬৮৩; সুনানে আবূ দাঊদ, হা/২৭৫১, হাসান-ছহীহ।

৬. ছহীহ বুখারী, হা/৬০১১; ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৮৬।

৭. ছহীহ বুখারী, হা/৪৮১, ২৪৪৬ ও ৬০২৬; ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৮৫।

৮. আল-আহযাব আস-সিয়াসিয়্যাহ ফিল ইসলাম, পৃ. ৪৩-৪৪ (সংক্ষেপিত)।

# আল-কুরআনে ভূবিজ্ঞানের ধারণা : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

-ড. মোহাম্মদ হেদায়াত উল্লাহ*

## ১. উপস্থাপনা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সকল জ্ঞানের উৎস। এই সর্বশেষ আসমানী প্রত্যাদেশে ৭৫০টিরও অধিক বিজ্ঞান নির্দেশক আয়াত থাকলেও এটি বিজ্ঞানের কোনো গ্রন্থ নয়। আল্লাহ তাআলা এই গ্রন্থ শুধু মানুষের হেদায়াতের জন্য অবতীর্ণ করেছেন *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৫)*। এখানে ভূগোলশাস্ত্রসংক্রান্ত অনেক আয়াত ও তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। বিভিন্ন আয়াতে ভূগোল চর্চার অনুপ্রেরণার সাথে সাথে বিভিন্ন ভৌগলিক স্থান, ভৌগলিক তত্ত্ব ও ভূগোল চর্চায় আত্মনিয়োগ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নির্দেশনা আলোচনা করা হলো।

## ২. আল-কুরআনে ভূবিজ্ঞান

একবিংশ শতাব্দী জ্ঞান-বিজ্ঞানের শতাব্দী। শেষ নবীর উম্মতগণ জ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তির চরম শিখরে আরোহণ করবে, এই বিষয়ে আল্লাহ তাআলা আগে থেকেই জানেন। এজন্য কিছু ক্লু তিনি প্রত্যাদেশে সংযোজন করে মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার লাগাম টেনেছেন। নিম্নে আল-কুরআনে বর্ণিত ভূগোল ও ভূবিজ্ঞান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

### ২.১ ভূপৃষ্ঠ ভূগোলের মূল উপাদান

ভূপৃষ্ঠের মাটির গঠন-প্রকৃতি হলো এটি সহজে খনন করা যায়। সমতল করে পথ তৈরি করা যায়। মাটি পানিতে গলে নরম হয়। আবার শুকালে শক্ত হয়। মাটি সহজে ভাঙা যায়। মাটির এই প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের কারণ হলো মাটিতে অনেকগুলো রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণ রয়েছে। অক্সিজেন, সিলিকন, আয়রন, অ্যালুমিনিয়াম, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ মাটিতে বিদ্যমান থাকায় মাটির নমনীয় বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়। এর উর্বরতা যেমন তৈরি হয়েছে, তেমনি মাটিকে ইচ্ছামতো ব্যবহার করে মানুষ প্রয়োজনীয় সুবিধা গ্রহণ করছে। মাটি বিদীর্ণ করে উঠা বৃক্ষ, তরুলতা আর ক্ষেতের ফসল নানারকম খাদ্য উৎপন্ন করে। সৃষ্টিকুলে এ বৈচিত্র্য এনেছেন দয়াময় আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি নিপুণতার আলোকে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ 'তিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে সুগম করেছেন। অতএব, তোমরা তার কাঁধে বিচরণ করো এবং তাঁর দেওয়া রিযিক্ব আহার করো। তাঁরই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে' *(আল-মুলক, ৬৭/১৫)*।

### ২.২ পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষায় পাহাড় সৃষ্টি

আধুনিক ভূবিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, ভূমির উপর পাহাড়গুলো পেরেকের মতো প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ভূপৃষ্ঠে ভারসাম্য সৃষ্টি হয়েছে এবং ভূমিকম্পের ধ্বংসযজ্ঞ থেকে পৃথিবীবাসী অনেকখানি রক্ষা পেয়েছে। সেজন্য পৃথিবীময় ধ্বনি উঠেছে পাহাড় যেন না কাটা হয়। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনের বাণী প্রণিধানযোগ্য। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ 'আর তিনি পৃথিবীর উপর বোঝা রেখেছেন যে, কখনো যেন তা তোমাদেরকে নিয়ে হেলে-দুলে না পড়ে এবং নদী ও পথ তৈরি করেছেন, যাতে তোমরা পথ প্রদর্শিত হও' *(আন-নাহল, ১৬/১৫)*।

### ২.৩ পৃথিবী বসবাসের জায়গা

মহান আল্লাহ পৃথিবীতে মানুষের জন্য বসবাসের জায়গা সৃষ্টি করেছেন। মানুষ এই পৃথিবীতে বসবাস, চলাচল, ভূপৃষ্ঠ ব্যবহার করে খাদ্য উপকরণ তৈরি করছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى﴾ 'তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে শয্যা করেছেন এবং তাতে চলার পথ করেছেন, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন এবং তা দ্বারা আমি বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি' *(ত্ব-হা, ২০/৫৩)*।

### ২.৪ ঋতুর পরিবর্তন

ঋতুর পরিবর্তনে সূর্য ও পৃথিবীর ভূমিকা অপরিসীম। সূর্য ও পৃথিবীকে আল্লাহ তাআলা যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর একথার উপরে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ সূর্যের নিজ কক্ষপথে চলার গতিবেগের হিসাব দিয়েছেন এবং তার কক্ষপথের দূরত্বের হিসাবও দিয়েছেন। তাদের মতে, সূর্য প্রতিদিন তার কক্ষপথে চলে ১২৯ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল। এভাবে ২৫ কোটি বছরে তার কক্ষপথ একবার অতিক্রম করে। আশ্চর্যের বিষয় হলো সূর্যও যেমন দাঁড়িয়ে নেই; তেমনি সূর্য থেকে পৃথিবী তার দূরত্ব বজায় রেখে সূর্যের সাথে পাল্লা দিয়ে পৃথিবীও চলছে। তাও চলছে এমনভাবে

* সহকারী অধ্যাপক, সরকারি মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।

যেন সূর্যের চারপাশ দিয়ে ঘোরার সময় পথটা বৃত্তাকার না হয়ে ডিম্বাকার হয়। পৃথিবী নিজ মেরুদণ্ডের উপর সব সময় ঘূর্ণায়মান আছে। আর ঘূর্ণায়নের ফলে হয় ঋতু পরিবর্তন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, ﴿لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ 'সূর্য নাগাল পেতে পারে না চন্দ্রের এবং রাত্রি অগ্রে চলে না দিনের। প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে সন্তরণ করে' *(ইয়াসীন, ৩৬/৪০)*।

### ২.৫ আবহাওয়ার পূর্বাভাস

পৃথিবীতে ঝড়, বৃষ্টি, সাইক্লোন প্রভৃতি শুরু হওয়ার আগে এমন একটি বায়ু প্রবাহিত হয়, যার মধ্য থেকে মেটোরোগ্রাফস অঙ্কন করা যায়। অর্থাৎ তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বায়ুর গতিবেগ, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, বজ্রবৃষ্টি, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতির সার্বিক মানচিত্র পাওয়া যায় এবং এ মানচিত্র অগ্রিম দেওয়ার নাম আবহাওয়ার পূর্বাভাস। পবিত্র কুরআন এটাকে বলেছে সুসংবাদবাহী পূর্বাভাস। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ﴾ 'আমি বৃষ্টিগর্ভ বায়ু পরিচালনা করি অতঃপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি, এরপর তোমাদেরকে তা পান করাই। বস্তুত তোমাদের কাছে এর ভাণ্ডার নেই' *(আল-হিজর, ১৫/২২)*।

### ২.৬ মেঘমালা সৃষ্টি

এ মহাশূন্যে তৈরি হয় মেঘমালা। আর তা থেকে বর্ষিত হয় বৃষ্টি। জলীয়বাষ্প থেকে মেঘ সৃষ্টি হয়। জলীয়কণা যখন সাগর, নদ-নদী, খাল-বিল থেকে বাষ্পাকারে উপরে উঠে, তখন সেটা চারপাশের বায়ুস্তরের চেয়ে হালকা হয়ে যায়। ফলে জলীয়বাষ্প উৎপন্ন হয়েই উপরের দিকে উঠতে থাকে। আবার ঊর্ধ্বগামী বায়ুপ্রবাহ ক্রমশ শীতল হয়ে আসে এবং ঘনীভূত হওয়ার মাধ্যমে সেটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পানিকণায় পরিণত হয়। নির্দিষ্ট উচ্চতায় ও তাপে মেঘমালা তৈরি হয় এবং বিশেষ সময়ে মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ﴾ 'আপনি কি দেখেন না যে, আল্লাহ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন। অতঃপর তাকে পুঞ্জীভূত করেন। অতঃপর তাকে স্তরে স্তরে রাখেন। অতঃপর আপনি দেখেন যে, তার মধ্য থেকে বারিধারা নির্গত হয়। তিনি আকাশস্থিত শিলাস্তূপ থেকে শিলাবর্ষণ করেন এবং তা দ্বারা যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা, তা অন্যদিকে ফিরিয়ে দেন। তার বিদ্যুৎঝলক দৃষ্টিশক্তি যেন বিলীন করে দিতে চায়' *(আন-নূর, ২৪/৪৩)*। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি বৃষ্টিগর্ভ বায়ু পরিচালনা করি। অতঃপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি, এরপর তোমাদেরকে তা পান করাই। বস্তুত তোমাদের কাছে এর ভাণ্ডার নেই' *(আল-হিজর, ১৫/২২)*।

### ২.৭ পানিচক্র

চক্রাকারের যে প্রক্রিয়ায় পানি পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে সূর্যের তাপে জলীয়বাষ্পে পরিণত হয়, জলীয়বাষ্প ঠাণ্ডা হয়ে মেঘ সৃষ্টি হয়, এই মেঘ আরো ঘনীভূত বৃষ্টিরূপে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসে তাকেই পানিচক্র বলে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিতভাবে পানিচক্রের বিবরণ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ 'তাঁর আরও নিদর্শন, তিনি তোমাদেরকে দেখান বিদ্যুৎ ভয় ও ভরসার জন্য এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর তা দ্বারা মৃত জমিনকে জীবিত করেন। নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে' *(আর-রূম, ৩০/২৪)*।

### ২.৮ ভূগর্ভ পানির উৎস

মহাশূন্যের সব গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পানি রয়েছে পৃথিবীতে। আধুনিক বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন, পৃথিবীর মোট আয়তনের শতকরা ৭১ ভাগ পানি। মানবদেহে পানির পরিমাণ শতকরা ৭১ ভাগ এবং আগ্নেয়গিরি থেকে নির্গত গ্যাসের মধ্যে পানির পরিমাণ ৭১ শতাংশ। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا - أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا﴾ 'পৃথিবীকে এর পরে বিস্তৃত করেছেন। তিনি এর মধ্য থেকে এর পানি ও ঘাস নির্গত করেছেন' *(আন-নাযিআত, ৭৯/৩০-৩১)*।

### ৩. উপসংহার

এই গোলাকার পৃথিবীর সৃষ্টি, ঘূর্ণন, আলো-বাতাস, পানির উৎস, জীবজন্তুর বসবাসের স্থান ইত্যাদি সম্পর্কে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ১৪৫০ বছর আগে যে তথ্য প্রকাশ করেছিল তা আজকের আধুনিক যুগের বিজ্ঞানীরা তার সত্যায়ন করছে। তাই প্রমাণিত যে, আল-কুরআনের সব তথ্যই সত্য এবং তা এড়িয়ে যাওয়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

# অহির বাস্তবতা বিশ্লেষণ (১৭তম পর্ব)

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

(মিন্নাতুল বারী- ২৪তম পর্ব)

**হাদীছ নং : ৬ (বাকী অংশ)**

وَكَانَ ابْنُ النَّاظُورِ، صَاحِبُ إِيلِيَاءَ وَهِرَقْلَ، سُقُفًّا عَلَى نَصَارَى الشَّأْمِ يُحَدِّثُ أَنَّ هِرَقْلَ حِينَ قَدِمَ إِيلِيَاءَ، أَصْبَحَ يَوْمًا خَبِيثَ النَّفْسِ، فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِقَتِهِ: قَدِ اسْتَنْكَرْنَا هَيْئَتَكَ، قَالَ ابْنُ النَّاظُورِ: وَكَانَ هِرَقْلُ حَزَّاءً يَنْظُرُ فِي النُّجُومِ، فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوهُ: إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ حِينَ نَظَرْتُ فِي النُّجُومِ مَلِكَ الخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ، فَمَنْ يَخْتَتِنُ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ؟ قَالُوا: لَيْسَ يَخْتَتِنُ إِلَّا اليَهُودُ، فَلاَ يُهِمَّنَّكَ شَأْنُهُمْ، وَاكْتُبْ إِلَى مَدَايِنِ مُلْكِكَ، فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ اليَهُودِ. فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ، أُتِيَ هِرَقْلُ بِرَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ يُخْبِرُ عَنْ خَبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا اسْتَخْبَرَهُ هِرَقْلُ قَالَ: اذْهَبُوا فَانْظُرُوا أَمُخْتَتِنٌ هُوَ أَمْ لاَ، فَنَظَرُوا إِلَيْهِ، فَحَدَّثُوهُ أَنَّهُ مُخْتَتِنٌ، وَسَأَلَهُ عَنِ العَرَبِ، فَقَالَ: هُمْ يَخْتَتِنُونَ، فَقَالَ هِرَقْلُ: هَذَا مُلْكُ هَذِهِ الأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ. ثُمَّ كَتَبَ هِرَقْلُ إِلَى صَاحِبٍ لَهُ بِرُومِيَةَ، وَكَانَ نَظِيرَهُ فِي العِلْمِ، وَسَارَ هِرَقْلُ إِلَى حِمْصَ، فَلَمْ يَرِمْ حِمْصَ حَتَّى أَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِبِهِ يُوَافِقُ رَأْيَ هِرَقْلَ عَلَى خُرُوجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَنَّهُ نَبِيٌّ، فَأَذِنَ هِرَقْلُ لِعُظَمَاءِ الرُّومِ فِي دَسْكَرَةٍ لَهُ بِحِمْصَ، ثُمَّ أَمَرَ بِأَبْوَابِهَا فَغُلِّقَتْ، ثُمَّ اطَّلَعَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الرُّومِ، هَلْ لَكُمْ فِي الفَلاَحِ وَالرُّشْدِ، وَأَنْ يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ، فَتُبَايِعُوا هَذَا النَّبِيَّ؟ فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمُرِ الوَحْشِ إِلَى الأَبْوَابِ، فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِّقَتْ، فَلَمَّا رَأَى هِرَقْلُ نَفْرَتَهُمْ، وَأَيِسَ مِنَ الإِيمَانِ، قَالَ: رُدُّوهُمْ عَلَيَّ، وَقَالَ: إِنِّي قُلْتُ مَقَالَتِي آنِفًا أَخْتَبِرُ بِهَا شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ، فَقَدْ رَأَيْتُ، فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ، فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأْنِ هِرَقْلَ رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، وَيُونُسُ، وَمَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.

**অনুবাদ :**

ইবনুন নাতুর যে বায়তুল মাক্বদিসের গভর্ণর, হেরাক্লিয়াসের বন্ধু এবং খ্রিষ্টানদের শাম বা সিরিয়া এলাকার বিশপ, তিনি বর্ণনা করেন, একদিন হেরাক্লিয়াস বায়তুল মাক্বদিসে আসলেন। কোনো এক সকালে তার মন খারাপ। কিছু প্যাট্রিয়ক তাকে জিজ্ঞেস করল, আজকে আপনার সার্বিক অবস্থা একটু খারাপ মনে হচ্ছে। ইবনুন নাতুর বলেন, আসলে হেরাক্লিয়াস নক্ষত্রবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। নক্ষত্র গণনা করে তিনি ভবিষ্যৎ জানার চেষ্টা করতেন। প্যাট্রিয়করা যখন তাকে এই প্রশ্ন করল তখন তিনি উত্তরে বললেন, আমি আজ রাতে তারকা গণনা করে দেখেছি, খাতনাকারীদের বাদশাহ প্রকাশ পেয়েছে। এই উম্মতের মধ্যে কারা খাতনা করে তোমরা কি জানো? প্যাট্রিয়কগণ উত্তরে বললেন, ইয়াহূদীরা ব্যতীত কেউ খাতনা করে না। আর ইয়াহূদীদের নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না। আপনি বরং সকল শহরে এই আদেশ পাঠিয়ে দেন যে, যত ইয়াহূদী আছে তাদের হত্যা করা হোক! এই অবস্থাতেই হঠাৎ একজন ব্যক্তিকে তার সামনে আনা হলো, যাকে গাসসানের বাদশাহ পাঠিয়েছেন। যে আরবের নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সংবাদ দিতে পারে। হেরাক্লিয়াস তাকে কিছু জিজ্ঞেস করার পূর্বেই তার খাতনা করা আছে কিনা তা দেখার জন্য কর্মচারীদের আদেশ দিলেন। তার সভাসদগণ চেক করে জানালো যে তার খাতনা করা আছে। তাকে আরবদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে সে জানালো আরবরা খাতনা করে। একথা শুনে হেরাক্লিয়াস বললেন, এই উম্মতের বাদশাহ তাহলে তিনিই, যিনি আরবে প্রকাশ পেয়েছেন।

অতঃপর হেরাক্লিয়াস এই বিষয়ে রোমে তার বন্ধুর নিকটে চিঠি লিখলেন, যে তার মতোই তারকারাজি সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখে এবং তিনি বায়তুল মাক্বদিস ছেড়ে হিমসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলেন। হিমসে পৌঁছতে পৌঁছতেই রোম থেকে তার সেই বন্ধুর চিঠি এসে পৌঁছলো। সেই চিঠিতে তার বন্ধুও এই উম্মতের বাদশাহর আরবে প্রকাশ সম্পর্কে একমত পোষণ করেছেন এবং মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সত্য নবী তা স্বীকার করেছেন। এই চিঠি পড়ে হেরাক্লিয়াস তার দরবারে রোমের সকল সভাসদকে আহ্বান করলেন। অতঃপর দরবারের সকল দরজা বন্ধ করে দিয়ে ঘোষণা দিলেন, হে রোমবাসীরা! তোমরা কি সফলতা ও কল্যাণ চাও? তোমরা কি চাও যে, তোমাদের রাজত্ব অক্ষত থাকুক? তাহলে এই নবীর হাতে বায়আত গ্রহণ করো। এই ঘোষণা শুনে তারা জংলি গাধার মতো এদিক-সেদিক পালাতে লাগল এবং দেখল চারিদিক থেকে দরজা বন্ধ। হেরাক্লিয়াস যখন তাদের অসন্তুষ্টি অনুভব করলেন এবং বুঝতে পারলেন যে, তারা ঈমান আনবে না, তখন তাদেরকে পুনরায় ডেকে বললেন, আসলে আমি একথা বলে তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চাচ্ছিলাম। তোমাদের নিজেদের দ্বীনের উপর তোমাদের বিশ্বাস কতটা মযবূত সেটা দেখার জন্য। তার এই কথা শুনে সবাই তাকে সিজদা করল এবং তার উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করে সেখান থেকে বিদায় নিল। আর এটাই নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে হেরাক্লিয়াসের সর্বশেষ অবস্থা।

**সনদ বিশ্লেষণ :** ইবনুন নাতুর থেকে বর্ণিত এই অংশটি মূল হাদীছ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ-এর পক্ষ থেকে হাদীছের অর্থ বুঝতে সুবিধা হওয়ার জন্য যুক্ত করা টীকা। আর সাধারণত ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ সনদ ছাড়াই টীকাতে বিভিন্ন হাদীছ ও আয়াত উল্লেখ করে থাকেন। এই

* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; বি. এ (অনার্স), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এমএসসি, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য।

অংশটি ইবনুন নাতুর থেকে কে বর্ণনা করেছে তা ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ স্পষ্ট করেননি। ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে দুটি মত পাওয়া যায়। কেউ বলেছেন, ইমাম যুহরী রাহিমাহুল্লাহ সরাসরি ইবনু নাতুর থেকে শুনেছেন। আর কেউ বলেছেন, ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা যিনি মূল হাদীছ আবু সুফিয়ান থেকে বর্ণনা করেছেন তিনিই মূলত ইবনুন নাতুর থেকে এই টীকার অংশটি শুনেছেন।[১]

**রাবী ব্যতীত হাদীছে উল্লিখিত অন্যান্য নামের পরিচয় :**

**(১) হেরাকল :** যাকে ইংরেজিতে হেরাক্লিয়াস বলা হয়। তার উপাধি হচ্ছে কায়সার, যেটাকে ইংরেজিতে সিজার বলা হয়। কায়সার বা সিজার অর্থ চেরা বা ফাড়া। তাদের প্রধান রাজার উপাধি ছিল কায়সার। তাদের অতীত কোনো রাজা সম্ভাব্য জুলিয়াস সিজারকে মায়ের মৃত্যুর পর পেট থেকে চিরে জীবিত অবস্থায় বের করা হয়েছিল। এই ব্যতিক্রম ঘটনার উপর গর্ব করে তার নাম হয় কায়সার বা সিজার। তারপর থেকে তাদের সকল রাজাকে কায়সার নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। বাদশাহ হেরাক্লিয়াস রোমান বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের একজন রাজা ছিলেন। যাদের রাজত্বের কেন্দ্র ছিল ইস্তাম্বুল বা কনস্টান্টিনোপোল। বাদশাহ হেরাক্লিয়াস তার সময়ে পারস্য রাজা খসরুকে পরাজিত করে ফিলিস্তীন বিজয় করেন। ৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণকারী এই বাদশাহ ৬৪১ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[২]

তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কিনা এই বিষয়ে গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে, তিনি শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি। তবে তিনি এটা নিশ্চিতভাবে জানতেন যে, মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সত্য নবী। এটা জানার পরও তিনি দ্বীন গ্রহণ করতে পারেননি। যেমনটা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা আবূ তালেবও পারেননি। হেরাক্লিয়াস মুতার যুদ্ধে এবং তাবুকের যুদ্ধে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন।[৩]

**(২) দিহইয়াতুল কালবী :** তার পূর্ণ নাম হচ্ছে দিহইয়া ইবনু খলীফা ইবনু ফারওয়া আল-কালবী। তিনি ওই সমস্ত ছাহাবীর অন্তর্ভুক্ত, যারা ইসলামের প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি দেখতে অনেক সুন্দর ছিলেন। জিবরীল আলাইহিস সালাম তার আকৃতিতে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে আসতেন। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করলেও পরবর্তী প্রায় সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দূত হিসেবে দুমাতুল জান্দাল এবং হেরাক্লিয়াসের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তার বোন শারাফের সাথে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তবে সংসার শুরু করার পূর্বেই দিহইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বোন মারা যান। কুতুবে সিত্তাহর মধ্যে একমাত্র সুনানে আবূ দাঊদে তার হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণের পর ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ ৫০ হিজরীতে দামেশকে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[৪]

**(৩) ইবনু আবী কাবশা :** ইবনু আবী কাবশা দ্বারা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদ্দেশ্য। তবে আবূ কাবশা দ্বারা কে উদ্দেশ্য তা নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নানা ওহাব ইবনু আবদে মানাফ উদ্দেশ্য। কেউ বলেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাদীর বাবা ইবনু আমর আল-খাযরাজী উদ্দেশ্য। আবার কেউ বলেছেন, হালীমা আস-সাদিয়ার স্বামী হারেছ ইবনু আব্দিল উযযা উদ্দেশ্য। আবার কেউ বলেছেন, এটার দ্বারা ওজয ইবনু গালিব উদ্দেশ্য, যিনি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আম্মার দাদাদের একজন, যিনি মক্কায় সর্বপ্রথম মূর্তিপূজা অস্বীকার করে একটি নির্দিষ্ট তারকার পূজা শুরু করেছিলেন। মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মূর্তি পূজার বিরোধিতা করার কারণে তাকে কুরাইশগণ ইবনু আবী কাবশা নাম দেয়।

**ইবনু আবী কাবশা কেন বলা হতো?** কুরাইশরা মূলত মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ছোট করার উদ্দেশ্যে এই নামে ডাকত। কেননা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিজ দাদা আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন কুরাইশগণের সরদার। কুরাইশগণ তাকে সম্মান করত। তাই আব্দুল মুত্তালিবের দিকে সম্পৃক্ত করে মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম বললে এটা এক প্রকার মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সম্মান করা হয়। এজন্য তারা আব্দুল মুত্তালিব ব্যতীত অন্য কারো দিকে সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে ইবনু আবী কাবশা বলত। আর এজন্য বিভিন্ন সময় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের উদ্দেশ্যে করে নিজের পরিচয় দিতেন এই বলে যে, আমি আব্দুল মুত্তালিবের ছেলে।[৫]

**(৪) ইবনুন নাতুর :** নাতুর শব্দটি অনারব। কৃষিকাজের পরিদর্শক বা পাহারাদারকে নাতুর বলা হয়। সকল মুহাদ্দিছ ইবনুন নাতুর সম্পর্কে বলতে গিয়ে শুধু নামটির অর্থ বলে আলোচনা শেষ করেছেন। আর যতটুকু তথ্য হাদীছের মধ্যে পাওয়া গেছে ততটুকুই। তথা তিনি বায়তুল মাক্বদিসের গভর্ণর ছিলেন।[৬]

**(৫) গাসসানের বাদশাহ :** হারেস ইবনু আবী শিমর আল-গাসসানী। বাইজান্টাইন রোমান সাম্রাজ্যের সহযোগিতায় তিনি সিরিয়ার সকল গোত্রকে একত্রিত করে সিরিয়ায় রোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকেও ইসলামের দাওয়াত দিয়ে চিঠি লিখেছিলেন।[৭]

*(চলবে)*

---

১. তুহফাতুল ক্বারী, ১/১৭১।
২. উমদাতুল ক্বারী, ১/৯১।
৩. আল-ইস্তী'আব, ১/৪৭৩।
৪. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২/৫৫১।
৫. উমদাতুল ক্বারী, ১/৯১।
৬. প্রাগুক্ত।
৭. জামহারাতু আনসাবিল আরাব, ২/৩৭২।

# রামাযান এবং আমাদের প্রচলিত ভুলত্রুটি

*-সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী**

পবিত্র রামাযান হলো ছিয়াম সাধনা এবং সংযমের মাস। আল্লাহর কাছে বছরের ১২ মাসের মধ্যে এই একটি মাসের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য অত্যধিক। তাই প্রতিটি মুমিনের দায়িত্ব হলো সারা বছরের ইবাদতের পাশাপাশি এই মাসে অতিরিক্ত এবং পরিপূর্ণ ইবাদতে নিয়োজিত থাকা। এই মাস যেহেতু মুসলিমদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ, সেহেতু এই মাসের ইবাদত-বন্দেগী নিয়েও আমাদের যথেষ্ট ভুলভ্রান্তি রয়েছে। আজকে আমরা ছিয়াম পালন নিয়ে উপমহাদেশের মুসলিমদের ভুলভ্রান্তিগুলো জানার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

**(ক) সাহরী সম্পর্কিত ভুল :**

(১) আমরা সাহরীতে মানুষকে জাগানোর জন্য বিভিন্ন মাধ্যম যেমন— মাইকে দীর্ঘ সাইরেন দেওয়া, ঢোল পিটানো, হইহুল্লোড় ইত্যাদি করি। সেইসাথে মসজিদের মাইকে ডাকাডাকি, গযল ইত্যাদি উচ্চৈঃস্বরে করা হয়, যা অনুচিত; বরং বিদআত।

(২) অনেকেই ছওম পালন করে কিন্তু ছওমের নিয়্যত করে না। অনেকে মুখে আরবীতে নিয়্যত করে, যা একটি ভুল পদ্ধতি। ছওম পালনের জন্য মুখে উচ্চস্বরে নয়; বরং অন্তরে নিয়্যত করা জরুরী।[১]

(৩) 'সাহরী খেতে না পারলে ছওম হয় না' এই কথাটি সম্পূর্ণ ভুল ও বিভ্রান্তিকর। সাহরী খাওয়া গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ। অনেকেই মনে করেন সাহরীতে ভারী খাওয়াদাওয়া দরকার। তাই ভারী খাবার না থাকলে বা খেতে না পারলে অনেকে ছওম পালন করে না। এটা অনুচিত। কিছু না থাকলে পানি খেয়ে হলেও ছওম পালন করতে হবে। আবার অনেকে ছওমের নিয়্যতে রাত যাপন করল, কিন্তু সাহরী খেতে পারল না, তাই সে ওই দিন ছওম পালন করে না। এটাও ভুল। কেননা সাহরী খাওয়া সুন্নাহ।[২] আর ছিয়াম পালন করা ফরযে আইন।

**(খ) ইফতার সম্পর্কিত ভুল :**

(১) অনেকেই ইফতার ছহীহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য ইফতার করতে বিলম্ব করে, যা সুন্নাহসম্মত নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহরী দেরিতে ও ইফতার দ্রুত করার নির্দেশ দিয়েছেন।[৩]

(২) কিছু মানুষ রয়েছে যারা মুয়াযযিন আযান শেষ করার পরে ইফতার শুরু করে, যা উচিত নয়। কেননা মাগরিবের আযানের আগেই কিন্তু ইফতারের সময় হয়ে যায়। তাই আযান শোনার সাথে সাথে ইফতার করা উচিত। এছাড়াও কিছু মানুষ আযানের জবাব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করে না। এটাও ভুল।

(৩) সবচেয়ে মারাত্মক ভুল হচ্ছে, বেশি পরিমাণ ইফতার করতে গিয়ে মাগরিবের ছালাত জামাআতে আদায় না করা। আবার অনেক মসজিদের ইমাম-মুছল্লী আছেন, যারা দু'লোক্বমা মুখে দিয়ে তড়িঘড়ি করে মাগরিবের ছালাত আদায় করে ফেলে। যার ফলে অধিকাংশ লোক জামাআত পায় না। মোটকথা, ন্যূনতম ইফতার করে জামাআত আদায় করা উচিত।

(৪) ইফতার নিয়ে সম্প্রতি যে কাজটা বেশি হচ্ছে, সেটা হলো নামে-বেনামে 'ইফতার পার্টি'। মানুষকে ইফতার করানো অবশ্যই ছওয়াবের কাজ। কিন্তু দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে ও অশ্লীলতার জন্য ইফতার পার্টি কখনোই সঙ্গত নয়। কেননা সেখানে ধর্মীয় কোনো আবহ থাকে না; থাকে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা এবং নাচ-গান। সেইসাথে দীর্ঘক্ষণ ইফতার পার্টির কারণে বেশ কয়েক ওয়াক্ত ছালাতও ফৌত হয়ে যায়, যা ছিয়াম সাধনার বিপরীত।

**(গ) ছওম ভঙ্গের কারণ সম্পর্কিত ভুল :**

(১) অনেকেই মনে করে ভুল করে কিছু খেয়ে ফেললে হয়তো ছওম ভঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু ভুলে কিছু খেয়ে ফেললে কখনোই ছওম ভাঙে না।[৪]

(২) আমরা অনেকেই মনে করি ছওম অবস্থায় মেহেদী লাগানো যায় না। কিন্তু হাতে বা চুলে মেহেদী লাগালে ছওম ভাঙে না।

---

* পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

১. আবূ দাঊদ, হা/২৪৫৪, হাদীছ ছহীহ; তিরমিযী, হা/৭৩০; ছহীহ বুখারী, হা/১।

২. ছহীহ মুসলিম, হা/১০৯৬, ১১৫৪; ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৩৪৭৬; মিশকাত, হা/২০৭৬।

৩. আবূ দাঊদ, হা/২৩৫৩, হাসান; ছহীহ বুখারী, হা/১৯৯৫।

৪. ছহীহ বুখারী, হা/১৯৩৩, ৬৬৬৯।

(৩) মেসওয়াক বা দাঁত ব্রাশ করলে ছওম নষ্ট হয় না। তবে সাবধানতার সাথে করতে হবে। চুল বা নখ কাটলে ছওম ভাঙে না।[৫]

(৪) অনিচ্ছাকৃত কারণে বমি আসলে ছওম ভাঙে না। বমি মুখে এসে নিজে নিজেই ভেতরে চলে গেলেও ছওম ভাঙবে না।[৬]

(৫) কুলি করার সময় অনিচ্ছায় কণ্ঠনালীতে পানি চলে গেলে ছওম ভাঙবে না।[৭]

(৬) অনেকেই মনে করে শরীর থেকে রক্ত বের হলে ছওম ভেঙে যায়। এটি ঠিক নয়।[৮]

(৭) অনেকের ধারণা, ছওম অবস্থায় রান্নাবান্নার প্রয়োজনে খাবার চেখে দেখা যাবে না। এটা ভুল। জিহ্বা দিয়ে স্বাদ দেখা জায়েয। কিন্তু গিলা যাবে না। প্রয়োজনে কুলি করে নিতে হবে।[৯]

(৮) অনেকে মনে করেন শরীরে, দাড়িতে বা পোশাকে তেল, সুগন্ধি, সুরমা, প্রসাধনী ব্যবহার করা ও তার ঘ্রাণ নেওয়া যাবে না। এটা ভুল। এসব ব্যবহার জায়েয।[১০]

(৯) খাদ্য হিসেবে না হলে প্রয়োজনে ইনজেকশন বিশেষ করে ইনসুলিন, ইনহেইলার, টিকা, স্যালাইন ইত্যাদি নেওয়াতে ছওম ভঙ্গ হয় না। সেইসাথে চোখে ঔষধ দিলেও ছওম ভাঙে না।[১১]

(১০) ছিয়াম অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে ছিয়াম নষ্ট হবে না। কারণ এটি মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এছাড়া ঘুমন্ত ব্যক্তির জন্য শারঈ বিধান প্রযোজ্য নয়।[১২]

৫. ছহীহ বুখারী, ১/২৫৯; বায়হাক্বী, হা/৮৫১২; ফতহুল বারী, ৪/২০৭; কিতাবুল ফাতাওয়া, ৩/৩৮৬।
৬. তিরমিযী, হা/৭২০, হাদীছ ছহীহ; ইবনু মাজাহ, হা/১৬৭৬।
৭. ইবনু হিব্বান, ৮/২৮৮; হাকেম, ১/৪৩০; ছহীহুল জামে', হা/৬০৭০।
৮. ছহীহ বুখারী, হা/১৯৩৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১১০৬; আবূ দাঊদ, হা/২৩৭২।
৯. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, হা/৯৩৬৯; ইরওয়াউল গালীল, হা/৯৩৭, ৪/৮৫।
১০. মুছান্নাফে আব্দুর রাযযাক, ৪/৩১৩; আবূ দাঊদ, হা/২৩৭৮, সনদ হাসান ছহীহ; ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন নং ৪২১।
১১. ইবনু আবেদীন, ২/৩৯৫, ৩/৩৬৭।
১২. ছহীহ বুখারী, হা/১৯২৬; আবূ দাঊদ, হা/৪৩৯৮।

**(ঘ) সাধারণ কিছু ভুল**

(১) উপমহাদেশে অধিকাংশ মুসলিমের ধারণা, রামাযান মাসের খাওয়াদাওয়ার কোনো হিসাবনিকাশ নেই। তাই তারা ইচ্ছামতো খায়-দায়-মাস্তি করে। মোটকথা, তারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাওয়া খরচ করে, যা একটি চরম ভুল। কেননা ইসলাম কখনোই প্রয়োজনের অতিরিক্ত অপচয় করাকে সমর্থন করে না।[১৩]

(২) রামাযান মাস সংযমের মাস হলেও অধিকাংশ গৃহিণী এবং ঘরের কর্তারা ইফতার-সাহরীর আয়োজন নিয়ে বেশি ব্যতিব্যস্ত থাকেন। কিন্তু দু'আ-দরূদ, যিকির-আযকার, কুরআন তেলাওয়াত প্রভৃতি সুন্নাহসম্মত ইবাদত থেকে গাফেল হয়ে পড়েন, যা ঠিক নয়।

(৩) যাকাত শুধু রামাযান মাসেই দিতে হয় বলে অনেকে বিশ্বাস করেন, এটিও একটি বিভ্রান্তি। যাকাতের সম্পর্ক বর্ষপূর্তির সাথে; রামাযানের সাথে নয়। অর্থাৎ কারো সম্পত্তির মেয়াদ এক বছর হলেই তাকে যাকাত দিতে হবে। তবে রামাযানের বিশেষ ফযীলতের কথা চিন্তা করে একটু এগিয়ে বা পিছিয়ে নিয়ে এ মাসে যাকাত আদায় করা যায়।

(৪) অনেক মা-বাবা সন্তানদের ছোট থেকেই ছিয়াম পালনে উৎসাহ দেয় না। শুধু তাই নয়, বড় হওয়ার পরও স্কুল-কলেজে পড়ার চাপ সইতে পারবে না মনে করে ছওম পালনে বিরত রাখে। যা সম্পূর্ণ সুন্নাহবিরোধী কাজ। কারণ ব্যক্তি প্রাপ্তবয়স্ক হলে বিশেষ কারণ ছাড়া রামাযানের ছিয়াম পালন করা ফরয *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৩)*।

(৫) অনেক মানুষ রামাযানের ছিয়াম পালনকে একটি ইসলামিক রীতিনীতি বা রসম মনে করে উপবাস থাকে। অথচ ছিয়াম সাধনা মানে শুধু উপবাস নয়; বরং ছিয়াম পালন হচ্ছে আত্মশুদ্ধি। এই মাসে সকলের উচিত বেশি বেশি ইবাদত-বন্দেগীতে নিজেকে নিয়োজিত রেখে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া। যাতে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ পাওয়া যায়। কেননা ছওম আল্লাহর জন্য, তিনিই এর প্রতিদান দিবেন।[১৪]

(৬) মানুষ উপবাস থাকার কারণে হয়তো কখনো মাথা গরম থাকে। যার ফলে কারণেঅকারণে ঝগড়াঝাঁটি, মারামারি

১৩. সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭/২৭; আহমাদ, হা/১৬৪।
১৪. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৫১।

ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়, যা কখনোই উচিত নয়। কেননা উপবাস থাকার নাম ছওম নয়; বরং সংযম থাকার নামই হচ্ছে ছওম।[১৫]

**(৭)** অধিকাংশ মানুষই রামাযানের শিক্ষাকে ঈদের দিনেই শেষ করে দেয়। বিলাসিতা, আড্ডাবাজি, হইহুল্লোড়, নাচ-গান, নেশা, নাটক সিনেমা দেখাসহ যাবতীয় পাপ কাজে তারা ফিরে আসে, অথচ এগুলো থেকে পুরো রামাযান মাস তারা বিরত ছিল। এভাবে রামাযান থেকে শিক্ষা না নিয়ে পুনরায় শয়তানী কর্মকাণ্ডে ফিরে আসা খুবই দুঃখজনক এবং অনুচিত।[১৬]

**(৮)** অনেকেই আছেন সুখ-অসুখ চিন্তা না করে যে কোনো পরিস্থিতিতেই ছওম পালন করতেই হবে এমন গোঁ ধরে বসে থাকেন। যেখানে ইসলাম শুধু প্রাপ্তবয়স্ক এবং সুস্থ ব্যক্তির জন্য ছওম ফরয করেছে, সেখানে শিশু, অসুস্থ ব্যক্তি (শারীরিক এবং মানসিক), ভ্রমণকারী, ক্ষতিকর মনে হলে অন্তঃসত্ত্বা বা শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন এমন মহিলার জন্য ঐ সময় ছওম ফরয নয়। অসুস্থতার জন্য যতগুলো ছওম ভেঙে যায় তা পরবর্তীতে সুস্থ হলে পূরণ করে দেওয়া যায়। যদি কারো দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতার কারণে ছওম পালন সম্ভবপর না হয় তবে তার জন্য রামাযান মাসে প্রতিদিন ফিদইয়া দেওয়া উচিত।[১৭]

**(৯)** উপমহাদেশে অনেক মুসলিম নিয়মিত ছালাত আদায়কারী নয়। অথচ রামাযান আসার সাথে সাথে তারা নিয়মিত মুছল্লী হয়ে যায়। তাদের নিয়্যতই থাকে বছরে এক মাস ছালাত-কালাম করব। অথচ মুমিন ও কাফেরের পার্থক্য ছালাত।[১৮]

**(১০)** অনেকে আছেন শুধু উপবাস থেকেই ছওম পালন করেন। ছালাত-কালামের বালাই নাই। শুধু সাহরী খেয়ে ইফতার করা পর্যন্তই তাদের ছওম পালন, যা কখনোই ইসলামসম্মত নয়।

**(১১)** কিছু কিছু মানুষের ধারণা যে, ছওম অবস্থায় কাউকে কিছু খেতে বা পান করতে দেখলে তাকে মনে করিয়ে দেওয়া উচিত নয় যে, সে ছওম অবস্থায় আছে। অথচ এটা অনুচিত। তাকে অবশ্যই মনে করিয়ে দিতে হবে, সে ছওম পালন করছে।

**(১২)** অনেকে আছেন যারা রামাযানকে তাদের স্বাস্থ্য কমানোর মাস মনে করে ছওম পালন করে। অথচ ছওম একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হওয়া উচিত।

**(১৩)** ইয়ং জেনারেশনের অনেকে রামাযান মাসকে অলস সময় কাটানোর মাস মনে করে। তারা সময় কাটানোর জন্য বিভিন্ন অলস খেলাধুলা (লুডু, দাবা, তাস, কেরাম মোবাইল গেমিং বা জুয়া ইত্যাদিতে) লিপ্ত হয় যা এমনিতেই শরীআত সমর্থিত নয়। এছাড়াও কিছু মানুষ রয়েছে রাত জেগে অনর্থক মোবাইল ব্যবহার করে আর দিনের বেলা ঘুমায়। আর কিছু রয়েছে সারা দিনই সোশ্যাল মিডিয়াতে ফান-ট্রল করে, গান শুনে, মুভি দেখে সময় কাটায়। এগুলো সবই রামাযানের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক এবং আত্মশুদ্ধির পথে অন্তরায়।

**(১৪)** রামাযানের ছওম মানে উপবাস নয়; মানুষের খারাপ আচার-আচরণের কারণেও ছওম পরিপূর্ণ হয় না। কিছু অপরাধ আছে যা জিহ্বা দিয়েও হয়। যেমন কেউ যদি কারো নামে দুর্নাম রটান, গুজব, অপবাদ বা গীবত করে থাকেন কিংবা গালাগালি করেন তবে তার ছওম কবুল হওয়ার সম্ভাবনা কম।

**(১৫)** অনেক মানুষ আবার রামাযানের শেষের দিকে ছিয়াম সাধনা ছেড়ে দিয়ে ঈদের মার্কেটিংয়ে জড়িয়ে পড়েন, যা কখনোই উচিত নয় এবং রামাযানের শিক্ষাবিরোধী।

**(১৬)** অনেকের ধারণা পুরো রামাযান মাসে বুঝি তার সহধর্মিণীর সাথে সহবাস করতে পারবেন না; করলে অনেকেই খারাপ মনে করে, যা খুবই ভুল। ছওম পালনরত অবস্থা ছাড়া যেকোনো সময় সহবাস করা জায়েয। অনেকে ফরয গোসলের ভয়েও সহবাস করেন না। তাতেও কোনো সমস্যা নেই। ছওম রেখে পরবর্তীতে গোসল করলেও ছওম আদায় হবে *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৭)*।

**(১৭)** এছাড়াও স্বপ্নদোষ হলেও গোসল ছাড়া ছওম রাখা যাবে। অনেক নারীর রাতে ঋতুস্রাব শেষ হলেও গোসল করতে না পারার কারণে ঐ দিনের ছওম ছেড়ে দেন, যা কখনোই উচিত নয়। গোসল ছাড়াও ছওম পালনে বাধা

---

১৫. ইবনু মাজাহ, হা/১৬৮৯, ১৬৯১, হাদীছ ছহীহ।

১৬. ছহীহ বুখারী, হা/১৯০৩।

১৭. দারাকুৎনী, হা/২৪০৬, সনদ ছহীহ; ইরওয়াউল গালীল, হা/৯১২, ৪/১৭।

১৮. তিরমিযী, হা/২৬২০; আবূ দাঊদ, হা/৪৬৭৮, হাদীছ ছহীহ।

নেই। তবে ছালাত আদায়ের জন্য গোসল করতে হবে।[১৯]

**(ঙ) তারাবীহ সম্পর্কিত ভুল :**

**(১)** অনেকে মনে করে তারাবীহ না পড়লে ছওম হয় না। তাই দুনিয়াবী কারণে তারাবীহ আদায় করতে না পারার কারণে অনেকে ছওমই পালন করে না। এটা মোটেও উচিত নয়। কেননা তারাবীহ এবং ছওম দুটো আলাদা আমল। একটার জন্য আরেকটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।[২০]

**(২)** খতমে তারাবীর উদ্দেশ্যে তাহাহুড়া করে কুরআন পড়ে কুরআনের খতম করাও জরুরী নয়। এখানে মুখ্য বিষয় হচ্ছে ছালাত আদায় করা; কুরআন খতম দেওয়া নয়। অথচ আমাদের উপমহাদেশে কুরআনের খতম দেওয়াকেই তারাবী ধরে বসে আছে।

**(৩)** খতমের নামে দ্রুত কুরআন তেলাওয়াত করা অনুচিত। কেননা এতে অর্থের বিকৃতি ঘটতে পারে, যা বড় গুনাহের কাজ। ধৈর্যের সাথে স্পষ্ট করে পড়তে না পারলে সূরা তারাবীহ পড়াই উচিত। কেননা কুরআন তেলাওয়াত করতে হয় ধীরে-সুস্থে *(মুযযাম্মিল, ৭৩/৪)*।

**(৪)** এছাড়া চার রাকআত পর পর যে বিরতি নেওয়া হয়, তা মূলত বিশ্রামের জন্য। এসময়ে প্রচলিত দু'আর কোনো ভিত্তি নেই। তবে এ বিরতিতে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হতে পারে। কেউ নিজের মতো দু'আ করতেও পারে।

**(৫)** অনেকেই রামাযানে অনেকগুলো খতমে কুরআন করতে চান। যার ফলে দ্রুত কুরআন খতম করতে গিয়ে তেলাওয়াতের হক্ব আদায় করেন না। বেশি খতমের আকাঙ্ক্ষায় এমনভাবে তেলাওয়াত করবেন না যে, পড়া ছহীহ হয় না। এতে ফায়দার চেয়ে ক্ষতি বেশি। যতটুকুই পড়ি না কেন ধীরে-সুস্থে, আগ্রহ সহকারে, ভালোবাসা নিয়ে পড়তে হবে। পরিমাণ কম হলেও আল্লাহ এতে বেশি খুশি হবেন ইনশা-আল্লাহ।

**(চ) লায়লাতুল ক্বদরকেন্দ্রিক বিভ্রান্তি :**

রামাযানের একটি অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ রাত্রি হলো লায়লাতুল ক্বদর। তবে এ রাত্রির তারিখ নির্দিষ্ট নয়, বরং রামাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলোর যে কোনো একটি। এ রাতকে কেন্দ্র করে অনেক বিভ্রান্তি চালু আছে উপমহাদেশে। যেমন—

**(১)** রামাযানের ২৭ তারিখের রাতকেই শবেক্বদর মনে করে শুধু এ রাতকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। অথচ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, ক্বদর কোনো নির্দিষ্ট রাত নয়, বরং শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে ঘুরে ঘুরে আসে। তাই প্রতিটি বিজোড় রাতেই যতটুকু পারা যায় ইবাদত-বন্দেগী করা উচিত। যাতে শবেক্বদর পাওয়া যায়।[২১]

**(২)** এ রাতে গোসল করার ফযীলত সম্পর্কে অনেকে অনেক কথা বর্ণনা করে থাকেন, যার সবই বানোয়াট এবং ভুল। একটি দুর্বল হাদীছে বর্ণিত হয়েছে রামাযানের শেষ দশ রাতের প্রত্যেক রাতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে গোসল করতেন।[২২] তবে এর সাথে শবেক্বদরের কোনো সম্পর্ক নেই এবং ফযীলত নেই।

**(৩)** এ রাতের ছালাতের নিয়ত, নিয়ম, রাক'আত সংখ্যা, বিশেষ হাদীছ ইত্যাদি যত কথা বলা হয় তা সবই ভিত্তিহীন।[২৩] মূলকথা, অন্যান্য রাতের নফল ছালাতের মতোই এ রাতের ছালাত। যার কোনো নির্দিষ্ট নিয়ত, নিয়মকানুন, দু'আ ইত্যাদি কিছুই নেই।

**(৪)** এছাড়া এ রাত উপলক্ষ্যে মসজিদে আলোকসজ্জা করা, হালুয়া-রুটি, মিষ্টান্ন বিতরণ, দলবেঁধে কবর যিয়ারত, নেকীর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ওলী-আউলিয়ার কবর যিয়ারত করা— এ সবই বিদআত। আর সব নফল ছালাতের মতো এ রাতের ছালাতও ঘরে একাকী পড়া উত্তম।

রামাযান ও ছওমকে কেন্দ্র করে এ ধরনের অসংখ্য ভুলভ্রান্তি রয়েছে, যা আমাদের অজ্ঞতা ও বিজ্ঞ আলেমগণের সাথে সম্পর্কহীনতার কারণে হয়ে থাকে। আমাদের উচিত হবে ব্যক্তিগত উদ্যোগে সাধ্যমতো কুরআন-হাদীছ চর্চা করা এবং সর্বদা বিজ্ঞ আলেমগণের পরামর্শ গ্রহণ করা। আমাদের ইবাদত-বন্দেগী এমনিতেই অনেক কম। এগুলোও যদি দোষত্রুটিমুক্ত না হয়, তাহলে কিয়ামতে আমাদের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হবে। আল্লাহ আমাদের সকল প্রকার ভুলভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক্ব দিন- আমীন!

---

১৯. ছহীহ বুখারী, হা/১৯৩১; কিতাবুল ফাতাওয়া, ৩/৪২৮।
২০. কিতাবুল মাবসূত, ২/১৪৫; রদ্দুল মুখতার, ১/৬৫৩; ফতাওয়ায়ে ফক্বিহুল মিল্লাত, ৫/৭৭।
২১. ছহীহ বুখারী, হা/২০১৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৯।
২২. ইবনু রজব, লাতায়েফ, ২/৩০৯, ৩১৩-৩১৫।
২৩. আব্দুল হাই লখনবী, আল-আসার, পৃ. ১১৫।

# যেমন ছিল সালাফদের রামাযান

*-মাযহারুল ইসলাম**

**ভূমিকা :**

রামাযান মাস কল্যাণের মাস। ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত যাবতীয় কল্যাণের সমাহার নিয়ে বছর ঘুরে আমাদের সামনে রামাযান উপস্থিত হয়। **রহমত, বরকত আর মাগফেরাতের সামষ্টিক রূপ রামাযান।** সত্যিকারার্থে ওই ব্যক্তি ব্যর্থ, বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত, যে এই মহান মাস পেল অথচ ছিয়াম রাখতে পারল না। এটা একটি সুবর্ণ আয়োজন, যেখানে ইসলামের বিভিন্ন ইবাদতের সমাবেশ ঘটে, যেই ইবাদতের একেকটি মহা মূল্যবান, ফলাফল কাঙ্ক্ষিত জান্নাত। ছিয়াম এমন একটি ইবাদত, যার ছওয়াব রয়েছে অসংখ্য এবং পুরস্কারও মহান রবের হাত থেকে পাওয়া যায়। *সুবহানাল্লাহ!* কতই না সৌভাগ্যবান ওই ব্যক্তির জীবন, যে এমন প্রভূত কল্যাণের মালিক হতে পারে। তাই তো আমরা দেখি ছাহাবায়ে কেরাম ও আমাদের পূর্বসূরি সালাফে ছালেহীন রামাযানের ছিয়ামকে পাওয়ার জন্য অনেক আগে থেকেই দু'আ ও প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। ব্যবসা-বাণিজ্য, দারস-তাদরীস, দায়বদ্ধতা, সফর ছাড়াও সকল কিছু থেকে মুক্ত থাকার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাতেন। বক্ষমান প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হলো উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করা এবং তাঁদের রামাযানের ছিয়াম সাধনা, পরিশ্রম ও লৌকিকতাহীন ইবাদত করে ছিয়ামের যথার্থ হক্ব আদায় করে উভয় জীবনে সফলতার পথে চলা। তাই আমরাও তাঁদের মতো আলোকজ্জ্বল জীবন গড়তে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জান্নাত কামনা করতে চাই। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন।

**যেভাবে ছাহাবী ও সালাফগণ রামাযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন :**

ছাহাবী ও সালাফগণ রামাযান আসার পূর্বে নানারকম প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। তাঁরা রামাযানকে যথার্থভাবে মূল্যায়ন করতেন। তাঁরা রহমত, বরকত ও মাগফেরাত পাওয়ার জন্য ছিলেন সদা উদগ্রীব। ইবাদতের মৌসুম এই রামাযানকে উপলক্ষ্য করে তাঁদের চেহারায় আনন্দের ছাপ ভাসত। সদা হাস্যোজ্জ্বল থাকত, পরিস্ফুটিত চেহারা জ্বলজ্বল করত। তাঁদের রামাযানের প্রস্তুতি হতো দু'আ করার মাধ্যমে। কেননা রামাযান মাসে যাবতীয় কল্যাণের দরজা উন্মুক্ত করা হয়। জাহান্নামের দরজা বন্ধ করা হয়, যে মাস হলো কুরআনের মাস। সেই কারণে তাঁরা আনন্দে আবেগাপ্লুত হতেন। আনন্দ ও খুশীর বহিঃপ্রকাশ করতেন। তাঁরা রামাযানের আগমনে যাবতীয় দায়বদ্ধতা, কর্মব্যস্ততা থেকে মুক্ত থাকার প্রস্তুতি নিতেন। উদ্দেশ্য হলো যেন রামাযান মাসের ইবাদত হাতছাড়া না হয়। যথাযথভাবে প্রত্যেক সময়কে মূল্যায়ন করতে তাঁরা বিভিন্ন পথ ও পন্থা অবলম্বন করতেন।

কোনো কোনো সালাফ থেকে বর্ণিত, তাঁরা আল্লাহর কাছে ছয় মাস দু'আ করতেন এই মর্মে যে, যেন আল্লাহ তাআলা তাদের রামাযানে পৌঁছান (তথা তাঁরা ছিয়াম রাখতে পারেন)। অতঃপর রামাযান পরবর্তী পাঁচ মাস তাঁরা দু'আ করতেন যেন তাদের ছিয়াম আল্লাহ কবুল করেন। অতঃপর তাঁরা আল্লাহর কাছে দু'আ করতেন যেন আল্লাহ তাদের রামাযানে উপনীত করে দ্বীন ও শারীরিক কল্যাণের উপর। আর তাঁরা আল্লাহকে ডাকতেন যেন তিনি তাঁদের তাঁর আনুগত্যের উপর সাহায্য করেন। তাঁরা দু'আ করতেন যেন আল্লাহ তাআলা আমলসমূহ কবুল করেন।[১]

রামাযানের ছিয়ামের সাথে অন্যান্য ইবাদত পালনে কোনোরকম ঘাটতির সম্ভাবনা এড়াতে ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফগণ শা'বান মাসে বেশি করে ছিয়াম রাখার অনুশীলন করতেন।

রামাযান মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে। এজন্য বলা হয়, রামাযান কুরআনের মাস। কুরআন তেলাওয়াত, উপলব্ধি, অনুধাবন ও তার বাস্তব চিত্র জীবনে ধারণ করার সুবর্ণ সুযোগ হলো রামাযান মাস। এজন্য লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফগণ শা'বান মাসেই কুরআন তেলাওয়াতের পরিবেশ তৈরি করতেন। ছাহাবী আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'মুসলিমদের কাছে যখন শা'বান মাস উপনীত হয়, তখন তাঁরা কুরআনের মুছহাফের উপর উপুড় হয়ে পড়তেন'।[২] সালামা ইবনু কাহেল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, শা'বান মাস হলো কুরআন তেলাওয়াতের মাস। ক্বারীদের মাস।[৩] ইমাম মালেক ইবনু আনাস রাহিমাহুল্লাহ যখন রামাযান মাস প্রবেশ করত, তখন তিনি হাদীছের দারস ও আহলুল ইলমের মজলিস থেকে সরে যেতেন। শুধু কুরআন গ্রহণ করতেন তেলাওয়াতের জন্য।[৪]

**যেমন ছিল সালাফদের রামাযানের দিনাতিপাত :**

রামাযানের ছিয়াম মানেই হলো আত্মসংযম, যাবতীয় অন্যায়, অশালীন, মিথ্যাচার থেকে বিরত থাকা। গীবত, তোহমত, সূদ, ঘুষ, মিথ্যাচার ছাড়াও সকল প্রকারের পাপ থেকে বিরত থাকা। যেহেতু ছিয়াম মানুষকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল

* দাওরায়ে হাদীছ (শেষ বর্ষ), মাদরাসা দারুস সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা।

১. ইবনে রজব হাম্বলী রাহিমাহুল্লাহ, লাত্বায়েফুল মাআরেফ, পৃ. ১৪৮।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮।
৩. প্রাগুক্ত।
৪. প্রাগুক্ত।

প্রকার পাপের পথকে নিষেধ করে, তাই একজন ছিয়াম পালনকারীর জীবন হয় পরিমার্জিত, সুসজ্জিত ও সুগঠিত। পাপের কোনো প্রকার গন্ধ তাঁর শরীরে পাওয়া যাবে না বলেই ছিয়াম নিয়ে আসে বড় আত্মসংযমী শিক্ষা।

সুধী পাঠক! লক্ষ্য করুন, ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফগণ রামাযানের ছিয়াম থাকা অবস্থায় কীভাবে দিনাতিপাত করতেন। তাদের চিত্র আর আমাদের জীবনযাত্রার চলমান চিত্রকে তুলনা করুন। দেখুন আমাদের কত করুণ অবস্থা! ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফগণ রামাযান মাসে খেতেন হিসাব করে; কম খেতেন, কম ঘুমাতেন, কম কথা বলতেন এবং ঘোরাফেরা খুবই কম করতেন। সব সময় ইবাদতে মশগূল থাকতেন। সব ধরনের পাপ থেকে বিরত থাকার জন্য তাঁরা ইবাদতবিমুখ চিন্তা-চেতনায় লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকতেন। তাঁরা পরস্পর সৎকাজের প্রতিযোগিতা করতেন। প্রতিটি সময়ের মূল্যায়ন করতেন। ইবনুল ক্বাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'সময় নষ্ট করা মৃত্যুর চেয়েও বেশি কঠিন। কেননা সময় নষ্ট করা আল্লাহ ও পরকাল থেকে বিচ্ছিন্ন করে আর মৃত্যু তোমাকে দুনিয়া ও দুনিয়াবাসী থেকে বিচ্ছিন্ন করে'।[৫]

ছিয়াম শুধুই অনাহারে থেকে দিন যাপনের নাম নয়; বরং ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত এক ব্যাপক পরিবর্তনের কর্মসূচির নাম। ছিয়াম যেমন ছিয়াম পালনকারীর জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হয়ে থাকে যা আল্লাহর অবশ্যকরণীয় হক্ব, ঠিক তেমনি ছিয়াম শিক্ষা দেয় ছিয়াম থাকা অবস্থায় কীভাবে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও জিহ্বাকে হেফাযত করা যায়। ছাহাবী জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'যখন তুমি ছিয়াম রাখবে তখন তুমি তোমার শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির ছিয়াম রাখো। তোমার জিহ্বাকে যাবতীয় মিথ্যাচার ও হারাম থেকে বিরত থাকার ছিয়াম রাখো এবং প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকো। তোমার উপর আবশ্যক হলো ছিয়াম থাকা অবস্থায় নম্র, বিনয়ী ও ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা। খবরদার! ছিয়ামের দিন আর অন্যান্য দিন একই মনে করিয়ো না'।[৬]

ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফগণ রামাযানে ছিয়াম থাকা অবস্থায় গীবত, মিথ্যাচার, মূর্খতামূলক আচরণ থেকে বিরত থাকতেন, যাতে করে ছিয়ামের উপর প্রভাব না পড়ে। কতিপয় সালাফ থেকে বর্ণিত, গীবত ছিয়ামকে ছিদ্র করে (নষ্ট করে) আর ইস্তেগফার তা জোড়াতালি দেয় (ঠিক করে)।[৭] ইবনুল মুনকাদির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'ছিয়াম পালনকারী ব্যক্তি যখন গীবত করে, তখন সে ছিয়ামকে ছিদ্র করে। আর যখন ইস্তেগফার করে, তখন তা জোড়াতালি লাগে'।[৮]

৫. ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযী রাহিমাহুল্লাহ, আল-ফাওয়ায়েদ, পৃ. ৪৫৮।
৬. ইবনু আবী শায়বা, হা/৮৮৮০।
৭. ইবনে রজব হাম্বলী রাহিমাহুল্লাহ, জামেউল উলূম ওয়াল হেকাম, পৃ. ২৪২।
৮. প্রাগুক্ত।

তাঁরা ছিয়াম থাকা অবস্থায় ছালাত ও ছিয়ামের পাশাপাশি দান-ছাদাক্বা, কুরআন তেলাওয়াত, যিকির-আযকার ও মানুষকে সাহায্য-সহযোগিতা করতেন।

**ছিয়ামকে কেন ঢালস্বরূপ বলা হলো :**

যুদ্ধের মাঠে বিরোধী দল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মহড়া দেয় প্রতিপক্ষকে হেনস্তা ও পরাজয় করার জন্য। এমন সংকটময় মুহূর্তে যুদ্ধের ময়দানে প্রতিপক্ষের তির-তরবারি ও অস্ত্রশস্ত্র থেকে নিজেকে সুরক্ষা, হেফাযত রাখার জন্য যে বস্তু ব্যবহার করে সেনাবাহিনীগণ তাঁকে ঢাল বলে। ছিয়ামকে ঢাল বলা হয়েছে এজন্য যে, ঢাল যেমন ব্যক্তিকে যুদ্ধের ময়দানে তীরসহ যাবতীয় অস্ত্রের আঘাত থেকে রক্ষা করে ঠিক তেমনি ছিয়াম বান্দাকে দুনিয়ার জীবনে যাবতীয় পাপাচার, অবাধ্যতা থেকে রক্ষা করে। মনে রাখবেন! যদি ছিয়াম দুনিয়ার জীবনে যাবতীয় পাপাচার অবাধ্যতা থেকে বাঁচার জন্য ঢালস্বরূপ হয়, তাহলে সেই ছিয়াম তার জন্য পরকালে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য ঢাল হিসেবে কাজ করবে। আর যদি দুনিয়ার জীবনে ছিয়াম যাবতীয় পাপাচার অবাধ্যতা থেকে বাঁচার জন্য ঢাল হিসেবে কাজ না করে, তাহলে পরকালেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য ঢাল হিসেবে কাজ করবে না। এজন্য ছিয়ামকে ঢালের সাথে তুলনা করা হয়েছে।[৯]

**সালাফদের ক্বিয়ামুল লায়ল :**

(১) ইবনুল মুনকাদির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তিনটি জিনিস ছাড়া দুনিয়ার কোনো স্থায়ী স্বাদ নেই— (ক) ক্বিয়ামুল লায়ল (তারাবীহ/তাহাজ্জুদ), (খ) মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ ও (গ) জামাআতের সাথে ছালাত আদায়।

(২) আবূ সুলাইমান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, খেল-তামাশায় মত্ত প্রেমিকদের চেয়ে ইবাদতগুযার ব্যক্তির রাত জেগে ইবাদতে মশগূল থাকাতে রয়েছে অনেক স্বাদ ও মিষ্টতা। যদি রাত না থাকত, তাহলে দুনিয়াতে বেঁচে থাকার ব্যাপারে আমার কোনো ইচ্ছাই থাকত না।

(৩) কেউ কেউ বলেন, যদি রাজা-বাদশারা জানত আমরা রাতে কী নেয়ামত পাই, তাহলে তাঁরা আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র দ্বারা লড়াই করত।

(৪) ফুযাইল ইবনু আয়ায রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যখন সূর্য অস্ত যায় তখন আমি আনন্দিত হই এজন্য যে, রাত্রির অন্ধকারাচ্ছন্নে আমার রবের সান্নিধ্যে একাকিত্বের জন্য। আর যখন সূর্য উদিত হয় মানুষের সামনে তখন আমি চিন্তাগ্রস্ত হই।[১০]

৯. প্রাগুক্ত।
১০. গৃহীত : ড. মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম সুলাইমান আর-রূমী, ক্বিয়ামুল লায়ল, পৃ. ৭০-৮০।

**সালাফদের ঈদ উদযাপন :**

ইবনু রজব হাম্বলী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'ঈদ ওই ব্যক্তির জন্য নয় যে নতুন পোশাক পরিধান করে; বরং ঈদ ওই ব্যক্তির জন্য যে তার আনুগত্য বৃদ্ধি করে। ঈদ ওই ব্যক্তির জন্য নয় যে নতুন পোশাকের সাজসজ্জা ও গাড়ি বহর প্রদর্শন করে; বরং ঈদ ওই ব্যক্তির জন্য যার পাপ মোচন করা হয়েছে'।[১১]

একদিন এক ব্যক্তি ঈদুল ফিত্বরের দিন আমীরুল মুমিনীন আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে প্রবেশ করে তাঁর কাছে একটি শুকনো রুটি পান। লোকটি শুকনো রুটি দেখে বলে, হে আমীরুল মুমিনীন! আজকে ঈদের দিন অথচ শক্ত শুকনো রুটি! আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বলেন, আজকে ঈদ ওই ব্যক্তির জন্য যার ছিয়াম, ক্বিয়াম কবুল করা হয়েছে। ঈদ ওই ব্যক্তির জন্য যার পাপ ক্ষমা করা হয়েছে এবং আমল কবুল করা হয়েছে। আজকে আমাদের জন্য ঈদ; আগামীকালও আমাদের জন্য ঈদ। প্রত্যেক এমন দিন যে দিনে আল্লাহর অবাধ্যতা করা হয় না সেই দিনেই আমাদের জন্য ঈদ।[১২]

সুফিয়ান ছাওরী রাহিমাহুল্লাহ-এর কতিপয় সাথী বলেন, আমি ঈদের দিন তাঁর সাথে বের হয়েছিলাম। অতঃপর তিনি বলেন, আমরা এই দিন (ঈদের) সর্বপ্রথম শুরু করব চোখ নিম্নগামী করার মাধ্যমে।[১৩]

কতিপয় সালাফের মুখে হতাশা-দুশ্চিন্তার ছাপ প্রকাশ পায় ঈদের দিনে। ঈদের দিন আনন্দ-খুশীর বদলে এমন মলিন চেহারা দেখে জিজ্ঞেস করা হলো, আজকের দিন হলো খুশীর ও আনন্দের। অতঃপর তিনি প্রত্যুত্তরে বলেন, তোমরা সত্য বলেছ। কিন্তু আমি এমন একজন বান্দা যে, আমার রব আমাকে আদেশ করেছেন তাঁর জন্য এমন আমল করার অথচ আমি জানি না যে, তিনি আমার পক্ষ থেকে আমল গ্রহণ করেছেন কিনা?[১৪]

**রামাযান ও রামাযান পরবর্তী সালাফদের কুরআন খতম :**

সালাফদের মধ্যে কেউ কেউ দুই মাসে এক বার কুরআন খতম করতেন। আর কেউ কেউ এক মাসে এক বার কুরআন খতম করতেন। আর কেউ কেউ ১০ দিনে এক বার কুরআন খতম করতেন। আর কেউ কেউ ৮ দিনে এক বার কুরআন খতম করতেন। আর তাদের মধ্যে অধিকাংশই ৭ দিনে এক বার কুরআন খতম করতেন। আর কেউ কেউ ছয় দিনে করতেন। কেউ কেউ ৫ দিনে, কেউ কেউ ৪ দিনে। কেউ কেউ ৩ দিনে, কেউ কেউ ২ দিনে আর কেউ কেউ দিনে-রাতে এক বার কুরআন খতম করতেন। আর কেউ কেউ দিনে এক বার রাতে এক বার কুরআন খতম করতেন। আর কেউ কেউ তিন বার করতেন। আর কেউ দিনে চার বার রাতে চার বার মোট আট বার কুরআন খতম করতেন।[১৫]

যেহেতু রামাযান মাস কুরআনের মাস, বরকতপূর্ণ মাস এবং মাসসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফযীলতপূর্ণ মাস, তাই তাঁরা এই সুবর্ণ সুযোগ লুফে নিতে কোনো রকম পিছপা হননি। মুস্তাহাব হলো বেশি করে কুরআন তেলাওয়াত করা এবং গনীমত হিসেবে এই ফযীলতপূর্ণ সময় ও মাসকে গ্রহণ করা।

**রামাযানের শেষে সালাফদের অবস্থা :**

রামাযানের শেষে সালাফদের বিষণ্ন-বিবর্ণ চেহারা হতো। ভারাক্রান্ত মনে তাঁরা রামাযানের প্রাপ্তি নিয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন যেন আল্লাহ তাআলা তাদের এই দীর্ঘ সাধনা কবুল করেন। বিশর আল-হাফী রাহিমাহুল্লাহ-কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, এমন ক্বওম আছে যারা রামাযানে ইবাদতগুযার হয় ও আমলের অনেক পরিশ্রম করে। অতঃপর রামাযান শেষ হলে তা পরিত্যাগ করে। তিনি একথা শুনে বলেন, ওই ক্বওম কতই না নিকৃষ্ট যারা রামাযান ছাড়া আল্লাহকে চিনে না।[১৬]

খলীফা উমার ইবনু আব্দিল আযীয রাহিমাহুল্লাহ ঈদুল ফিত্বরের দিন বের হলেন। অতঃপর তিনি খুৎবায় বলেন, হে মানুষ সকল! নিশ্চয়ই তোমরা আল্লাহর জন্য ৩০ দিন ছিয়াম রেখেছ; ৩০ দিন ক্বিয়াম করেছ। আর আজকে তোমরা বের হয়েছ আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুসন্ধান করার জন্য যে, যেন আল্লাহ তোমাদের থেকে রামাযানের ছিয়াম ও ক্বিয়াম কবুল করেন।[১৭] প্রখ্যাত তাবেঈ ক্বাতাদা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যাকে রামাযান মাসে ক্ষমা করা হয়নি, তাকে রামাযান ছাড়া অন্য কোনো মাসে ক্ষমা করা হবে না'।[১৮]

পরিশেষে বলতে চাই, সালাফরা আমাদের প্রেরণার বাতিঘর। তাঁদের অনুপ্রেরণা আমাদের চলার পথকে গতিময় করে। তাদের ইবাদতগুযারি, পরহেযগারিতা ও দুনিয়াবিমুখতা আমাদের আবার নতুন করে ভাবতে শেখায় ইবাদত এভাবেই করতে হয়, যার ফলে উভয় জাহানের প্রভূত কল্যাণের মালিক হওয়া যায়। আল্লাহ আমাদের সালাফে ছালেহীনের পথ অনুসরণ করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

---

১১. ইবনে রজব হাম্বলী রাহিমাহুল্লাহ, লাত্বায়েফুল মাআরেফ, পৃ. ২৭৭।
১২. গৃহীত : মাওকেয়ুল মিম্বার থেকে, খুৎবার বিষয় : ঈদুল আযহা আল-মুবারক, ইসলাম ওয়ে সূত্র।
১৩. ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযী রাহিমাহুল্লাহ, আত্ব-তাবছিরা, পৃ. ১০৬।
১৪. ইবনে রজব হাম্বলী রাহিমাহুল্লাহ, লাত্বায়েফুল মাআরেফ, পৃ. ২০৯।
১৫. ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ, আত-তিবইয়ান ফী আদাবি হামলাতিল কুরআন, পৃ. ১২০-১৫০।
১৬. মিফতাহুল আফকার লিল ত্বায়াহুব লি-দারিল ফেরার, ২/২৮৩।
১৭. ইবনে রজব হাম্বলী রাহিমাহুল্লাহ, লাত্বায়েফুল মাআরেফ, পৃ. ২০৯।
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১।

# বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ইসলামের প্রভাব

-মো. হাসিম আলী*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

**১১. আল্লাহর নামে শপথ/বক্তৃতা-বিবৃতিতে ইসলামের ব্যবহার :** স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বভাবসুলভভাবে বক্তৃতা-বিবৃতিতে ‘খোদা (আল্লাহ) হাফেয, ইনশাআল্লাহ’ শব্দ ব্যবহার করতেন। স্বাধীনতা পূর্ব সময়ে স্বয়ং বঙ্গবন্ধু এবং আওয়ামী লীগের নেতারা আল্লাহর নামে শপথ করে বক্তব্য-বিবৃতি দিতেন। ১৯৭১ সালের ৩রা জানুয়ারি বিকেলে রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ দলীয় ১৫১ জন জাতীয় পরিষদ এবং ২৬৮ জন পূর্ব পাকিস্তান পরিষদ সদস্য ৬ দফা ও ১১ দফা বাস্তবায়নের সংকল্প ঘোষণা করে শপথ গ্রহণ করেন। স্বয়ং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। আল্লাহর নামে শপথনামার শুরু হয়েছিল। আরবী ‘বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম’-এর হুবহু বাংলা তরজমাসহ হলফনামা শুরু হয়েছিল এভাবে— ‘আমরা জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী দলীয় নব নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ শপথ গ্রহণ করিতেছি পরম করুণাময় ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার নামে...’। আরো কিছু প্রতিজ্ঞা করে ‘আল্লাহ আমাদের সহায় হউন। জয় বাংলা, জয় পাকিস্তান’ বলে শপথনামার উপসংহার করা হয়েছিল।[১]

**১২. কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে দিনের কর্মসূচি শুরু :** স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধুসহ অন্যান্য রাজনীতিবিদের অধিকাংশ কর্মসূচি কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হতো। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের রেসকোর্স ময়দানের ঐতিহাসিক সমাবেশ মাওলানা শেখ উবায়দুল্লাহ সাঈদ জালালাবাদীর কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল।[২] ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে অনুষ্ঠানও সম্প্রচার শুরু হতো পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে। সেখানে যারা কুরআন তেলাওয়াত করতেন তাদের মধ্যে মো. মুজিবুর রহমান জিহাদী, মো. খায়রুল ইসলাম যশোরী, শেখ উবায়দুল্লাহ সাঈদ জালালাবাদী অন্যতম।[৩] দেশবাসী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কোনো অনুষ্ঠানে কখনো পবিত্র কুরআন ছাড়া অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ শোনেনি।

**১৩. ইসলামী অনুষ্ঠান প্রচার এবং মুক্তিযুদ্ধকে জিহাদ হিসেবে অভিহিত করা :** স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ইসলামী অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করা হতো। ‘ইসলামের দৃষ্টিতে’ এবং ‘ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ’ শিরোনামে কথিকা প্রচার করা হয়েছে। জুলাই, ১৯৭১ ‘ইসলামের দৃষ্টিতে’ কথিকায় বলা হয় ...বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বর্তমানে যে নৃশংস অন্যায় লীলা চলছে সেগুলো পরিপূর্ণভাবে ইসলামবিরোধী এবং আল্লাহ তাআলার শাশ্বত ন্যায়বিচারের পরিপন্থী। ...বাংলাদেশের মুসলিম অত্যন্ত নিগূঢ়ভাবে ধর্মবিশ্বাসী এবং আল্লাহর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ। এ সমস্ত মানুষের বিরুদ্ধে যারা অন্যায়ভাবে মারণ অস্ত্র ধারণ করেছে, আমি ইসলামের নামে তাদের বিরুদ্ধে অভিশাপ ঘোষণা করছি। আমাদের জয় হবেই, আমাদের জয় অপরিহার্য।[৪]

‘ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ’ কথিকায় কুরআনের সূরা আত-তওবার ৭৩ ও ৭৪ নং আয়াত, সূরা আন-নিসার ৭৬ নং আয়াত, সূরা আল-বাক্বারার ১৫৪-১৫৫ নং আয়াত উল্লেখপূর্বক জিহাদের ফযীলত, গুরুত্বের উপর দীর্ঘ আলোচনা শেষে ধৈর্যধারণের আহ্বান জানানো হয়েছে— ‘...এই কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় অবশ্যই আমাদেরকে উত্তীর্ণ হতে হবে। আর সেজন্য প্রয়োজন হচ্ছে অসীম সহনশীলতা ও ধৈর্যের সাথে জিহাদ করে যাওয়া’।[৫]

আবু রাহাত মো. হাবিবুর রহমান রচিত কথিকার তৃতীয় ও শেষ অংশে দুটি আয়াত ও একটি হাদীছ উল্লেখসহ বলা হয়েছিল, ‘ওরা আমাদের সাথে যে ধরনের যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, তা হচ্ছে ন্যায়ের বিরুদ্ধে অন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করার যুদ্ধ। কুরআনের দৃষ্টিতে ওরা শয়তানের বন্ধু ও দোযখী। অতএব, আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া আমাদের ধর্মীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য। ...অতএব, হে বাঙালি ভাই-বোনেরা, আসুন! আমরা অন্যায়কারী পশ্চিমা হানাদার পশু ও এদের পদলেহী দালাল কুকুরদের বিরুদ্ধে সার্বিক

* সহকারী শিক্ষক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া।

১. প্রাগুক্ত, ২/৬১২; আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, (পুনর্মুদ্রণ: জানুয়ারি ২০১৬), পৃ. ৫৪১-৫৪২।

২. আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে, পৃ. ১৫৫।

৩. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, ৫/২৬।

৪. প্রাগুক্ত, ৫/২৮১-২৮২।

৫. প্রাগুক্ত, ৫/২৮২-২৮৫।

জিহাদ চালিয়ে আমরা আমাদের নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হই। জয় আমাদের সুনিশ্চিত। নাছরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন ক্বারীব'।[৬]

**১৪. কুরআন হাতে মুক্তিযুদ্ধের শপথ :** '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য মৌলভী সৈয়দ আহমাদ-এর পরিচালনায় কুরআন মাজীদ হাতে নিয়ে মহান আল্লাহর নামে শপথও করেছেন অনেক মুক্তিযোদ্ধা'।[৭]

**১৫. মুক্তিযুদ্ধে আলেম ও ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের জীবন দান :** পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালে যে নিষ্ঠুর গণহত্যা চালায় তা থেকে এদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলিম এবং আলেম-ওলামারও রক্ষা পায়নি। দেশের বিভিন্ন স্থানে তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। বহু স্থানে মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করে এবং মসজিদ থেকে ধরে নিয়ে মুছল্লীদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে, মসজিদের প্রবিত্রতা নষ্ট করা হয়েছে। এর জ্বলন্ত প্রমাণ— নওগাঁ জেলার দামুরহাট থানার উত্তর-পূর্ব প্রান্তের শেষ গ্রাম পাগলা দেওয়ান। '৭১-এর ১৮ জুন পাগলা দেওয়ান গ্রামের কাছে প্রায় ৩৯ জন ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ২১শে নভেম্বর ঈদুল ফিত্বরের দিন বর্বর পাকিস্তানী সৈনিকরা মসজিদে ঢুকে নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে। এর বড় প্রমাণ ঢাকার পূর্বদিকের গোড়ান এলাকার পূর্বদিকে জাউলাপাড়া ছাপড়া মসজিদের সামনে ৮/১০ জন মুছল্লীকে গুলি করে হত্যা। ২৬ মার্চ ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক মানুষ হত্যার প্রতিবাদ করায় মাওলানা হারুন-অর রশীদ ঢাকার সূত্রাপুরের লালকুঠির প্রাঙ্গণে সেনাবাহিনীর গুলিতে শহীদ হন। ১৯৭১-এর ২রা আষাঢ় মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দেবার অভিযোগে রসূলপুরের কাটানিশা গ্রামের হাজী আব্দুল গফুরকে (তার ভাই, ভাতিজা ও ভাগনেসহ) কুরআন তেলাওয়াতরত অবস্থায় হত্যা করেছিল পাকিস্তান বাহিনী। ১৯৭১ সালের ১ জুলাই বাংলাদেশের পূর্ব সীমান্তের কুমিল্লা শহরের নিকটবর্তী চান্দলা গ্রামের খোয়াজ আলী খলীফাকে ছালাতরত অবস্থায়, আব্দুল গফুর ও শহীদ মিয়াকে কুরআন তেলাওয়াতরত অবস্থায় হত্যা করেছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের দোসররা। মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য-সহযোগিতা করার অপরোধে ২৫শে আগস্ট, ১৯৭১ এই অঞ্চলের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন চান্দলা গ্রামের পশ্চিম পাড়ার মাওলানা আব্দুল লতিফ সাহেবকে পরিবারের পাঁচ সদস্যসহ হত্যা করা হয়। ২০ আগস্ট ১৯৭১ শুক্রবার আখাউড়ার গঙ্গাসাগরের নিকটবর্তী মান্দাইল মসজিদে জুমআর ছালাত পড়তে আসা মুছল্লীদেরকে টেনেহিঁচড়ে বের করে ৩৪ জনকে একসাথে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। তাদের ভাগ্যে জানাযা, দাফন কিছুই জোটেনি। এসব হতভাগ্য মানুষগুলোর পক্ষে সুপারিশ করার জন্য সেদিন মান্দাইল মসজিদের ইমাম মৌলভী বাশার মোল্লাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয়েছিল। ১৯৭১-এর জুলাই মাসে তদানীন্তন কিশোরগঞ্জ মহকুমার ভৈরব থানার মাদিকদী গ্রামের মধ্যপাড়া হাজী-বাড়ি মসজিদ, তরব আলী হাজী-বাড়ি মসজিদ, চান্দেরচর মসজিদ, তাতালচর মসজিদ ও মানিকদী মসজিদে পাকিস্তান সেনাবাহিনী অভিযান চালায়। এই পাঁচ-পাঁচটি মসজিদে নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে প্রায় ৪০ জন মানুষকে হত্যা করেছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্যরা। পাকিস্তানী ও তাদের দোসরদের নির্দেশ মতো মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীনতাকামীদের ইসলামের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে ওয়ায-মাহফিলে বক্তৃতা না করায় সিলেটের বিয়ানীবাজার থানার নয়াগ্রাম মসজিদের ইমাম মাওলানা মকদ্দস আলীকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ছাউনির কাছে বটগাছে ঝুলিয়ে নির্মমভাবে নির্যাতন করা হয়। গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নির্দয় প্রহারে ১৯৭১-এর ২ সেপ্টেম্বর তিনি শাহাদাত বরণ করেন।[৮]

শরীআতের দৃষ্টিতে ৬ দফার রচয়িতা সিলেটের কৃতি সন্তান লেখক, বুদ্ধিজীবী ডা. মাওলানা অলিউর রহমানকে স্বাধীনতার মাত্র কয়দিন আগে ১১ ডিসেম্বর ধরে নিয়ে যেয়ে হত্যা করে আল-বদর রাজাকাররা। উল্লেখ্য, ১৯৭২ সালে প্রণীত বুদ্ধিজীবীদের তালিকায় শহীদ মাওলানা অলিউর রহমানের নাম ছিল।[৯] '৭১-এর এপ্রিলে জিরির মাদরাসায় হানাদারদের বোমার আঘাতে শহীদ আল্লামা দানেশ (চট্টগ্রাম লোহাগাড়া) এবং শহীদ মাওলানা মিজানুর রহমান (নাগেশ্বরী)-এর কথা কারো অজানা নয়'।[১০]

**১৬. রনাঙ্গণে আলেমদের সরাসরি অংশগ্রহণ :** মুক্তিযুদ্ধকালীন রণাঙ্গণে যেসব আলেম মুক্তিযোদ্ধা লড়াই

৬. প্রাগুক্ত, ৫/২৮৪-২৮৫।
৭. আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে, পৃ. ২৩৮।
৮. লে. কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির (বীরপ্রতীক), মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের দোসর কর্তৃক আলেম ও ধর্মপ্রাণ জনগণ হত্যা, (ইফা), পৃ. ১২-৫১।
৯. আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে, পৃ. ১৩৩, ১৪৪।
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬, ৩০৭।

করেছেন, জনমত তৈরি করেছেন, মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছেন স্বাধীনতাবিরোধীদের অত্যাচারে দেশ-বাড়ি ছেড়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন— চট্টলার বীর গেরিলা কমান্ডার মৌলভী সৈয়দ (বাঁশখালী), সেকশন কমান্ডার মাওলানা শামছুল হুদা (ভুরুঙ্গামারী), সিলেটের মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী (সাময়িক সনদপত্র নং ম-১১১০৮৮), মাওলানা মুখলেছুর রহমান (সনদ ক্রমিক নং ২০২০৬), সিলেটের মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, কুমিল্লার মাওলানা আব্দুর রহমান (সাময়িক সনদপত্র নং ম-৮৫২৫৯), মাওলানা খাইরুল ইসলাম যশোরী (সনদ ক্রমিক: ৩৫৫৯৪), কুমিল্লার মাওলানা আব্দুর রব, হাতিয়া দ্বীপের মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান, চট্টগ্রাম জিরির মাওলানা আব্দুস সোবহান, রাঙ্গুনিয়ার মাওলানা আবু ইসহাক, মাওলানা আবুল কালাম, চট্টগ্রামের মৌলভী আব্দুল মালেক, মৌলভী আব্দুস সোবহান, মাওলানা কাজী আবু ইউসুফ, চন্দ্রঘোনার মাওলানা দলিলুর রহমান, মাওলানা মতিউর রসূল, মাওলানা শরীফ (পটিয়া), মৌলভী মকছুদ আহমদ ভুঁইয়া (ছাগলনাইয়া), মৌলভী নুরুল আফসার, মাওলানা আব্দুল মতীন মজুমদার (চৌদ্দগ্রাম), নানু কারী, মাওলানা আব্দুল মতীন কাজী, মাওলানা মতিউল ইসলাম, মাওলানা মির্জা মো. নূরুল হক (ভুরুঙ্গামারী), মাওলানা আলিফুর রহমান (গঙ্গাচড়া), কারী আব্দুস সালাম সরকার (রংপুর), মাওলানা মুহাম্মাদ আলী (রংপুর), মাওলানা মাহতাব উদ্দীন (ভুরুঙ্গামারী), মাওলানা আমজাদ হোসেন (নাগেশ্বরী), মাওলানা কামারুজ্জামান (নরসিংসী), মাওলানা বশির উদ্দিন, মাওলানা বজলুর রহমান, হাফেয মহিউদ্দিন (এফ এফ নং ৯১১৯), মৌলভী মির্জা আব্দুল হামিদ (বুখাইনগর), মাওলানা লোকমান আহমেদ আমীমী, মাওলানা উসমান গণি (ফুলগাজি), মাওলানা নূরনগরী (নবীনগর), মাওলানা জহিরুল হক (কসবা), মাওলানা মোস্তফা আজাদ, মাওলানা শওকত আলী (শরীয়তপুর)।[১১]

**১৭. স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করেছে যেসব ইসলামী সংগঠন :** এদের মধ্যে জাতীয় মুজাহিদ সংঘ এবং জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। জাতীয় মুজাহিদ সংঘ ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সালেই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আলাদা হওয়ার আন্দোলন শুরু করেছিল। ৮ মার্চ, ১৯৭০ তারিখে মুজাহিদ সংঘ ঢাকার ভিকটেরিয়া পার্ক তথা বাহাদুর শাহ পার্কে একটি জনসভার আয়োজন করে দ্ব্যর্থহীনভাবে আলাদা হওয়ার তথা স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান গঠন করার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পাশ করে। জাতীয় মুজাহিদ সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের রূপ' নামে একটি পুস্তিকাও ১ জানুয়ারি, ১৯৭১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ ছিল—

'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান- জিন্দাবাদ।
ইসলামী সাম্যবাদ- জিন্দাবাদ।
পশ্চিশ পাকিস্তানীদের দ্রব্য- বর্জন করুন।
পশ্চিমা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান- বয়কট করুন।
উর্দূ-ইংলিশ- ধ্বংস হউক।
পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদ- ধ্বংস হউক'।[১২]

তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে অনুষ্ঠিতব্য পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে কোনো পশ্চিম পাকিস্তানী পরিষদ সদস্য ঢাকায় আসলে তার ঠ্যাং ভেঙে ফেলা হবে বলে ভুট্টোর হুমকি দেওয়া সত্ত্বেও জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের মুফতী মাহমূদ ও তাঁর দলীয় আলেম সদস্যগণ এবং মাওলানা নূরানী যথারীতি ঢাকায় আসেন। শুধু তাই নয়, তারা তাদের এ দেশীয় অনুসারী আলেমদেরকে এ দেশের বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে স্থানীয়ভাবে পলিসি নির্ধারণের পরামর্শ দিয়েছিলেন। এ কারণে, জমিয়তপন্থী আলেমগণ মুক্তিযুদ্ধবিরোধী তৎপরতার সাথে নিজেদের জড়াননি।[১৩]

**১৮. ইসলামী দল ও ব্যক্তিদের সমর্থন :** পাকিস্তানের ২৩ বছর এদেশের মানুষ ইসলামের নামে শুধু প্রতারিত হয়েছে। প্রতিটি ইসলামী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর যুলুম ও স্বৈরতান্ত্রিক আচরণের বিরুদ্ধে ছিল। এসব ইসলামী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের পাকিস্তান সরকারের যুলুমরোধ কল্পে বঙ্গবন্ধুর সাথে একাত্মতা পোষণ করতেন।

*(প্রবন্ধটির বাকী অংশ ২০ নং পৃষ্ঠায়)*

১১. শাকের হোসাইন শিবলি, একাত্তরের চেপে রাখা ইতিহাস আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে, (আল-এছহাক প্রকাশনী, প্রকাশকাল: জুন ২০১৪)।

১২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, ২/৫৯৮-৬১১।

১৩. আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে, পৃ. ১৭৬।

# ই‘তিকাফের মাসায়েল

*-মো. দেলোয়ার হোসেন**

**ভূমিকা :** আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হলো ই‘তিকাফ। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের পাপ মোচনের জন্য বিশেষ কিছু সুযোগ দিয়েছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, রামাযান মাসের শেষ দশকের বরকতময় রজনি ‘লায়লাতুল ক্বদর’, যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। সেই রজনি পাবার জন্য ই‘তিকাফ এক বিশেষ ব্যবস্থা। আলোচ্য নিবন্ধে ই‘তিকাফ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত পরিসরে কিছু আলোকপাত করা হলো—

**ই‘তিকাফের পরিচয় :** اعتكاف শব্দটি عكف শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ: নিজেকে কোনো স্থানে বদ্ধ রাখা। পরিভাষায় আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে নিজেকে মসজিদে ইবাদত ও তেলাওয়াতের মধ্যে বদ্ধ রাখা।[১]

**ই‘তিকাফের শারঈ হুকুম :** ই‘তিকাফ শরীআত নির্দেশিত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ ‘আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম যে, তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, ই‘তিকাফকারী ও রুকূকারী-সেজদাকারীদের জন্য পবিত্র করো’ *(আল-বাক্বারা, ২/১২৫)*। আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রতি রামাযানে শেষ ১০ দিন ই‘তিকাফ করতেন। এমনকি যে বছর তিনি মৃত্যুবরণ করেন, সে বছর তিনি ২০ দিন ই‘তিকাফ করেন। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু বলেন, كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانٍ عَشْرَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا। ‘নবী ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রতি রামাযানে ১০ দিন ই‘তিকাফ করতেন। যে বছর তিনি মৃত্যুবরণ করেন, সে বছর তিনি ২০ দিন ই‘তিকাফ করেন’।[২]

উল্লেখ্য, আমাদের দেশে মনে করা হয় যে, সমাজের পক্ষ থেকে এক ব্যক্তিকে অবশ্যই ই‘তিকাফে বসাতে হবে, তা না হলে সবাই গুনাহগার হবে। কিন্তু এ ধারণা মোটেই ঠিক নয়। বরং এটি ব্যক্তিগত ইবাদত।

**ই‘তিকাফের উদ্দেশ্য :** ই‘তিকাফের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, গুনাহ মাফ এবং লায়লাতুল ক্বদরকে অন্বেষণ করা। আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম ক্বদরের রাত অন্বেষণ করার উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে স্পষ্ট হবার পূর্বে রামাযানে মধ্য ভাগের ১০ দিন ই‘তিকাফ করলেন। ১০ দিন অতিবাহিত হবার পর তিনি তাঁবু তুলে ফেলার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তা গুটিয়ে ফেলা হলো। অতঃপর তিনি জানতে পারেন যে, তা শেষ ১০ দিনের মধ্যে আছে। তাই তিনি পুনরায় তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দিলেন। তাঁবু খাটানো হলো। এরপর তিনি লোকদের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, হে লোক সকল! আমাকে ক্বদরের রাত সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল এবং আমি তোমাদের তা জানানোর জন্য বের হয়ে এলাম। কিন্তু দু’ব্যক্তি পরস্পর ঝগড়া করতে করতে উপস্থিত হলো এবং তাদের সাথে ছিল শয়তান। তাই আমি তা ভুলে গেছি। অতএব তোমরা তা রামাযান মাসের শেষ ১০ দিনে অন্বেষণ করো’।[৩]

**ই‘তিকাফের স্থান :** ই‘তিকাফের জন্য মসজিদ হওয়া শর্ত। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস এবং হাসান রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহুমা হতে বর্ণিত হাদীছে এসেছে যে, ‘ছালাত (তথা জামাআত হয়), এরূপ মসজিদ ব্যতীত ই‘তিকাফ হবে না’।[৪]

**ই‘তিকাফের সময়সীমা :** ২০ রামাযান অতিবাহিত হওয়ার পর মাগরিবের পর ই‘তিকাফে প্রবেশ করবে। কেননা শেষ দশক আরম্ভ হয় ২০ রামাযানের সূর্য ডুবার পর থেকে।[৫] আর ২১ তারিখ ফজরের পর হতে ই‘তিকাফকারী সম্পূর্ণ একাকী ইবাদতে মশগূল থাকবে।[৬] আর ঈদের আগের দিন বাদ মাগরিব ই‘তিকাফকারী ই‘তিকাফ হতে বের হবে।

**মহিলাদের ই‘তিকাফের বিধান :** মহিলাদের জন্য ই‘তিকাফ শরীআতসম্মত। মহিলারা বাড়িতে ই‘তিকাফ করতে পারবে না। বরং মহিলা-পুরুষ সবাইকে মসজিদে ই‘তিকাফ করতে হবে *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৭)*। উল্লেখ্য, মহিলারা মসজিদে ই‘তিকাফ

---

* অনার্স ১ম বর্ষ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

১. ফিক্বহুস সুন্নাহ, (শতাব্দী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ : ২০১০ খ্রি.), ১/৩৮৮।

২. ছহীহ বুখারী, হা/২০৪৪।

৩. ছহীহ বুখারী, হা/২০১৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৭।

৪. বায়হাক্বী, হা/৮৩৫৫।

৫. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৭২; ফাতাওয়া ইবনু উছায়মীন, ২০/১২০-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৬. মিশকাত, হা/২১০৪; ফাতাওয়া ইবনু উছায়মীন, ২০/১৭০-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

করতে চাইলে অবশ্যই স্বামীর অনুমতি থাকতে হবে এবং মসজিদে পর্দার ব্যবস্থা ও ফেতনার আশঙ্কা থেকে মুক্ত হওয়ার নিশ্চয়তা থাকতে হবে। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রামাযানের শেষ দশকে ইʻতিকাফ করতেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মৃত্যুবরণ করলেন, তারপর তাঁর স্ত্রীগণ ইʻতিকাফ করতেন।[৭] এই হাদীছ প্রমাণ করে যে, মহিলারা ইʻতিকাফ করতে চাইলে জুমআ মসজিদেই করবে। আর যদি মসজিদে করা সম্ভব না হয়, তাহলে ইʻতিকাফ করবে না।

**যেসব কাজ করলে ইʻতিকাফ বাতিল হয় :**

**(ক) স্ত্রী সহবাস :** স্ত্রী সহবাস করলে ইʻতিকাফ বাতিল হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ‘আর তোমরা স্ত্রীগমন করো না, যখন তোমরা মসজিদে ইʻতেকাফ অবস্থায় থাকো’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৭)*।

**(খ) শারঈ ওযর ব্যতীত মসজিদ থেকে বের হওয়া :** ইʻতিকাফকারী কোনো অবস্থাতেই মসজিদ থেকে বের হবে না। তবে পানাহার, প্রস্রাব-পায়খানা এবং শারঈ কোনো ওযর থাকলে বের হতে পারবে। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, اَلسُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ اَنْ لاَ يَعُوْدَ مَرِيْضًا ولاَ يَشْهَدَ جَنَا زَةً وَلاَ يَمَسَّ إِمْرَأَةً وَلا اِلاَّ لِمَا لاَبُدَّ مِنهُ وَلَا اِعْتِكَافَ اِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا يُبَاشِرَهَا وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ اِعْتِكَافَ اِلَّافِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ ‘ইʻতিকাফকারীর জন্য সুন্নাত হচ্ছে, সে কোনো রোগীর সেবা করতে মসজিদ থেকে বের হবে না। কোনো জানাযায় উপস্থিত হবে না। স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে না। (শারঈ) প্রয়োজন ব্যতীত মসজিদ থেকে বের হবে না। ছিয়াম ব্যতীত কোনো ইʻতিকাফ নেই। জামেʻ মসজিদ ব্যতীত কোনো ইʻতিকাফ নেই’।[৮]

পরিশেষে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইʻতিকাফের মাসআলা-মাসায়েল যথাযথভাবে উপলব্ধি করত তা মেনে চলার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

---

৭. ছহীহ বুখারী, হা/২০২৬; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৭২; মিশকাত, হা/২০৯৭।

৮. আবূ দাঊদ, হা/২৪৭৩, হাসান ছহীহ; মিশকাত, হা/২১০৬।

## ‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ইসলামের প্রভাব’ প্রবন্ধটির বাকী অংশ

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ভারতীয় আলেমদের সবচেয়ে বড় সংগঠন ‘জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ’ এবং এর নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশ সৃষ্টির পক্ষে ছিলেন। যেসব বরেণ্য ভারতীয় মুসলিম ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশ সৃষ্টির পক্ষে কাজ করেছিলেন তাদের মধ্যে কয়েকজন হলেন— শায়খুল ইসলাম মাওলানা সাইয়্যেদ হুসাইন আহমাদ মাদানী রাহিমাহুল্লাহ-এর পুত্র ভারতীয় লোকসভার সদস্য মাওলানা সাইয়্যেদ আসআদ মাদানী, কোলকাতা আলিয়া মাদরাসার হেড মাওলানা মুহাম্মাদ তাহের, করিমগঞ্জের এম.পি মাওলানা আব্দুল জলীল *(প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭)*। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আলেমদের কাজ করার বিষয়টি ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ স্বয়ং বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত ভাষণে উঠে এসেছে এভাবে— ‘...এই উদ্দেশ্যেই আমরা মারকাজি জমিয়াতুল উলামায়ে ইসলামের মওলানা নূরানী, নওয়াব আকবর খান বুগতি, মওলানা গোলাম গউস হাজারভী ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের মওলানা মুফতী মাহমূদ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য নেতার সাথে বৈঠকে মিলিত হই’ *(বাঙালির কণ্ঠ, (বঙ্গবন্ধু পরিষদ), পৃ. ২২৪)* ।

১৯৭০-৭১ সালে সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর প্রশ্নে বাংলাদেশের শতভাগ উলামায়ে কেরাম একমত ছিলেন *(ড. তারেক মোহাম্মদ তওফীকুর রহমান, রাজনীতিতে আলিম সমাজের প্রভাব, (তৃতীয় সংস্করণ ২০১৮), পৃ. ৪৪)*।

**উপসংহার :** ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধ আমাদের অহংকার। এ যুদ্ধ ছিল যালেমের বিরুদ্ধে মাযলূমের যুদ্ধ। এটি কোনোভাবেই ইসলামের বিরুদ্ধে কাফেরদের কিংবা কাফেরদের বিরুদ্ধে ইসলামের যুদ্ধ ছিল না। ইসলামের শাশ্বত ন্যায়নীতি ও ইনছাফই ছিল এ যুদ্ধের মূল চেতনা। তাই মৌলিকভাবে ধর্মপ্রাণ আলেম সমাজ মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেননি। তবে অনস্বীকার্য যে, আলেমদের মধ্যে একটা ক্ষুদ্র অংশ মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল, যেমন একটা অংশ যুদ্ধের পক্ষেও সরাসরি অংশ নিয়েছিলেন। সে কারণে ঢালাওভাবে ইসলামপন্থীদের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী আখ্যা দেওয়া মহাসত্যের অপলাপ ছাড়া কিছুই নয়। বুদ্ধিমানের কাজ হলো প্রত্যেককে তার প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করা। প্রত্যেককে তার অবদানের জন্য পুরস্কৃত করা এবং কুকর্মের জন্য তিরস্কৃত করা। মহান আল্লাহ আমাদেরকে দেশ ও জাতির কল্যাণে নিবেদিত থেকে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে কাজ করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

# কুরআন তেলাওয়াতের সুফল

*-হাফেয মীযানুর রহমান**

মহান আল্লাহ বড় মেহেরবান, দয়ালু। তিনি শেষ নবী মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর ওপর কুরআন নাযিল করেছেন। কুরআনে কারীমের মাধ্যমে তৎকালীন অন্ধকার যুগের মানুষগুলো খুঁজে পেয়েছিল আলোর পথ। আঁধার পরিণত হয় আলোয়। মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআনুল কারীম প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ - يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ 'অবশ্যই তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আলো ও সুস্পষ্ট গ্রন্থ এসেছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শান্তির পথ দেখান, যারা তার সন্তুষ্টির অনুসরণ করে এবং তার অনুমতিতে তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করেন। আর তাদেরকে সরল পথের দিকে হেদায়েত দেন' *(আল-মায়েদা, ৫/১৫-১৬)*।

কুরআন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। কুরআনের শিক্ষায় রয়েছে মানবতার মুক্তি। কিন্তু আমরা কুরআন শিক্ষা থেকে দিন দিন দূরে সরে যাচ্ছি। শেষ নবীর উম্মত ও মুসলিম হিসেবে কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারছি না। তাই তো আমাদের জীবনে দেখা দিয়েছে নানাবিধ অশান্তি। জীবনে সাফল্য পেতে হলে, দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ অর্জন লাভ করতে আমাদের প্রতিদিন কুরআনুল কারীম তেলাওয়াত করতে হবে। নিম্নে কুরআন তেলাওয়াতের কিছু সুফল নিয়ে আলোচনা করা হলো।

**কুরআন মানবজাতির জন্য হেদায়াত :** মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবন কীভাবে পরিচালিত হবে, তার প্রতিটি বিষয় পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ 'আমি তোমার নিকট কিতাবটি নাযিল করেছি। এটি এমন যে, তা সবকিছুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, আর এটা হেদায়াত, রহমত ও মুসলিমদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ' *(আন-নাহল, ১৬/৮৯)*।

**কুরআন তেলাওয়াত ঈমান বাড়ায় :** কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে মানুষের ঈমান বাড়ে। এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ 'নিশ্চয় মুমিনরা এইরূপ হয় যে, যখন (তাদের সামনে) আল্লাহকে স্মরণ করা হয়, তখন তাদের অন্তরসমূহ ভীত হয়ে পড়ে, আর যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন সেই আয়াতসমূহ ঈমানকে আরও বৃদ্ধি করে দেয়, আর তারা নিজেদের তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে' *(আল-আনফাল, ৮/২)*।

**কুরআন মানুষের অন্তরে প্রশান্তি দেয় :** মানবজীবনে অর্থ বা অন্য কোনো কারণে জাগতিক তৃপ্তি আসলেও প্রকৃত তৃপ্তি এবং শান্তি কুরআন শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ 'যারা ঈমান আনে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর যিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে। জেনে রাখো, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়' *(আর-রাদ, ১৩/২৮)*।

**কুরআন তেলাওয়াতকারীর পক্ষে সুপারিশ করবে :** ক্বিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াতকারীর পক্ষে সুপারিশ করবে। এটা বিরাট সৌভাগ্যের বিষয়। আবূ উমামা আল-বাহিলী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ 'তোমরা কুরআন পাঠ করো। কারণ ক্বিয়ামতের দিন তার পাঠকারীর জন্য সে শাফাআতকারী হিসেবে আসবে'।[১]

**কুরআন সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস :** কুরআন যে নির্দেশনা দিয়েছে তা নির্ভুলভাবে প্রমাণিত। আল্লাহ তাআলার বাণী, ﴿يس - وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ﴾ 'ইয়াসিন। (শপথ) প্রজ্ঞাময় কুরআনের' *(ইয়াসিন, ৩৬/১-২)*।

**জান্নাতে যাওয়ার জন্য কুরআন :** প্রত্যেক মুমিনের সর্বোচ্চ কামনা হলো— জান্নাতে যাওয়া। তাই জান্নাতে যাওয়ার জন্য কুরআন পড়তে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَقُولُ الصِّيَامُ أَيْ رَبِّ إِنِّي مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ فَيُشَفَّعَانِ 'ছিয়াম এবং কুরআন বান্দার জন্য শাফাআত করবে। ছিয়াম বলবে, হে রব! আমি তাকে দিনে খাবার গ্রহণ করতে ও প্রবৃত্তির তাড়না মিটাতে বাধা দিয়েছি। অতএব, তার ব্যাপারে এখন আমার শাফাআত কবুল করো। কুরআন বলবে, হে রব! আমি তাকে রাতে ঘুম থেকে বিরত রেখেছি। অতএব, তার ব্যাপারে এখন আমার সুপারিশ গ্রহণ করো। অতঃপর উভয়ের সুপারিশই কবুল করা হবে'।[২]

আল্লাহ আমাদের বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করা, বুঝা ও তা থেকে শিক্ষা নিয়ে জীবন পরিচালনা করার তাওফীক্ব দান করেন এবং এর মাধ্যমে ইহকালে কল্যাণ ও পরকালে নাজাতের মাধ্যম করে দিন- আমীন!

---

* ইমাম, মসজিদ আল-আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু, জিজান, সঊদী আরব।

১. ছহীহ মুসলিম, হা/৮০৪।
২. মুসতাদারাক হাকেম, হা/২০৩৬; শুআবুল ঈমান, হা/১৮৩৯; ছহীহুল জামে', হা/৩৮৮২; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/৯৭৩; মিশকাত, হা/১৯৬৩।

# লায়লাতুল ক্বদর : গুরুত্ব ও ফযীলত

-*মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন**

রামাযানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় হলো শেষ দশ রাত। মহিমান্বিত একটি রজনি লায়লাতুল ক্বদর। মহান আল্লাহর ভাষায় লায়লাতুল ক্বদর হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। এই রাত্রিটি উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য সবচেয়ে বড় নেয়ামত। একটি রাতের ইবাদত এক হাজার মাস বা প্রায় ৮৪ বছর ইবাদতের চেয়েও উত্তম। তাছাড়া এ রাতে আল্লাহ তাআলা মানবজাতির হেদায়াতের জন্য নাযিল করেছেন মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। তিনি বলেছেন,

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ - وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ - لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ - تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ - سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾

‘নিশ্চয় আমি এটা (আল-কুরআন) অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রজনিতে। আর মহিমান্বিত রজনি সম্বন্ধে আপনি কী জানেন? মহিমান্বিত রজনি হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। ঐ রাত্রিতে ফেরেশতাগণ ও রূহ (জিবরীল) অবতীর্ণ হন প্রত্যেক কাজের জন্য তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। শান্তিময়, এই রাত ফজরের উদয় পর্যন্ত’ *(আল-ক্বদর, ৯৭/১-৫)*।

বিখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন আল্লামা ইবনু আবী হাতিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আলী ইবনু উরওয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু ইসরাঈলের চার জন সাধকের কথা বললেন যে, তাঁরা সুদীর্ঘ ৮০ বছর ধরে এমনভাবে মহান আল্লাহর ইবাদত করেছেন যে, ঐ সময় চোখের পলক ফেলার মতো সময়ও তাঁরা মহান আল্লাহর নাফরমানী করেননি। তাঁরা হলেন আইয়ূব, যাকারিয়া, হিযকীল ইবনুল আজূয ও ইউশা‘ ইবনু নূন। কথাগুলো শুনে ছাহাবায়ে কেরাম খুবই আশ্চর্যান্বিত হলেন। ফলে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট জিবরীল আলাইহিস সালাম এলেন এবং বললেন, আপনার উম্মত ঐ সাধকদের ৮০ বছরের ইবাদতের কথা শুনে বিস্ময়ে বিমূঢ় হচ্ছে? তাই আল্লাহ তাআলা এর চেয়েও ভালো জিনিস আপনাদের জন্য নাযিল করেছেন। অতঃপর তিনি সূরা আল-ক্বদর তেলাওয়াত করলেন। যাতে বলা হয়েছে যে, লায়লাতুল ক্বদরে মাত্র একটি রাতের ইবাদত এক হাজার মাস অর্থাৎ ৮৩ বছর ৪ মাসের ইবাদতের চেয়েও উত্তম। আপনি এবং আপনার উম্মত যে বিষয়ে আশ্চর্যান্বিত হচ্ছিলেন, তার চেয়ে এটি অনেক উত্তম। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর এ সংবাদ শুনে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ছাহাবায়ে কেরাম খুবই খুশী হন।[১]

**লায়লাতুল ক্বদরের যে রাতে কুরআন নাযিল হয়েছে :**

রামাযানের ক্বদর রজনিতে আল্লাহ তাআলা কুরআন নাযিল করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ ‘নিশ্চয়ই আমি ক্বদর রজনিতে কুরআন অবতীর্ণ করেছি’ *(আল-ক্বদর, ৯৭/১)*। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ﴾ ‘আমি এ (কিতাব) অবতীর্ণ করেছি বরকতপূর্ণ রজনিতে, বস্তুত আমি সতর্ককারী’ *(আদ-দুখান, ৪৪/৩)*। কুরআনুল কারীম দ্বারাই এটা প্রমাণিত যে, এ রাত রামাযানুল মুবারাক মাসে রয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন, ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾ ‘রামাযান মাস, যে মাসে বিশ্বমানবের জন্য পথপ্রদর্শন এবং সুপথের উজ্জ্বল নিদর্শন এবং হক্ব ও বাতিলের প্রভেদকারী কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৫)*।

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা সহ প্রমুখ ছাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, লায়লাতুল ক্বদরে সমগ্র কুরআন লাওহে মাহফূয থেকে প্রথম আসমানে অবতীর্ণ হয়েছে। তারপর ঘটনা অনুযায়ী দীর্ঘ ২৩ বছরে ধীরে ধীরে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। এখানে লায়লাতুল মুবারাকা বা বরকতময় রজনি বলতে লায়লাতুল ক্বদরকে বুঝানো হয়েছে।

**লায়লাতুল ক্বদরের ফযীলত :**

লায়লাতুল ক্বদরের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ ‘যখন রামাযানের শেষ দশক আসত, তখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর লুঙ্গি কষে নিতেন (বেশি বেশি ইবাদতের প্রস্তুতি নিতেন) এবং রাত্রি জেগে থাকতেন ও পরিবার-পরিজনকে জাগিয়ে দিতেন’।[২]

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِيْ رَمَضَانَ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِيْ غَيْرِهِ وَفِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْهُ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِيْ غَيْرِهِ ‘রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রামাযান মাসে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর ইবাদতের জন্য যত পরিশ্রম করতেন, অন্য কোনো মাসে তেমন পরিশ্রম করতেন না। অনুরূপভাবে রামাযানের শেষ দশকে যত পরিশ্রম করতেন, অন্য দিনগুলোতে তত পরিশ্রম করতেন না’।[৩]

---

* শিবগঞ্জ, বগুড়া।

১. তাফসীর ইবনু কাছীর, ৪/৫৩১; তাফসীর দুররে মানছূর, ৬/৩৭১।

২. ছহীহ বুখারী, হা/২০২৪; মিশকাত, হা/২০৯০।

৩. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৭৫; মুসনাদে আহমাদ, হা/২৪৫২৯।

**লায়লাতুল ক্বদর কবে?**

হাদীছে ক্বদর রজনি নির্ধারিত করে দেওয়া হয়নি। তবে সংশ্লিষ্ট হাদীছগুলো থেকে বুঝা যায়, লায়লাতুল ক্বদর লাভের জন্য পুরো রামাযান, বিশেষ করে রামাযানের শেষ দশক, আরো বিশেষ করে বললে শেষ দশকের বিজোড় রাতগুলোতে তা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তাই শেষ দশকে লায়লাতুল ক্বদরের অন্বেষণে পূর্ণ মনোযোগী এবং প্রস্তুত থাকা চাই।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَيَقُولُ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ 'আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন এবং বলতেন, তোমরা রামাযানের শেষ দশকে লায়লাতুল ক্বদর অনুসন্ধান করো'।[৪] অপর এক হাদীছে এসেছে, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমরা রামাযানের শেষ ১০ রাত্রিতে লায়লাতুল ক্বদর সন্ধান করবে। যদি কেউ একান্তই দুর্বল হয়ে পড়ে, তবে অন্তত শেষ সাত রাতের ব্যাপারে যেন কোনোভাবেই দুর্বলতা প্রকাশ না করে'।[৫] অন্য এক হাদীছে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমাকে লায়লাতুল ক্বদর দেখানো হয়েছে। অতঃপর আমাকে তা ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। অতএব, তোমরা শেষ ১০ রাতের বিজোড় রাতগুলোতে তা খোঁজ করো'।[৬] আবূ যার গিফারী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ২৩ রামাযানের রাত্রিতে আমাদের নিয়ে ক্বিয়ামুল লায়ল করলেন রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত। এরপর বললেন, তোমরা যা খুঁজছ তা মনে হয় সামনে। এরপর ২৫ রামাযানের রাতে মধ্যরাত পর্যন্ত ক্বিয়ামুল লায়ল করলেন। এরপর বললেন, তোমরা যা খুঁজছ তা বোধহয় সামনে। এরপর ২৭ রামাযানের রাতে তিনি নিজের স্ত্রীগণ এবং পরিবারের অন্য সদস্যগণ সবাইকে ডেকে আমাদেরকে নিয়ে প্রভাত পর্যন্ত জামাআতের সাথে ক্বিয়ামুল লায়ল করলেন, এমনকি আমরা ভয় পেয়ে গেলাম যে, সাহরী খাওয়ার সময় পাওয়া যাবে না।[৭]

**শেষ দশকের আমল :**

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ দশকে ইবাদত বাড়িয়ে দিতেন । আয়েশা ছিদ্দীক্বা রাযিয়াল্লাহু আনহা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শেষ দশকের আমলের বিবরণ দিয়ে বলেন, كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ 'রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য দিনগুলোর তুলনায় রামাযানের শেষ দশকে বেশি ইবাদত করতেন'।[৮] অন্য আরেকটি হাদীছে এসেছে, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ 'যখন রামাযানের শেষ দশক আসত, তখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোমর কষে নিতেন (বেশি বেশি ইবাদতের প্রস্তুতি নিতেন) এবং রাত্রি জেগে থাকতেন ও পরিবার-পরিজনকে জাগিয়ে দিতেন'।[৯]

**লায়লাতুল ক্বদরে গুনাহ মাফ হয় :**

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ 'যে ব্যক্তি রামাযানে ঈমানের সাথে ও ছওয়াব লাভের আশায় ছওম পালন করে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হয় এবং যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াব লাভের আশায় লায়লাতুল ক্বদরে রাত জেগে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হয়'।[১০]

এই রাত্রি হলো ইবাদতের রাত্রি। এ রাত্রি ধুমধাম করে খাওয়া-দাওয়া, আমোদ-প্রমোদের রাত্রি নয়। আসলে যে ব্যক্তি এ রাত্রের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়, সেই সকল প্রকার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।

**লায়লাতুল ক্বদর থেকে বঞ্চিত হবেন না :**

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে এত বড় খুশির খবর পাওয়ার পর এ রাতের ক্ষমা ও রহমত লাভের চেষ্টা না করা অনেক বড় বঞ্চনার বিষয়। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রামাযান আসলে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ، وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ 'এই মহিমান্বিত মাস উপস্থিত। তাতে একটি রজনি রয়েছে, যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। যে ব্যক্তি এর কল্যাণ ও বরকত থেকে বঞ্চিত হলো, সে যেন সকল কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত হলো। আর কেবল অভাগাই এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকে'।[১১]

**যেভাবে লাভ করতে পারা যায় লায়লাতুল ক্বদরের ন্যূনতম ফযীলত :**

মুমিনমাত্রই কর্তব্য হলো ক্বদর রজনির পূর্ণ কদর করা। অন্তত এ রাতে কোনোভাবে অমনোযোগী না থাকা। রামাযান

৪. ছহীহ বুখারী, হা/২০২০।

৫. ছহীহ বুখারী, হা/১৯১৬; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৫।

৬. ছহীহ বুখারী, হা/২০১৬; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৭।

৭. তিরমিযী, হা/৮০৬, হাদীছ ছহীহ; আবূ দাঊদ, হা/১৩৭৫; ইবনু খুযায়মা, হা/২২০৬।

৮. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৭৫।

৯. ছহীহ বুখারী, হা/২০২৪; মিশকাত, হা/২০৯০।

১০. ছহীহ বুখারী, হা/২০১৪; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৬০।

১১. ইবনু মাজাহ, হা/১৬৪৪, হাদীছ হাসান ছহীহ; নাসাঈ, হা/২১০৬।

মাসের ফরয ছালাতগুলো জামাআতের সাথে আদায় করার মাধ্যমে ক্বদর রজনির ন্যূনতম কদর হতে পারে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ 'যে ব্যক্তি এশার ছালাত জামাআতে আদায় করল, সে যেন অর্ধ রজনি ক্বিয়াম করল। আর যে ব্যক্তি ফজরের ছালাতও জামাআতে আদায় করল, সে যেন পূর্ণ রাত ছালাত পড়ল'।[১২]

তাই এ মাসে জামাআতে ছালাতের প্রতি সবিশেষ যত্নবান হওয়া জরুরী। তাহলে আশা করা যায় লায়লাতুল ক্বদরের ন্যূনতম ফযীলত থেকে মাহরূম হব না।

**লায়লাতুল ক্বদরের দু'আ :**

লায়লাতুল ক্বদর যেহেতু বিশেষ রজনি, তাই এ রাতে বেশি বেশি দু'আ করা উচিত। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে দু'আ করতে হবে। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমি যদি ক্বদরের রাত পেয়ে যাই, তাহলে কী দু'আ পাঠ করব? উত্তরে তিনি বললেন, এই দু'আটি পাঠ করবে: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي।[১৩]

**লায়লাতুল ক্বদরের কিছু আলামত :**

আবূ সাঈদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

اعْتَكَفْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ فَخَرَجَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ فَخَطَبَنَا وَقَالَ إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا أَوْ نُسِّيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي الْوَتْرِ وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلْيَرْجِعْ فَرَجَعْنَا وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ.

আমরা নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে রামাযানের মধ্যম দশকে ই'তিকাফ করি। তিনি ২০ তারিখের সকালে বের হয়ে আমাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, আমাকে লায়লাতুল ক্বদর (এর সঠিক তারিখ) দেখানো হয়েছিল, পরে আমাকে তা ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তোমরা শেষ দশকের বিজোড় রাতে তার সন্ধান করো। আমি দেখতে পেয়েছি যে, আমি (ঐ রাতে) কাদা-পানিতে সিজদা করছি। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে ই'তিকাফ করেছে সে যেন ফিরে আসে (মসজিদ হতে বের হয়ে না যায়)। আমরা সকলে ফিরে আসলাম (থেকে গেলাম)। আমরা আকাশে হালকা মেঘখণ্ডও দেখতে পাইনি। পরে মেঘ দেখা দিল ও এমন জোরে বৃষ্টি হলো যে, খেজুরের শাখায় তৈরি মসজিদের ছাদ দিয়ে পানি ঝরতে লাগল। ছালাত শুরু করা হলে আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে কাদা-পানিতে সিজদা করতে দেখলাম। পরে তাঁর কপালে আমি কাদার চিহ্ন দেখতে পাই।[১৪]

এছাড়াও অন্যান্য হাদীছে লায়লাতুল ক্বদরে আলামত পাওয়া যায়। যেমন আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু থেকে বর্ণিত হাদীছে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, '...ঐ রাতের আলামত বা লক্ষণ হলো, রাত শেষে সকালে সূর্য উদিত হবে, তা উজ্জ্বল হবে। কিন্তু সে সময় (উদয়ের সময়) তার কোনো তীব্র আলোকরশ্মি থাকবে না (অর্থাৎ দিনের তুলনায় কিছুটা নিষ্প্রভ হবে)'।[১৫] রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, 'লায়লাতুল ক্বদরের আলামত হচ্ছে, স্বচ্ছ রাত, যে রাতে চাঁদ উজ্জ্বল হবে, আবহাওয়ায় প্রশান্তি (সাকিনা) থাকবে। না ঠাণ্ডা, না গরম। সকাল পর্যন্ত (আকাশে) কোনো উল্কাপিণ্ড দেখা যাবে না। সে রাতের চাঁদের মতোই সূর্য উঠবে (তীব্র) আলোকরশ্মি ছাড়া। শয়তান সেই সময় বের হয় না'।[১৬] আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'লায়লাতুল ক্বদরের রাতটি হবে প্রফুল্লময়; না গরম, না ঠাণ্ডা। সেদিন সূর্য উঠবে লাল বর্ণে, তবে দুর্বল থাকবে'।[১৭] অন্য একটি হাদীছে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'লায়লাতুল ক্বদর উজ্জ্বল একটি রাত; না গরম, না ঠাণ্ডা। সে রাতে কোনো উল্কাপিণ্ড দেখা যাবে না'।[১৮] রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'লায়লাতুল ক্বদর রয়েছে সপ্তম অথবা নবম অথবা বিংশ, যে রাতে (পৃথিবীর) নুড়ি পাথরের চেয়ে বেশি সংখ্যক ফেরেশতাগণ জমিনে নেমে আসে'।[১৯]

রামাযান মাসে লায়লাতুল ক্বদরের রাতগুলো সকল মুসলিমের খুব যত্ন সহকারে পালন করা উচিত। কারণ রামাযানের শেষ দশকের রাতগুলো খুবই ফযীলতপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ। আর এই লায়লাতুল ক্বদরের রাতগুলো বছরে একবার করে আসে। এই রাতের মাধ্যমে হাজার মাসের চেয়েও বেশি ইবাদতের ছওয়াব পাওয়া যায়। তাই আমরা সবাই লায়লাতুল ক্বদরের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে জেনে তার উপর আমল করার চেষ্টা করব ইনশা-আল্লাহ।

---

১২. ছহীহ মুসলিম, হা/৬৫৬; মিশকাত, হা/৬৩০।
১৩. ইবনু মাজাহ, ৩৮৫০, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত, হা/২০৯১।
১৪. ছহীহ বুখারী, হা/২০১৬।
১৫. ছহীহ মুসলিম, হা/৭৬২।
১৬. মুসনাদে আহমাদ, হা/২২৮১৭।
১৭. ইবনু খুযায়মা, হা/২১৯৩।
১৮. মুসনাদে আহমাদ, হা/২২৮১৭।
১৯. মুসনাদে আহমাদ, হা/১০৭৪৫; সিলসিলা ছহীহা, হা/২২০৫।

# ছাদাক্বাতুল ফিত্বর

-অধ্যাপক ওবায়দুল বারী বিন সিরাজউদ্দিন*

ফিত্বর বা ফিত্বরা (فِطْرَةٌ) আরবী শব্দ। ইসলামে এটি যাকাতুল ফিত্বর (ফিত্বরের যাকাত) বা ছাদাক্বাতুল ফিত্বর (ফিত্বরের ছাদাক্বা) নামে পরিচিত। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

## ছাদাক্বাতুল ফিত্বর কী?

ছাদাক্বাতুল ফিত্বর মূলত দুটি আরবী শব্দের সমষ্টি। একটি হলো ছাদাক্বা, অন্যটি ফিত্বর। ছাদাক্বা শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো দান এবং ফিত্বর শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো উন্মুক্তকরণ বা ছিয়াম ভঙ্গকরণ বা ছিয়াম সমাপন। ইসলামের বিধান অনুযায়ী রামাযান মাসব্যাপী ছিয়াম সাধনার পর গরীব-মিসকীন এবং উপযুক্ত দরিদ্র ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারিত খাদ্যদ্রব্য বা কোনো জনপদের প্রধান খাদ্যশস্য প্রদান করার নিয়মকে শরীআতের পরিভাষায় ছাদাক্বাতুল ফিত্বর বলা হয়। দীর্ঘ এক মাস ছিয়াম পালন করার পর যেহেতু তা ভঙ্গ করা হয় এবং এ উপলক্ষ্যে শরীআত কর্তৃক আরোপিত এই দান দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করা হয়, তাই একে ছাদাক্বাতুল ফিত্বর বলে আখ্যায়িত করা হয়।

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যেসব দান বান্দার উপর অপরিহার্য, ছাদাক্বাতুল ফিত্বর তার অন্যতম। আর্থিক ইবাদত হিসেবে যাকাতের কাছাকাছি পর্যায়ে এর অবস্থান। অধিকাংশ ফিক্বহী গ্রন্থে যাকাত অধ্যায়েই ছাদাক্বাতুল ফিত্বরের আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় হিজরীতে রামাযানের ছিয়াম ফরয করা হয়। একই বছরে ছাদাক্বাতুল ফিত্বর ফরয করা হয়। তাই সামর্থ্যবান প্রতিটি ব্যক্তিকে রামাযানের ছিয়াম সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে এ মাসের শেষে শাওয়াল মাসের প্রথম দিন ঈদুল ফিত্বরের ছালাতের পূর্বেই ছাদাক্বাতুল ফিত্বর আদায়েও আমাদেরকে যত্নবান হতে হবে।

## ফিত্বরা আদায় করা আবশ্যক কেন?

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বহু বাণীর আলোকে ছাদাক্বাতুল ফিত্বর আদায় করা আবশ্যক হবার বিষয়টি প্রমাণিত। কুতুবে সিত্তাহর প্রায় সবগুলো গ্রন্থে ছাদাক্বাতুল ফিত্বর অবধারিত হওয়া প্রসঙ্গে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। একটি হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের উপর রামাযান মাসে ছাদাক্বাতুল ফিত্বর অবধারিত করেছেন।[1] অন্য আরেকটি হাদীছে এসেছে, ক্বায়স ইবনু সা'দ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বর্ণনা করেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যাকাতের বিধান অবতীর্ণ হবার আগে ছাদাক্বাতুল ফিত্বর আদায় করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এরপর যাকাতের বিধাঅবতীর্ণ হবার পর আমাদেরকে তা পালন করার নির্দেশও দিতেন না এবং বারণও করতেন না। তবুও আমরা তা পালন করতাম।[2] রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ পালনার্থে ছাহাবায়ে কেরামও যথাযথভাবে ছাদাক্বাতুল ফিত্বর আদায় করতেন। আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমরা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে এক ছা' খাদ্যদ্রব্য বা এক ছা' খেজুর কিংবা এক ছা' যব অথবা এক ছা' কিশমিশ দিয়ে ছাদাক্বাতুল ফিত্বর আদায় করতাম।[3]

## কাদের উপর ফিত্বরা অপরিহার্য?

সামর্থ্যবান নারী-পুরুষ, স্বাধীন-পরাধীন, শিশু-বৃদ্ধ ও ছোট-বড় সকল মুসলিমের উপর ছাদাক্বাতুল ফিত্বর আদায় করা ওয়াজিব। যে সব লোকের উপর ছাদাক্বাতুল ফিত্বর আদায় করা ওয়াজিব, তাদের বিবরণ হাদীছে উল্লেখিত হয়েছে।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা বলেন, প্রত্যেক গোলাম, আযাদ, পুরুষ-নারী, প্রাপ্তবয়স্ক, অপ্রাপ্তবয়স্ক মুসলিমের উপর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাদাক্বাতুল ফিত্বর হিসেবে খেজুর হোক অথবা যব হোক এক ছা' পরিমাণ আদায় করা অবধারিত করেছেন। আর ঈদের ছালাতের জন্য বের হবার আগেই লোকজনকে তা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।[4]

## কী দিয়ে ফিত্বরা দিতে হবে?

প্রত্যেক দেশের প্রধান খাদ্য দ্বারা ফিত্বরা আদায় করতে হবে। এটিই সুন্নাত। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِكُمْ يَعْنِي مِنْبَرَ الْبَصْرَةِ يَقُولُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ.

আবূ রজা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা-কে তোমাদের মিম্বরে অর্থাৎ বাছরার মিম্বরে খুৎবারত অবস্থায় বলতে শুনেছি, ছাদাকাতুল ফিত্বরের পরিমাণ হলো এক ছা' খাদ্যদ্রব্য।[5] এই হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ফিত্বরা আদায় করতে হবে প্রধান খাদ্য দ্বারা। তাই আমাদেরকে আমাদের যার যেটি প্রধান খাদ্যদ্রব্য, সেটি দিয়েই ফিত্বরা আদায় করতে হবে। এদেশে টাকা দ্বারা ফিত্বরা আদায় করার যে প্রথা প্রচলিত আছে, তা সম্পূর্ণ সুন্নাত পরিপন্থী আমল। বাংলাদেশের মানুষের প্রধান খাদ্য যেহেতু চাল, তাই এদেশের মুসলিমদের চাল দ্বারাই ছাদাক্বাতুল ফিত্বরা আদায় করা সুন্নাহসম্মত।

---

* পিএইচডি গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. নাসাঈ, হা/২৫০৩, হাদীছ ছহীহ।
২. নাসাঈ, হা/২৫০৭, হাদীছ ছহীহ।
৩. ছহীহ বুখারী, হা/১৫০৮।
৪. ছহীহ বুখারী, হা/১৫০৩।
৫. ছহীহ বুখারী, হা/১৫০৩।

**ছাহাবীগণ কী দিয়ে ফিত্বরা দিতেন?**

ছাহাবীগণ পাঁচ ধরনের খাদ্যদ্রব্য তথা গম, যব, খেজুর, পনির ও কিশমিশের মাধ্যমে ছাদাক্বাতুল ফিত্বর আদায় করতেন। এ ব্যাপারে হাদীছে এসেছে, আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে বর্তমান থাকা অবস্থায় আমরা ছাদাক্বাতুল ফিত্বর বাবদ এক ছা' খাদ্য (গম) বা এক ছা' খেজুর অথবা এক ছা' যব কিংবা এক ছা' পনির অথবা এক ছা' কিশমিশ দান করতাম।[৬]

**কখন ফিত্বরা আদায় করতে হবে?**

ঈদুল ফিত্বরের দিন ছুবহে ছাদেক্ব উদয় হবার পর সামর্থ্যবান প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তির উপর ছাদাক্বাতুল ফিত্বর ওয়াজিব হয়। তাই ঈদুল ফিত্বরের ছালাত আদায়ের জন্য ঈদগাহে যাবার আগে ছাদাক্বাতুল ফিত্বর আদায় করা উত্তম। হাদীছে ছালাত আদায়ের আগেই ছাদাক্বাতুল ফিত্বর আদায় করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদগাহে যাবার আগেই ছাদাক্বাতুল ফিত্বর আদায় করার নির্দেশ প্রদান করে বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ঈদের ছালাতের আগে ছাদাক্বা আদায় করল, তা-ই গ্রহণযোগ্য ছাদাক্বাতুল ফিত্বর। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ছালাতের পর তা আদায় করল, তা সাধারণ দানের অন্তর্ভুক্ত হলো'।[৭]

অবশ্য কেউ যদি ঈদুল ফিত্বর আসার কয়েকদিন আগেই ছাদাক্বাতুল ফিত্বর আদায় করে দেয়, তাহলে এরও অবকাশ রয়েছে। হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু ছা'লাবা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ঈদুল ফিত্বরের দুদিন আগে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের সম্বোধন করে বলেন, 'তোমরা দুজনের মাঝে এক ছা' গম কিংবা এক ছা' খেজুর অথবা যব আদায় করো। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ও অপ্রাপ্তবয়স্ক সবার পক্ষ থেকেই তা আদায় করতে হবে'।[৮]

**ছাদাক্বাতুল ফিত্বর কাদের দেবেন?**

এ বিষয়ে ইসলামী বিদ্বানগণের মাঝে দুটি মত রয়েছে। **প্রথমত,** ইমাম শাফেঈ, ইমাম ইবনু কুদামা, ইমাম কারখী, হাফেয ইবনু হাযম আর হানাফী মাযহাবের বিদ্বানগণের উক্তি এবং শায়খ আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিছ দেহলভীর সাক্ষ্য অনুসারে চার মাযহাবের প্রকাশ্য ফাতওয়া সূত্রে ফিত্বরার যাকাত সম্পদের যাকাতের নিয়মানুযায়ী বণ্টন করতে হবে।[৯] অর্থাৎ সূরা আত-তওবায় বর্ণিত যাকাতের হক্বদার আট শ্রেণির সকলেই ফিত্বরা পাওয়ার হক্ব রাখে।

**দ্বিতীয়ত,** ছাদাক্বাতুল ফিত্বর বা ফিত্বরা পাওয়ার হক্বদার কেবল ফকীর ও মিসকীন। সূরা আত-তওবায় বর্ণিত অন্য ছয় শ্রেণি ফিত্বরার হক্বদার নয়। হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ.

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাদাক্বাতুল ফিত্বর ফরয করেছেন অশ্লীল কথা ও বেহুদা কাজ হতে (রামাযানের) ছওমকে পবিত্র করতে এবং মিসকীনদের খাদ্যের ব্যবস্থার জন্য।[১০]

এ মতকে সমর্থন করেছেন ইমাম আহমাদ, ইমাম ইবনু তায়মিয়া, ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম, ইমাম শাওকানী, আল্লামা শামসুল হক্ব আযীমাবাদী, ইবনু উছায়মীন প্রমুখ রাহিমাহুমুল্লাহ।[১১]

ফিত্বরা প্রাপ্তির হক্বদার সম্পর্কিত দ্বিতীয় মতটি অধিক বিশুদ্ধ। কেননা এ মতের পক্ষে স্পষ্ট দলীল বিদ্যমান।

**ছাদাক্বাতুল ফিত্বরের তাৎপর্য :** হাদীছে নববীর আলোকে ছাদাক্বাতুল ফিত্বর অবধারিত করার দুটি তাৎপর্য স্পষ্ট। সেগুলোর একটি হলো, ছিয়ামের অপূর্ণতা দূরীকরণ। স্বভাবজাত দুর্বলতার কারণে ছিয়াম রাখা অবস্থায়ও প্রতিটি ব্যক্তি তার কথায় ও কাজে ভুলভ্রান্তির শিকার হয়ে থাকে। পূর্ণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও কোনো না কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি হয়ে যায়। ছাদাক্বাতুল ফিত্বর ওয়াজিব করার একটি বড় উদ্দেশ্য সেই ত্রুটিবিচ্যুতি ও অপূর্ণতা দূর করা। আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, ঈদের আনন্দে অভাবী ও অসচ্ছল লোকদের অংশীদার করা। তাদের খাবার বা অন্যান্য প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করা।

সৃষ্টিকুল আল্লাহর পরিবার। তাঁর পরিবারের শ্রেষ্ঠ সদস্য মানুষ। তাদের সেবা করার অর্থ প্রকারান্তরে আল্লাহ তাআলারই সেবা করা। মুসনাদে আহমাদ, মুসনাদে বাযযার ও শুআবুল ঈমানের একটি বর্ণনায় এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'সৃষ্টিকুল আল্লাহর পরিবার। আর আল্লাহর কাছে প্রিয় সৃষ্টি হলো সেই ব্যক্তি, যে তাঁর পরিবারের প্রতি অনুগ্রহ করে'।[১২]

তাই ছাদাক্বাতুল ফিত্বরসহ সর্বপ্রকার দান-খয়রাতে অংশ গ্রহণ করে সৃষ্টির সেবায় এগিয়ে আসা চাই। সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র, অসহায় ও আর্তমানবতার পাশে দাঁড়িয়ে স্রষ্টার কৃপাদৃষ্টি লাভ করে তার সন্তুষ্টি অর্জন করা প্রতিটি মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য।

আল্লাহ আমাদের সকল মুসলিমদেরকে সঠিক দ্বীন বুঝার এবং সঠিক পদ্ধতিতে ছাদাক্বাতুল ফিত্বরা আদায় করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

---

৬. নাসাঈ, হা/২৫১০, সনদ ছহীহ।
৭. আবূ দাঊদ, হা/১৬০৯, হাদীছ হাসান।
৮. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক সানআনী, হা/৫৭৮৫।
৯. ইমাম শাফেঈ, কিতাবুল উম্ম, ২/৫৯; আল-মুহাল্লা, ৬/১৪৪; দুররে বহিইয়া (রওযাসহ), পৃ. ১৪২; আল-বাহরুর রায়েক, ২/২৭৫; উমদাতুর রিআয়া, ১/২২৭; শরহে সিফরুস সাআদা, পৃ. ৩৬৯; মুগনী, পৃ. ৭৮।
১০. আবূ দাঊদ, হা/১৬০৯; ইবনু মাজাহ, 'যাকাত' অধ্যায়, হা/১৮২৭; দারাকুত্বনী, হাকেম, ১/৪০৯; ইরওয়াউল গালীল, হা/৮৪৩; ইমাম হাকেম বলেন, বুখারীর শর্তে ছহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত হয়েছেন।
১১. মাসায়েলে ইমাম আহমদ, পৃ. ৮৬; মাজমূউল ফাতাওয়া, ২৫/৭৩; যাদুল মাআদ, ২/২২; নায়লুল আওত্বার, ৩-৪/৬৫৭; আওনুল মা'বূদ, ৫-৬/৩; শারহুল মুমতে, ৬/১৮৪।
১২. শুআবুল ঈমান, হা/৭০৪৮।

# ঈদের মাসায়েল

-আল-ইতিছাম ডেস্ক

**ভূমিকা :**

‘ঈদ’ (عيد) শব্দটি আরবী, যা ‘আউদুন’ (عود) মাছদার থেকে এসেছে। এর আভিধানিক অর্থ হলো— উৎসব, পর্ব, ঋতু, মৌসুম,[১] প্রত্যাবর্তন, প্রত্যাগমন[২] ইত্যাদি। প্রতি বছর ঘুরে ঘুরে আসে বলে একে ‘ঈদ’ বলা হয়।[৩]

২য় হিজরী সনে ছিয়াম ফরয হওয়ার সাথে সাথে ‘ঈদুল ফিত্বর’-এর সূচনা হয়।[৪] রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করার পরে দেখলেন যে, মদীনাবাসী বছরে দু’দিন খেলাধুলা ও আনন্দ-উৎসব করে। তখন তিনি তাদেরকে উক্ত দু’দিন উৎসব পালন করতে নিষেধ করেন এবং ‘ঈদুল ফিত্বর’ ও ‘ঈদুল আযহা’-কে মুসলিমদের জন্য আনন্দের দিন নির্ধারণ করেন। তিনি বলেন, قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهَا يَوْمُ الْأَضْحَى وَيَوْمُ الْفِطْرِ ‘আল্লাহ তোমাদের জন্য ঐ দু’দিনের পরিবর্তে দু’টি মহান উৎসবের দিন প্রদান করেছেন— ‘ঈদুল আযহা’ ও ‘ঈদুল ফিত্বর’।[৫]

**ঈদের ছালাতের আগে করণীয় :**

(১) ছাদাক্বাতুল ফিত্বর বা ফিত্বরা আদায় করতে হবে ঈদগাহে বের হওয়ার আগেই। ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, স্বাধীন-পরাধীন প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির পক্ষ থেকে এক ছা‘ (প্রায় ২.৫০ কেজি) পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য ফিত্বরা হিসাবে আদায় করা ফরয।[৬] উল্লেখ্য, ঈদুল ফিত্বরের দিন সকালে ঈদগাহে যাওয়ার আগেই ফিত্বরা আদায় করতে হবে। তবে, সর্বোচ্চ ২/১ দিন পূর্বেও আদায় করা যায়।

(২) পুরুষগণ ঈদুল ফিত্বরের দিন সকালে মিসওয়াক ও ওযূ-গোসল করে, তৈল-সুগন্ধি ব্যবহার ও সর্বোত্তম পোশাক পরিধান করে সুসজ্জিত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর পাঠ করতে করতে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে।[৭] মহিলারা আভ্যন্তরীণভাবে সুসজ্জিত হবে। তারা সুগন্ধি মেখে ও বাহ্যিক সৌন্দর্য প্রদর্শনী করে বের হবে না। তারা উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর পাঠ করবে না।

(৩) মহিলাগণ প্রত্যেকে বড় চাদরে শরীর আবৃত করে তথা পর্দার বিধান মেনে পুরুষদের পিছনে ঈদের জামাআতে শরীক হবে। ঋতুমতী মহিলারা কাতার থেকে সরে ঈদগাহের এক পার্শ্বে অবস্থান করবে। তারা কেবল খুৎবা শ্রবণ এবং দু‘আয় অংশ গ্রহণ করবেন।[৮] এখানে দু‘আ বলতে সম্মিলিত দু‘আ বুঝানো হয়নি।

(৪) ঈদুল ফিত্বরের দিন সকালে ঈদগাহের দিকে ছালাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে বিজোড় সংখ্যক খেজুর কিংবা অন্য কিছু খেয়ে বের হওয়া সুন্নাত। পক্ষান্তরে ঈদুল আযহার দিনে কিছু না খেয়ে বের হওয়া সুন্নাত। এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর আমল।[৯]

(৫) পায়ে হেঁটে এক পথে ঈদগাহে যাওয়া এবং ভিন্ন পথে ফিরে আসা সুন্নাত।[১০]

**ঈদের দিনের তাকবীর এবং তা পড়ার নিয়ম :**

রামাযান মাসের শেষ দিন সূর্যাস্তের পর তথা ঈদের রাত্রি থেকে তাকবীর পাঠ শুরু করতে হয় *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৫)*। এটা ঈদের খুৎবা শুরুর পূর্বপর্যন্ত চলতে থাকবে।[১১] রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বীয় পরিবার-পরিজনদের সঙ্গে নিয়ে ঈদের দিন সকালে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর পাঠ করতে করতে ঈদগাহ অভিমুখে রওয়ানা দিতেন এবং এভাবে তিনি ঈদগাহে পৌঁছে যেতেন।[১২] ঈদের তাকবীরের শব্দগুলো নিম্নরূপ :

---

১. ড. ফজলুর রহমান, আল-মু‘জামুল ওয়াফী, আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান, পৃ. ৭২৬।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২৪।
৩. মুস্তফা সাঈদ ও সহযোগীবৃন্দ, আল ফিক্বহুল মানহাজী, ১/২২২।
৪. ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম (রিয়ায : দারুস সালাম, ১৪১৪/১৯৯৪), পৃ. ২৩১-৩২।
৫. আবূ দাঊদ, হা/১১৩৪; নাসাঈ, হা/১৫৫৬; মিশকাত, হা/১৪৩৯।
৬. ছহীহ বুখারী, হা/১৫১১।
৭. ছহীহ বুখারী, হা/৮৮৬; মিশকাত, হা/১৩৮১।
৮. ছহীহ বুখারী, হা/৯৭১; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৯০।
৯. তিরমিযী, হা/৫৪২; ইবনু মাজাহ, হা/১৭৫৬।
১০. ইবনু মাজাহ, হা/১৩০১; দারেমী, হা/১৬১৩; আহমাদ, হা/৮১০০; মিশকাত, হা/১৪৪৭।
১১. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, সনদ ছহীহ; ইরওয়াউল গালীল (বৈরূত : ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), ৩/১২৫।
১২. বায়হাক্বী, ৩/২৭৯, সনদ ছহীহ; ইরওয়াউল গালীল, হা/৬৫০, ৩/১২৩।

أَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ

(আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ)।[১৩] উল্লেখ্য, মহিলারা নিঃশব্দে তাকবীর পাঠ করবে।[১৪]

**ঈদের ছালাতের সময়, স্থান ও মাসায়েল :**

(১) সূর্য উদিত হলে আনুমানিক ১৫ মিনিট পর ঈদের ছালাতের সময় শুরু হয় এবং সূর্য পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত এর সময় বাকী থাক। এটাই জমহূর আলেমের মত।[১৫] ইবনুল ক্বাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ঈদের ছালাতের সময় সম্পর্কিত সকল হাদীছ বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায় যে, সূর্যোদয়ের পর থেকে দেড় ঘণ্টার মধ্যে ঈদুল আযহা এবং আড়াই ঘণ্টার মধ্যে ঈদুল ফিত্বরের ছালাত আদায় করা উত্তম।[১৬]

(২) খোলা ময়দানে ঈদের ছালাত জামাআতসহ আদায় করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশেদীন সর্বদা ঈদের ছালাত খোলা ময়দানে আদায় করতেন।[১৭] বৃষ্টি, ভীতি কিংবা অন্য কোনো অনিবার্য কারণে উন্মুক্ত ময়দানে ছালাত আদায় অসম্ভব হলেই কেবল মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় করা যায়।[১৮] বায়তুল্লাহ ব্যতীত বড় মসজিদের দোহাই দিয়ে বিনা কারণে ঈদের ছালাত মসজিদে আদায় করা সুন্নাতবিরোধী কাজ।

(৩) ঈদের ছালাতের জন্য কোনো আযান কিংবা ইক্বামত নেই।[১৯] ঈদের ছালাতের জন্য মানুষকে ডাকাডাকি করা বিদআতের অন্তর্ভুক্ত।[২০]

(৪) জামাআতের পরে ঈদের ছালাতের খুৎবা হবে। জামাআতের পূর্বে কোনো খুৎবা প্রদানের বিধান শরীআতসম্মত নয়।[২১] ঈদের ছালাতের খুৎবা একটি।[২২] একটি খুৎবা প্রদানই ছহীহ হাদীছসম্মত।

১৩. আল-মু'জামুল কাবীর, হা/৯৫৩৮; দারাকুত্বনী, হা/১৭৫৬।
১৪. তাফসীরে কুরতুবী, ২/৩০৭, ৩/২-৪; বায়হাক্বী, ৩/৩১৬।
১৫. ইবনু আবেদীন, ১/৫৮৩।
১৬. যাদুল মা'আদ।
১৭. ছহীহ বুখারী, হা/৯৫৬; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৮৯।
১৮. আল-মুগনী, ২/২৩৫; ছহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১/৩১৮।
১৯. ছহীহ বুখারী, হা/৯৬০; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৮৬।
২০. ছহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১/৫৩৩।
২১. ছহীহ বুখারী, হা/৯৬২; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৮৪।

(৫) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে ঈদগাহে যাওয়ার সময় একটি লাঠি বা বল্লম নিয়ে যাওয়া হতো এবং ছালাত শুরু হওয়ার পূর্বে তা সুতরা হিসাবে ইমামের সামনে মাটিতে গেড়ে দেওয়া হতো।[২৩] ঈদের ছালাতের পূর্বে কোনো সুন্নাত কিংবা নফল ছালাত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আদায় করেননি।[২৪]

(৬) ঈদের জামাআত না পেলে দু'রাকআত ক্বাযা আদায় করতে হবে।[২৫]

(৭) ঈদের দিন ছাহাবায়ে কেরামের পরস্পর সাক্ষাৎ হলে বলতেন, تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ 'তাক্বাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকা'। অর্থাৎ 'আল্লাহ আমাদের ও আপনার পক্ষ হতে কবুল করুন!'[২৬]

(৮) দান-ছাদাক্বা করা ঈদের দিনের অন্যতম নফল ইবাদত। এদিনে দান-ছাদাক্বার গুরুত্ব এত বেশি যে, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজেই খুৎবা শেষ করে বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে নিয়ে মহিলাদের সমাবেশে গেলেন ও তাদেরকে দান-ছাদাক্বার নির্দেশ দিলেন। মহিলারা নেকীর উদ্দেশ্যে নিজেদের গয়না খুলে বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হাতে দান করলেন।[২৭]

**ঈদের ছালাতের তাকবীর সংখ্যা :**

ছহীহ বুখারী, ছহীহ মুসলিম ও সুনানে নাসাঈ ছাড়াও ১২ তাকবীরের পক্ষে অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে সরাসরি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও ছাহাবীগণ থেকে প্রায় অর্ধশতাধিক শুধু ছহীহ হাদীছই বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে ছয় তাকবীরের প্রমাণে সরাসরি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে একটি বর্ণনাও পাওয়া যায় না। অথচ এটিকে কেন্দ্র করে মুসলিম সমাজ আজ দ্বিধা বিভক্ত। নিম্নে কতিপয় দলীল প্রদত্ত হলো, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আছ রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى، وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا 'ঈদুল ফিত্বর-এর প্রথম

২২. ছহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১/৫৩৫।
২৩. ছহীহ বুখারী, পৃ. ১৩৩।
২৪. ছহীহ বুখারী, হা/৯৮৯; তিরমিযী, হা/৫৩৭।
২৫. ছহীহ বুখারী, ২/২৩।
২৬. তামামুল মিন্নাহ, ১/৩৫৪, সনদ হাসান।
২৭. ছহীহ বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, হা/১৪২৯।

রাকআতে সাত তাকবীর দিতে হবে এবং দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচ তাকবীর দিতে হবে। আর উভয় রাকআতে ক্বিরাআত পড়তে হবে তাকবীরের পর'।[২৮]

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا 'রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিত্বর ও ঈদুল আযহার ছালাতে (রুকূর দুই তাকবীর ছাড়া) প্রথমে সাত আর পরে পাঁচ তাকবীর দিতেন'।[২৯] ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'দুই ঈদের তাকবীর হবে— প্রথম রাকআতে সাত এবং দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচ'।[৩০] উক্ত হাদীছকে মুহাদ্দিছগণ ছহীহ বলেছেন।[৩১]

এছাড়াও আরও অনেক আছার বর্ণিত হয়েছে। যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-এর গোলাম নাফে' থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, شَهِدْتُ الْأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ 'আমি ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিত্বর-এর ছালাতে আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম। তিনি প্রথম রাকআতে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকআতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর দিলেন'।[৩২] ইমাম মালেক, ইমাম বুখারী, তিরমিযী, বায়হাক্বী, দারাকুত্বনী, আলবানী রাহিমাহুমুল্লাহ-সহ অন্যান্য মুহাদ্দিছ উক্ত আছারকে 'ছহীহ' বলেছেন।[৩৩] আম্মার ইবনু আবী আম্মার বর্ণনা করেন, أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً سَبْعًا فِي الْأُولَى وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ 'ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা ঈদের ছালাতে ১২ তাকবীর দিতেন। প্রথম রাকআতে সাত আর দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচ তাকবীর দিতেন'।[৩৪] ইমাম বায়হাক্বী ও আলবানী রাহিমাহুমাল্লাহ একে 'ছহীহ' বলেছেন।[৩৫]

**ঈদের ছালাত আদায়ের সংক্ষিপ্ত নিয়ম :**

ঈদের ছালাত দু'রাকআত।[৩৬] নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে হাত বাঁধতেন। অতঃপর ছানা পড়তেন।[৩৭] অতঃপর সূরা ফাতেহা পড়ার পূর্বেই এক এক করে মোট সাতটি তাকবীর দিতেন। প্রত্যেক দু'তাকবীরের মাঝে তিনি একটু চুপ থাকতেন। ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত অনুসরণের ক্ষেত্রে অধিক অগ্রগামী ছিলেন। তিনি প্রত্যেক তাকবীরের সাথে দু'হাত উঠাতেন এবং পরে আবার হাত বাঁধতেন।[৩৮] এভাবে সাতটি তাকবীর বলার পর নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা ফাতেহা পড়তেন। এরপর তিনি আরেকটি সূরা মিলাতেন। ঈদের ছালাতে সাধারণত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম রাকআতে সূরা ক্বাফ এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা আল-ক্বামার পড়তেন।[৩৯] অথবা প্রথম রাকআতে সূরা আল-আ'লা এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা আল-গাশিয়া পড়তেন। এরপর রুকূ ও সিজদা করতেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে প্রথম রাকআত শেষ করতেন। সিজদা থেকে উঠে তিনি দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাতেহা পড়ার পূর্বেই পরপর পাঁচটি তাকবীর দিতেন। অতঃপর সূরা ফাতেহা পড়ে তার সাথে আরেকটি সূরা মিলাতেন। এরপর রুকূ ও সিজদা করে শেষ বৈঠকের মাধ্যমে ছালাত শেষ করতেন। সালাম ফিরানোর পর তিনি একটি তীরের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ঈদের মাঠে মিম্বার নেওয়া হতো না।[৪০]

মহান রব্বুল আলামীন আমাদেরকে ঈদসহ সবক্ষেত্রে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত বাস্তবায়ন করার এবং যাবতীয় বিদআত পরিহার করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

২৮. আবূ দাঊদ, হা/১১৫১ ও ১১৫২, সনদ ছহীহ।
২৯. ইবনু মাজাহ, হা/১২৮০; আবূ দাঊদ, হা/১১৪৯, সনদ ছহীহ।
৩০. তারীখু ইবনু আসাকির, ১৫/১৬, হা/১১৫৩৫ ও ১১৫৩৬, (৫৪/৩৭৯), ২/১৬৫; তারীখে বাগদাদ, ২/৪১৩ (১০/১৬৪)।
৩১. তারীখু বাগদাদ, ২/৪১৩; ইরওয়াউল গালীল, ৩/১১০; ইবনু মাজাহ, হা/১০৬২।
৩২. আল-মুওয়াত্ত্বা, ১/১৮০ (১০৮-১০৯)।
৩৩. আল্লামা যায়লাঈ, নাছবুর রায়াহ (রিয়ায ছাপা : ১৯৭৩), ২/২১৮; তালখীছুল হাবীর, ২/২০১; ইরওয়াউল গালীল, ৩/১১০।
৩৪. ইবনু আবী শায়বা, ২/৮১; বায়হাক্বী, ৩/৪০৭, হা/৬১৮০।
৩৫. বায়হাক্বী, ৩/৪০৭; ইরওয়াউল গালীল, ৩/১১১।
৩৬. নাসাঈ, ৩/১৮৩; আহমাদ, ১/৩৭।
৩৭. ইবনু খুযায়মা।
৩৮. যাদুল মা'আদ, ১/৪৪১।
৩৯. ছহীহ মুসলিম, হা/৮৭৮,৮৯১; তিরমিযী, হা/৫৩৪।
৪০. যাদুল মা'আদ, ১/৪২৯।

# এপ্রিল ফুল : মুসলিম নিধনের করুণ ইতিহাস

*-মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ**

'রঙের লুটোপুটি আকাশের কাছে
অজানায় প্রতিদিন বাতাসে ওড়ে
স্মৃতির সারমর্ম ফেরি করে; অতঃপর
ঠোঁটের কোণায় মৃত্যুর মৌনতা
শিশিরে মুখরিত ঘাসের বুক
হামাগুড়ি দিয়ে সবুজ শহরে
লতাপাতায় অস্তগামী নির্জনতা।'

কবির কবিতা দিয়েই শুরু করছি আজকের লেখাটি। ইসলামের শাশ্বত সৌন্দর্য ও কল্যাণে আকৃষ্ট হয়ে বিশ্বের দেশে দেশে ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েমের যে জোয়ার উঠে সেই ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপের মাটিতেও।

অষ্টম শতাব্দীতে স্পেনে কায়েম হয় ইসলামী শাসন। মুসলিমদের নিরলস প্রচেষ্টায় স্পেন জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সভ্যতার ক্ষেত্রে বিস্ময়কর উন্নতি লাভ করে।

দীর্ঘ ৮০০ বছর একটানা অব্যাহত থাকে এ উন্নতির ধারা। স্পেনের ৮০০ বছরের গৌরবময় মুসলিম শাসনের শেষ অধ্যায়। অর্থসম্পদ, বিত্ত-বৈভবের অঢেল জোয়ার তখন স্পেনে। মুসলিমরা ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে ভুলে যায় কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা। নৈতিক অবক্ষয় ও অনৈক্য ধীরে ধীরে গ্রাস করে তাদের। এ দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে খ্রিষ্টানজগৎ। তারা মেতে ওঠে কুটিল ষড়যন্ত্রে।

সিদ্ধান্ত নেয়, স্পেনের মাটি থেকে মুসলিমদের উচ্ছেদ করতে হবে। এ চিন্তা নিয়েই পর্তুগীজ রাণী ইসাবেলা চরম মুসলিমবিদ্বেষী পার্শ্ববর্তী খ্রিষ্টান সম্রাট ফার্ডিনান্ডকে বিয়ে করে। বিয়ের পরে দুজন মিলে নেতৃত্ব দেয় মুসলিম নিধনের। অন্যান্য খ্রিষ্টান রাজাও এগিয়ে আসে তাদের সহযোগিতায়। চক্রান্ত করে স্পেনের যুবরাজকে হাত করে নেয় তারা। এরপর শুরু হয় তাদের স্পেন থেকে মুসলিম নিধনের অভিযান।

হাজার হাজার নারী-পুরুষকে হত্যা করে, গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে উল্লাস করতে করতে ছুটে আসে তারা শহরের দিকে। অবশেষে একদিন সম্মিলিত বাহিনী এসে পৌঁছে রাজধানী গ্রানাডায়।

একদিন টনক নড়ে মুসলিম বাহিনীর। তারা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। মুসলিমদের গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াতে দেখেই ভড়কে যায় সম্মিলিত খ্রিষ্টান বাহিনী। শহরের বাইরে দাঁড়িয়ে আল-হামরা মিনারের দিকে লোভাতুর দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে রাজা ফার্ডিনান্ড ও রাণী ইসাবেলা। কখনো সম্মুখযুদ্ধে মুসলিমদের পরাজিত করতে পারেনি বলে ধূর্ত ফার্ডিনান্ড পা বাড়ায় ভিন্নপথে। প্রথমেই গ্রানাডার আশপাশের সব শস্যখামার জ্বালিয়ে দেয়। আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয় শহরের খাদ্য সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র ভেগা উপত্যকা। দ্রুত দুর্ভিক্ষ নেমে আসে শহরে। বিপদ যখন প্রকট আকার ধারণ করল, তখন প্রতারক ফার্ডিনান্ড ঘোষণা করল, মুসলিমরা যদি শহরের প্রধান ফটক খুলে দিয়ে নিরস্ত্র অবস্থায় মসজিদে আশ্রয় নেয়, তবে তাদের বিনা রক্তপাতে মুক্তি দেওয়া হবে।

সেদিন ছিল ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দের পহেলা এপ্রিল। দুর্ভিক্ষতাড়িত গ্রানাডাবাসী অসহায় নারী ও মা'ছূম বাচ্চাদের করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে খ্রিষ্টানদের আশ্বাসে বিশ্বাস করে খুলে দেয় শহরের প্রধান ফটক। সবাইকে নিয়ে আশ্রয় নেয় আল্লাহর ঘর পবিত্র মসজিদে।

শহরে প্রবেশ করে খ্রিষ্টান বাহিনী মুসলিমদেরকে মসজিদের ভেতর আটকে রেখে প্রতিটি মসজিদে তালা লাগিয়ে দেয়। এরপর শহরের সমস্ত মসজিদে একযোগে আগুন লাগিয়ে বর্বর উল্লাসে মেতে ওঠে হায়েনারা। লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ, শিশু অসহায় আর্তনাদ করতে করতে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারায় মসজিদের ভেতর।

প্রজ্বলিত অগ্নিশিখায় দগ্ধ অসহায় মুসলিমদের আর্তচিৎকারে যখন গ্রানাডার আকাশ-বাতাস ভারী ও শোকাতুর করে তুললো তখন রাণী ইসাবেলা ক্রুর হাসি হেসে বলতে লাগল, "হায়! 'এপ্রিলের বোকা'। শত্রুর আশ্বাসে কেউ বিশ্বাস করে?" সেই থেকে খ্রিষ্টানজগৎ প্রতিবছর পহেলা এপ্রিল আড়ম্বরের সাথে পালন করে আসছে 'April Fool' নামে এপ্রিলের বোকা উৎসব।

কিন্তু খুবই পরিতাপের বিষয় হলেও সত্য যে, আজও মুসলিমরা জানে না প্রতারক খ্রিষ্টানদের এই ন্যক্কারজনক কর্মকাণ্ডের ইতিকথা। প্রতিবছর পহেলা এপ্রিলে অজ্ঞতা ও অশিক্ষার কারণে পাশ্চাত্য দেশগুলোর অনুকরণে হাসি-তামাসায় মেতে ওঠে আমাদের দেশে অনেকে। যেমন— খালি খামের উপর ঠিকানা লিখে চিঠি পোস্ট করে, মিথ্যা টেলিফোন করে, মিথ্যা কথা বলে বিভিন্ন হয়রানিমূলক প্রতারণা করে। এটা নিতান্তই আত্মপ্রবঞ্চনা ও অজ্ঞতার পরিচয়। অতএব, আসুন! এই বিয়োগান্তক নিষ্ঠুর ঘটনাবলির দিনটির কথা অনুধাবন করে তাদের জন্য মাগফেরাত কামনা করি এবং তুলে ধরি নতুন প্রজন্মের কাছে নির্মম ঘটনার সঠিক ও নির্ভুল তথ্য।

**তথ্যসূত্র :**

১. নৈঃশব্দের নিঃসঙ্গ বয়ান, কাব্যগ্রন্থ।
২. ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতিকেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত লিফলেট।
৩. ইসলামিক ডায়রী, মোহাম্মদ নজরুল খান আল মারুফ।

* মুহিমনগর, চৈতনখিলা, শেরপুর।

# পহেলা বৈশাখ : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

-আবূ লাবীবা মুহাম্মাদ মাকছুদ*

আলোয় ভুবন জাগলো যখন
নতুন বছর সুস্বাগতম।
নীড়ের পাখি, উঠলো ডাকি
পাখপাখালির ডাক।
বছর বাদে আসলো ফিরে—
পয়লা এ বৈশাখ।

পহেলা বৈশাখ বা পয়লা বৈশাখ (বাংলা পঞ্জিকার প্রথম মাস বৈশাখের ১ তারিখ) বঙ্গাব্দের প্রথম দিন, তথা বাংলা নববর্ষ বা رأس السنة البنغالية বা New Year's day বা বর্ষবরণ বা نيروز এই শব্দগুলো নতুন বছরের আগমন এবং এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত উৎসব-অনুষ্ঠানাদিকে ইঙ্গিত করে। দিনটি বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গে নববর্ষ হিসেবে বিশেষ উৎসবের সাথে পালিত হয়। ত্রিপুরায় বসবাসরত বাঙালিরাও এই উৎসবে অংশ নিয়ে থাকে। পহেলা বৈশাখ বাংলাদেশে জাতীয় উৎসব হিসেবে পালিত হয়ে থাকে। সে হিসেবে এটি বাঙালিদের একটি সার্বজনীন লোকউৎসব হিসাবে বিবেচিত।[১] এতদুপলক্ষ্যে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, হাসিঠাট্টা ও আনন্দ-উল্লাস, সাজগোজ করে নারীদের অবাধ বিচরণ ও সৌন্দর্যের প্রদর্শনী, রাতে অভিজাত এলাকার ক্লাব ইত্যাদিতে মদ্যপান তথা নাচানাচি, পটকা ফুটানো, শাখা-সিঁদুরের রঙে (সাদা ও লাল) পোশাক পরিধান, বিয়ের মিথ্যা সাজে দম্পত্তি সাজিয়ে বর-কনের শোভাযাত্রা, মূর্তির (কুমির, প্যাঁচা, বাঘ ইত্যাদির মুখোশ) প্রদর্শনী, উল্কি আঁকা, মঙ্গল শোভাযাত্রার মাধ্যমে পয়লা বৈশাখ উদযাপন করছে। নববর্ষ উদযাপনে তাদের আনন্দ-ফূর্তি ক্রমেই যেন সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে। বাংলা নববর্ষের নামে পৌত্তলিকতার প্রচার-প্রসার করা হচ্ছে, আর বলা হচ্ছে এটাই নাকি বাংলার সংস্কৃতি! আজ থেকে ৩৫ বছর আগে তা এমন ছিল না। যদি এটা বাংলা সংস্কৃতি হয়, তাহলে ৩৫ বছর আগে কেন ছিল না?

আসল কথা হলো, মঙ্গল শোভাযাত্রা কোনো কালেই বাংলাদেশের বা বাঙালির ঐতিহ্য ছিল না। বরং এটা ছিল প্রেসিডেন্ট এরশাদের বিরুদ্ধে একটি রাজনৈতিক কৌশলের অংশ মাত্র। যাকে সংস্কৃতির লেবাস পরিয়ে চারুকলা ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে ঢাকায় প্রথম চালু করা হয়। মঙ্গল শোভাযাত্রা পুরোটাই হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষঙ্গ। কেননা হিন্দু ধর্ম মতে, অসুরকে দমন করে দেবী দুর্গা। আর মঙ্গল শোভাযাত্রায় অসুর থেকে মঙ্গল কামনা করা হয়। তাদের মতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছে অশুভ শক্তিকে বিনাশ করতে। তাই হিন্দুরা অশুভ তাড়াতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনে তথা জন্মাষ্টমীতে প্রতি বছর সারা দেশে মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজন করে। পশ্চিমবঙ্গের বরোদা আর্ট ইন্সটিটিউটের ছাত্র তরুণ ঘোষ ১৯৮৯ সালে এদেশে চারুকলা ইন্সটিটিউটের কাঁধে ভর করে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের উপর এটা চাপিয়ে দেয়। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বা পরবর্তী সময়ে চারুকলা থেকে বের হওয়া ছাড়া এর অন্য কোনো উদাহরণ নেই। এখনও ধর্মনিরপেক্ষ ও কিছু গা ভাসানো লোক এবং মিডিয়া ও পত্রিকার পৃষ্ঠা ছাড়া দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে এর জন্য তেমন কোনো আবেগ নেই। আর আবেগ হলেই সেটা ইসলামে গ্রহণযোগ্য হবে, এমনটি নয়। বরং ইসলাম বৈরীদের নিয়ন্ত্রিত মিডিয়াসমূহের বদৌলতে হিন্দুদের বহুবিধ পূজা এখন এদেশে বাঙালি সংস্কৃতি বলে চালানো হচ্ছে। বর্ষবরণ অনুষ্ঠান সেসবেরই অন্যতম। হিন্দু পুরাণে বর্ণিত দেব-দেবীদের বিভিন্ন বাহনের মূর্তিসমূহ নিয়ে এই শোভাযাত্রা হয়ে থাকে। যেমন গণেশের বাহন ইঁদুর, কার্তিকের বাহন ময়ূর, সরস্বতীর বাহন হাঁস, লক্ষ্মীর বাহন বা মঙ্গলের প্রতীক হলো প্যাঁচা, বিষ্ণুর বাহন ঈগল, দুর্গার বাহন সিংহ-বাঘ, মৃত্যুদেবীর বাহন মহিষ, শিবের বাহন খ্যাপা ষাঁড় ইত্যাদি সবই হিন্দুদের বিভিন্ন বিশ্বাসেরই উপাত্ত। হিন্দুধর্মের প্রধান সৌর দেবতা হলো সূর্য। শোভাযাত্রায় বহনকৃত সকল মুখোশ ও মূর্তিই হিন্দুধর্মের বিভিন্ন বিশ্বাসের প্রতীক।

পক্ষান্তরে ইসলামে ছবি-মূর্তি হারাম। এছাড়া প্রাচীনকালের ন্যায় শয়তানের উপাসনা কল্পনা করে রাক্ষস-খোক্কসের মুখোশ পরিধান করে সেগুলোকে খুশী করা হয়, যাতে শয়তান কোনো অমঙ্গল না ঘটায়। এই শোভাযাত্রায় এভাবে নতুন বছরে মঙ্গল কামনা করা হয়। সুতরাং এই পৌত্তলিক শোভাযাত্রা

* শিক্ষক, মাদরাসা ইশাআতুল ইসলাম আস-সালাফিয়্যাহ, রাণীবাজার, রাজশাহী।

১. সমবারু চন্দ্র মহন্ত (২০১২)। 'পহেলা বৈশাখ'। বাংলাপিডিয়া : বাংলাদেশের জাতীয় বিশ্বকোষ (২য় সংস্করণ)। ঢাকা, বাংলাদেশ : বাংলাপিডিয়া ট্রাস্ট, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

নিঃসন্দেহে মুসলিমদের ঈমান-আক্বীদার বিরোধী, অসামঞ্জস্যপূর্ণ; কুফর ও শিরকে পরিপূর্ণ। বৈশাখ বরণের নামে এসব অনুষ্ঠান কখনো মুসলিম সংস্কৃতির অংশ নয়; হতে পারে না। বর্ষবরণের এই অপসংস্কৃতির থাবায় পড়ে কত তরুণ-তরুণী যে জীবনের সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলেছে। কত মায়ের সন্তান যে মুশরিকত্ব বরণের উৎসবে আটকা পড়েছে। ধর্মহীনতার চোরাবালিতে তারা তলিয়ে যাচ্ছে। তা একটু ভেবে দেখা দরকার। কেননা মুসলিমরা একমাত্র আল্লাহর কাছেই মঙ্গল কামনা করেন ও তাঁর কাছেই প্রার্থনা করেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ 'আর যদি আল্লাহ তোমাকে কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী আর কেউ নেই। পক্ষান্তরে যদি তোমার কল্যাণ করেন। তবে তিনি তো সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান' *(আল-আনআম, ৬/১৭)*। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহর হাতেই সকল ক্ষমতা, আল্লাহই রাত ও দিন পরিবর্তন করেন'।[২] এর বিপরীত হলো শিরক। যার পাপ আল্লাহ কখনো ক্ষমা করেন না। অথচ একদল বোকা মানুষ তথাকথিত একদল মূর্খের দল মঙ্গল শোভাযাত্রার নামে আল্লাহর সাথে শিরকে লিপ্ত হচ্ছে এবং অন্যকে শিরক করাচ্ছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ 'নিশ্চয়ই যে কেউই আল্লাহর অংশীদার স্থির করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন, আর তার বাসস্থান হবে অগ্নি এবং যালেমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই' *(আল-মায়েদা, ৫/৭২)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ 'যদি তুমি আল্লাহর সাথে শরীক করতে, তাহলে অবশ্যই তোমার আমল নিষ্ফল হয়ে যেত এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হতে' *(আয-যুমার, ৩৯/৬৫)*।

তাছাড়াও আমাদের এ জীবন নিছক আনন্দ-উল্লাস কিংবা ভোগবিলাসে কাটিয়ে দেওয়ার জন্য নয়। এ জীবনের নির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য রয়েছে এবং একদিন তার পূর্ণাঙ্গ হিসাব দিতে হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ 'জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে' *(আয-যারিয়াত, ৫১/৫৬)*। আর উৎসব সাধারণত একটি জাতির ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে সম্পৃক্ত হয়। উৎসবের উপলক্ষ্যগুলো খোঁজ করলে পাওয়া যাবে উৎসব পালনকারী জাতির নিজ ধর্মীয় অনুভূতি, সংস্কার ও ধ্যানধারণার ছোঁয়া। যেমন, খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের বড়দিন তাদের বিশ্বাস মতে স্রষ্টার পুত্রের জন্মদিন। মধ্যযুগে ইউরোপীয় দেশগুলোতে জুলিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী নববর্ষ পালিত হতো ২৫শে মার্চ এবং তা পালনের উপলক্ষ্য ছিল এই যে, ঐ দিন খ্রিষ্টীয় মতবাদ অনুযায়ী মাতা মেরীর নিকট ঐশী বাণী প্রেরিত হয় এই মর্মে যে, মেরী ঈশ্বরের পুত্রের জন্ম দিতে যাচ্ছেন। পরবর্তীতে ১৫৮২ সালে গ্রেগরীয়ান ক্যালেন্ডারের সূচনার পর রোমক ক্যাথলিক দেশগুলো পয়লা জানুয়ারি নববর্ষ উদযাপন করা আরম্ভ করে। ঐতিহ্যগতভাবে এই দিনটি একটি ধর্মীয় উৎসব হিসেবেই পালিত হতো। ইয়াহূদীদের নববর্ষ 'রোশ হাশানাহ' ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত ইয়াহূদীদের ধর্মীয় পবিত্র দিন সাবাত হিসেবে পালিত হয়। এমনিভাবে প্রায় সকল জাতির উৎসব-উপলক্ষ্যের মাঝেই ধর্মীয় চিন্তাধারা খুঁজে পাওয়া যাবে। আর এজন্যই ইসলামে নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম পরিষ্কারভাবে মুসলিমদের উৎসবকে নির্ধারণ করেছেন। ফলে অন্যদের উৎসব মুসলিমদের সংস্কৃতিতে প্রবেশের কোনো সুযোগ নেই। নববর্ষ আরবী হোক, বা বাংলা হোক, বা ইংরেজি, তা পালন করা বৈধ নয়। এ ব্যাপারে কয়েকজন যুগশ্রেষ্ঠ বিদ্বানের বক্তব্য নিম্নরূপ—

১. ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা বলেছেন, مَنْ مَرَّ بِبِلَادِ الْأَعَاجِمِ فَصَنَعَ نَيْرُوزَهُمْ وَمَهْرَجَانَهُمْ وَتَشَبَّهَ بِهِمْ حَتَّى يَمُوتَ وَهُوَ كَذَلِكَ حُشِرَ مَعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'যে ব্যক্তি (অগ্নিপূজক) পারসিকদের দেশে গমন করে, অতঃপর তাদের নওরোজ (নববর্ষ) ও মেহেরজান (উৎসবের দিবস) পালন করে, আর তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে এবং এ অবস্থাতেই মারা যায়, তাহলে ক্বিয়ামতের দিন তার হাশর তাদের সাথেই হবে'।[৩]

২. সঊদী আরবের ইলমী গবেষণা ও ফতওয়া প্রদানের স্থায়ী কমিটি (সঊদী ফতওয়া বোর্ড) প্রদত্ত ফতওয়ায় বলা হয়েছে, لا تجوز التهنئة بالسنة الهجرية الجديدة؛ لأن الاحتفاء بها غير مشروع 'হিজরী নববর্ষ উপলক্ষ্যে মুবারকবাদ জানানো

২. ছহীহ বুখারী, হা/৪৮২৬।

৩. বায়হাক্বী, ৯/২৩৪, গৃহীত : ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ, আহকামু আহলিয যিম্মাহ, পৃ. ১২৪৮; ইমাম ইবনু তায়মিয়্যা ও ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।

জায়েয নয়। কেননা নববর্ষকে অভ্যর্থনা জানানো শরীআতসম্মত নয়’।[৪]

৩. ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ছালেহ আল-উছায়মীন রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ليس من السنة أن نحدث عيدا لدخول السنة الهجرية أو نعتاد التهاني ببلوغه ‘হিজরী নববর্ষের আগমন উপলক্ষ্যে উৎসব করা কিংবা নববর্ষের দিবস উপলক্ষ্যে পরস্পরকে সম্ভাষণ জানানোর রীতি চালু করা সুন্নাহবহির্ভূত কর্ম’।[৫]

ইসলামী শরীআত মুসলিমদের জন্য স্রেফ দুটি ঈদ (উৎসব) নির্ধারণ করেছে। তাই এই দুই উৎসব ব্যতীত অন্য কোনো উৎসব পালন করা মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনায় পৌঁছে দেখতে পান যে, সেখানকার অধিবাসীরা দুইটি দিন (নওরোজ ও মেহেরজান) খেলাধুলা ও আনন্দ-উৎসব করে থাকে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, এই দুটি দিন কীসের? তারা বলে, জাহেলী যুগে আমরা এই দুই দিন খেলাধুলা ও উৎসব করতাম। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে এই দুই দিনের পরিবর্তে অন্য দুটি উত্তম দিন দান করেছেন। আর তা হলো, ঈদুল আযহা (কুরবানীর ঈদ) এবং ঈদুল ফিত্বর (রামাযানের ঈদ)’।[৬]

আল্লাহ তাআলা মুসলিমদেরকে দুটি দিবস নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যে দুটি দিবসে তারা উৎসব পালন করবে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তো বলতে পারতেন যে, তোমাদের দুই দিন থাক। সাথে এই দুই দিনকে গ্রহণ করো। কিন্তু তিনি তা বলেননি। কারণ ইসলাম এসেছে জাহেলিয়াতকে অপসৃত করতে। ইসলাম চায় জাহেলিয়াতের অপনোদন। ইসলাম আর জাহেলিয়াত কখনো এক হতে পারে না। এই হাদীছ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, মুসলিমদের জীবনে এই দুটি দিবস ছাড়া অন্য কোনো দিবস থাকতে পারে না। সুতরাং নববর্ষ পালন করা ইসলামী শরীআতের দৃষ্টিতে অবৈধ।[৭]

নতুন বছর নতুন কল্যাণ বয়ে আনে, দূরীভূত হয় পুরোনো কষ্ট ও ব্যর্থতার গ্লানি– এধরনের কোনো তত্ত্ব ইসলামে আদৌ সমর্থিত নয়, বরং নতুন বছরের সাথে কল্যাণের শুভাগমনের ধারণা আদিযুগের প্রকৃতিপূজারি মানুষের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধ্যানধারণার অবশিষ্টাংশ। ইসলামে এ ধরনের কুসংস্কারের কোনো স্থান নেই। বরং মুসলিমের জীবনে প্রতিটি মুহূর্তই পরম মূল্যবান হীরকখণ্ড, হয় সে এই মুহূর্তকে আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় করে আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয় করবে, নতুবা আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ে শাস্তির যোগ্য হয়ে উঠবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বছরের প্রথম দিনের কোনো বিশেষ তাৎপর্য নেই। আর তাই তো ইসলামে হিজরী নববর্ষ পালনের কোনো প্রকার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। না কুরআনে এর কোনো নির্দেশ এসেছে, না হাদীছে এর প্রতি কোনো উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, না ছাহাবীগণ এরূপ কোনো উপলক্ষ্য পালন করেছেন। এমনকি পয়লা মুহাররমকে নববর্ষের সূচনা হিসেবে গণনা করা শুরুই হয় নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর মৃত্যুর বহু পরে, উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লা-হু আনহু -এর আমলে। এ থেকে বোঝা যায় যে, নববর্ষ উদযাপন ইসলামের দৃষ্টিতে কতটা তাৎপর্যহীন, এর সাথে জীবনে কল্যাণ-অকল্যাণের গতি প্রবাহের কোনো দূরতম সম্পর্কও নেই, আর সেক্ষেত্রে ইংরেজি বা অন্য কোনো নববর্ষের কিই-বা তাৎপর্য থাকতে পারে ইসলামে?

কেউ যদি এই ধারণা পোষণ করে যে, নববর্ষের প্রারম্ভের সাথে কল্যাণের কোনো সম্পর্ক রয়েছে, তবে সে শিরকে লিপ্ত হলো অর্থাৎ আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করল। যদি সে মনে করে যে আল্লাহ এই উপলক্ষ্যের দ্বারা মানবজীবনে কল্যাণ বর্ষণ করেন তবে সে ছোট শিরকে লিপ্ত হলো। আর কেউ যদি মনে করে যে নববর্ষের আগমনের এই ক্ষণটি নিজে থেকেই কোনো কল্যাণের অধিকারী, তবে সে বড় শিরকে লিপ্ত হলো, যা তাকে ইসলামের গণ্ডির বাইরে নিয়ে গেল। আর এই শিরক এমন অপরাধ যে, শিরকের উপর কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে চিরতরে হারাম করে দিবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। নববর্ষ উদযাপনের সাথে মঙ্গলময়তার এই ধারণার সম্পর্ক রয়েছে বলে কোনো কোনো সূত্রে দাবি করা হয়, যা কিনা অত্যন্ত দুশ্চিন্তার বিষয়। মুসলিমদেরকে এ ধরনের কুসংস্কার ঝেড়ে ফেলে ইসলামের

---

৪. ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা, ফতওয়া নং ২০৭৯৫, গৃহীত : sahab.net.

৫. আয-যিয়াউল লামি, পৃ. ৭০২, গৃহীত : sahab.net.

৬. আবূ দাঊদ, হা/১১৩৪, সনদ ছহীহ।

৭. ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আলী ইবনু আদম আল-আসয়ূবী হাফিযাহুল্লাহ, শারহু সুনানিন নাসাঈ (যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতাবা), [দারু আলি বারূম, ১ম প্রকাশ, মক্কা কর্তৃক প্রকাশিত : ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি.], ১৭/১৫৩-১৫৪।

যে মূলতত্ত্ব, সেই তাওহীদ বা একত্বের উপর পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। ইসলাম ধর্ম ব্যতীত বর্তমান যুগে যত ধর্ম আছে, সব বাতিল ধর্ম। এগুলো আল্লাহর নিকটবর্তী করে না বরং আল্লাহর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِى أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِىٌّ وَلاَ نَصْرَانِىٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ‘সে সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! ইয়াহূদী হোক আর খ্রিষ্টান হোক, যে ব্যক্তিই আমার এ রিসালাতের খবর শুনেছে অথচ আমার রিসালাতের উপর ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করবে, সে অবশ্যই জাহান্নামী হবে’।[৮]

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, তাঁর উম্মাহর একটি দল আল্লাহর শত্রু ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানের অনুসরণ করবে। যেমন আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ ‘অবশ্যই অবশ্যই তোমরা তোমাদের আগের লোকদের রীতিনীতি বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে অনুকরণ করবে। এমনকি তারা যদি সাপের গর্তে ঢুকে, তাহলে তোমরাও তাদের অনুকরণ করবে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এরা কি ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টান? তিনি বললেন, তবে আর কারা?’[৯]

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, বর্তমানে নববর্ষ উদযাপনের মাধ্যমে মুসলিম যুবক-যুবতিরা হিন্দু/খ্রিষ্টানদের অনুসরণ করছে। এমনকি তথাকথিত সুশীল সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠরাও এ থেকে পিছিয়ে নেই। *ওয়াল্লাহুল মুস্তাআন।*

প্রতিটি পরিবারের প্রধানের এ বিষয়টি নিশ্চিত করা উচিত যে, তার পুত্র, কন্যা, স্ত্রী কিংবা অধীনস্থ অন্য কেউ যেন নববর্ষের কোনো অনুষ্ঠানে যোগ না দেয়। এছাড়া ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকে তার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, সহপাঠী, সহকর্মী ও পরিবারের মানুষকে উপদেশ দেবেন এবং নববর্ষ পালনের সাথে কোনোভাবে সম্পৃক্ত হওয়া থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করবেন। আপনার সচেতনতার অভাবে যদি আপনার সন্তান নষ্ট হয়, তবে আপনি ব্যর্থ অভিভাবক। জেনে রাখুন! রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ‘তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে’।[১০]

প্রিয় তরুণ-তরুণী ভাই-বোন! নিজেকে অবমূল্যায়ন করবেন না। আপনার মতো যুবকের হাতে ইসলাম শক্তিশালী হয়েছে। আপনার মতো তরুণীরা কত পুরুষকে দ্বীনের পথে অবিচল থাকতে সাহস জুগিয়েছে। আপনার বয়সে মুছ‘আব ইবনু উমাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু গিয়েছেন উহুদ যুদ্ধে শহীদ হতে। সুতরাং আসুন! সেদিন আসার আগেই আমরা সচেতন হয়। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তাওফীক্ব দান করুন এবং কল্যাণ ও শান্তি বর্ষিত হোক নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর, তাঁর পরিবার ও ছাহাবীগণের উপর। আল্লাহর বাণী, ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ ‘আর তোমরা তোমাদের রবের ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও, যার পরিধি আসমান ও জমিনব্যাপী, যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহভীরুদের জন্য’ *(আলে ইমরান, ৩/১৩৩)*। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন- আমীন!

মৌচাক মধু

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন-০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

মৌচাক মধু কালোজিরা ও জয়তুন তেল পাইকারী বিক্রয় করা হয়।

মৌচাক মধু কালোজিরার তেল ১০০% খাঁটি ১০০% গ্যারেন্টি ভেজাল প্রমানে দশ হাজার টাকা পুরস্কার

বি.এস.টি.আই অনুমোদিত

লাইসেন্স নং রাজশাহী-৫৫১৮

যোগাযোগ

প্রত্যাশা লাইফ এন্টারপ্রাইজ
শালবাগান, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

প্রত্যাশা এন্টারপ্রাইজ
প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ
মোবাইল : ০১৭১৪-৯২৯৯৭৭

দেশের প্রতিটি জেলা, উপজেলাও বিভাগীয় শহরে ডিলারশীপ দেওয়া হচ্ছে।

---

৮. ছহীহ মুসলিম, হা/৪০৩।

৯. ছহীহ বুখারী, হা/৭৩২০; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৬৯।

# রাবী পরিচিতি-৮ : ইবনু হুবায়রা রাহিমাহুল্লাহ

-আল-ইতিছাম ডেস্ক

**উপক্রমণিকা :** হাদীছের রাবীগণ হলেন অতন্দ্র প্রহরী। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও গবেষণার ফসল আজ আমাদের হাতে। তাদেরকে ছাড়া হাদীছকে খুঁজে পাওয়া আমাদের জন্য সম্ভব ছিল না। যত জন ছিক্বাহ বা নির্ভরযোগ্য রাবী রয়েছেন, তাদের মধ্যে একজন হলেন ইবনু হুবায়রা রাহিমাহুল্লাহ। নিচে তার সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো-

**নাম ও জন্ম :** তার পুরো নাম হলো— আব্দুল্লাহ ইবনু হুবায়রা ইবনে আসআদ। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু হুবায়রা সাবাঈ নামে পরিচিত। উপনাম হলো আবূ হুবায়রা। আর উপাধি হলো ইবনু হুবায়রা। তিনি একজন মিসরী ছিলেন। তিনি সানাতুল জামাআহ-এর বছরে জন্মগ্রহণ করেছেন।[১] অর্থাৎ সেটি হলো ৪১ হিজরী। যে হিজরীতে হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মধ্যে সন্ধি সম্পাদিত হয়েছিল।

**যারা তাকে ছিক্বাহ বলেছেন :** তিনি সকলের মতে ছিক্বাহ ছিলেন। তিনি ছহীহ মুসলিমের রাবী ছিলেন। অসংখ্য ইমাম তাকে ছিক্বাহ বলেছেন। তার ছিক্বাহ হওয়ার বিষয়টি এতটাই প্রসিদ্ধ যে, একাধিক ইমামের মন্তব্য নিয়ে আসা নিষ্প্রয়োজন।

**তার বর্ণিত একটি হাদীছ নিম্নরূপ :**

ইমাম ত্বাবারানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي ابْنُ هُبَيْرَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيُّ وَكَانَ مُسْتَجَابًا أَنَّهُ أُمِّرَ عَلَى جَيْشٍ فَدَرَّبَ الدُّرُوبَ فَلَمَّا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَالَ لِلنَّاسِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَجْتَمِعُ مَلَأٌ فَيَدْعُو بَعْضُهُمْ وَيُؤَمِّنُ سَائِرُهُمْ إِلَّا أَجَابَهُمُ اللهُ.

(ত্বাবারানী বলেন) আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন বিশর ইবনু মূসা। (তিনি বলেছেন) আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন আবূ আব্দুর রহমান আল-মুক্বরী। (তিনি বলেছেন) আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন ইবনু লাহীআহ রাহিমাহুল্লাহ। (তিনি বলেছেন) আমাকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন ইবনু হুবায়রা রাহিমাহুল্লাহ হাবীব ইবনু মাসলামা ফিহরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে। যিনি একজন মুসতাজাবুদ দাওয়া ছিলেন। একদা তাকে (হাবীব ইবনু মাসলামাকে) একটি বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করা হয়। যখন তিনি শত্রুর সম্মুখীন হলেন তখন তিনি লোকদেরকে বললেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন যে, 'যদি কোনো দল একত্র হয়, তারপর তাদের মধ্য হতে কোনো একজন দু'আ করে এবং অবশিষ্টরা আমীন বলে; তখন আল্লাহ তাআলা তা কবুল করেন'।[২]

**তাহক্বীক্ব :** এ হাদীছের রাবীগণ সকলেই গ্রহণযোগ্য। তবে এখানে একটি গোপন ত্রুটি রয়েছে। তা হলো, এ সনদের রাবী ইবনু হুবায়রা রাহিমাহুল্লাহ ছাহাবী হাবীব ইবনু মাসলামা ফিহরীকে পাননি। সুতরাং এ হাদীছটির সনদ মুনক্বাতে'। তিনি ৪১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে তার মৃত্যুর এক বছর পর ছাহাবী হাবীব ইবনু মাসলামা মারা গিয়েছেন।

উল্লেখ্য, ছাহাবী হাবীব ইবনু মাসলামা রাযিয়াল্লাহু আনহু ৪২ হিজরীতে ৫০ বছর বয়সে মারা গিয়েছেন।[৩]

উল্লিখিত কারণে ইমাম নাছিরুদ্দীন আলবানী রাহিমাহুল্লাহ এ হাদীছটির সনদকে মুনক্বাতে' আখ্যা দিয়েছেন।[৪] বলাবাহুল্য, শায়খ আলবানী রাহিমাহুল্লাহ-এর এ তাহক্বীক্বটি শতভাগ সঠিক ও গ্রহণযোগ্য।

**মৃত্যু :** তিনি ১২৬ হিজরীতে মারা গিয়েছেন।[৫]

**উপসংহার :** যদিও ইবনু হুবায়রা রাহিমাহুল্লাহ একজন ছিক্বাহ রাবী ছিলেন। তথাপি তার বর্ণিত উপরিউক্ত হাদীছটি যঈফ। কেননা এখানে সনদের মধ্যে ইনক্বেতা' রয়েছে। সুতরাং এ হাদীছটি দিয়ে মুনাজাতের পক্ষে দলীল পেশ করা ঠিক নয়। আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

১. তাহযীবুত তাহযীব, রাবী নং ১২১।

২. ত্বাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর, হা/৩৫৩৬; মুসতাদরাক হাকেম, হা/৫৪৭৮।

৩. আবূ নুআঈম, মা'রেফাতুছ ছাহাবা, ক্রমিক নং ২১৫০।

৪. সিলসিলা যঈফা, হা/৫৯৬৮।

৫. তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৩৬৭৮।

# নারীদের ছিয়াম

-সাঈদুর রহমান*

রামাযানের আগমনের অপেক্ষায় কিছু নারী মুখিয়ে থাকে। কীভাবে এই মহিমান্বিত মাসটির যথাযথ কদর করা যায় এই চিন্তায় কয়েক মাস আগ থেকেই বিভোর থাকে। হ্যাঁ, ওই সকল প্রিয় বোনের জন্যই আজকের এই লেখাটা। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ 'নারীরা তো পুরুষের ন্যায় (বিধানের ক্ষেত্রে)'।[১]

পুরুষরা যেমন তাদের উপর ধার্যকৃত ছিয়াম পালন করতে বাধ্য, অনুরূপ নারীরাও। কিন্তু নারীরা কিছু শারীরিক সমস্যার কারণে পুরুষদের ন্যায় গোটা মাস একাধারে ছিয়াম রাখতে পারে না। অবশ্যই এতে নারীদের কোনো দোষ নেই। মহান আল্লাহই এটা তাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ 'হে মুমিনগণ! তোমাদের পূর্বের জাতিদের ন্যায় তোমাদের উপরও ছিয়াম ফরয করা হয়েছে, যাতে তোমরা মুত্তাক্বী হতে পার' *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৩)*।

এই আয়াতের পর্যায়ভুক্ত নারী-পুরুষ সকলে। নারীরা যখন সুস্থ থাকবে অর্থাৎ তাদের পিরিয়ড বা প্রসূতির সময় থাকবে না, তখন পুরুষদের মতো ছিয়াম রাখবে। নারী-পুরুষের ছিয়ামের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। সব ইবাদতের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমান। অবশ্য কিছু ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে।

রামাযানের দিনের বেলা পুরুষরা যেমন অশ্লীলতা, পাপাচার, অহেতুক কথাবার্তা, কাজ-কর্ম ও গান-বাজনা থেকে দূরে থাকবে, অনুরূপ নারীরাও। তবে একটা কথা বড্ড তিক্ত মনে হলেও সত্য— তা হলো রামাযানের দিনে আছরের ছালাতের আগ পর্যন্ত মোটামুটি সকল নারী অবসর থাকে। ইফতারের জোগাড় ব্যস্ততা শুরু হয় আছরের পর থেকে। আছরের আগ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়টাতে কিছু নারী গীবত, পরনিন্দার পসরা সাজিয়ে থাকে। প্রিয় বোন! দেখুন আপনার সম্পর্কে আপনার নবী কী বলেছেন, مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ 'যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও সে অনুযায়ী আমল বর্জন করেনি, তার এ পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই'।[২]

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এতদিন আপনি এই হাদীছটা জানতেন না বিধায় পরনিন্দায় মজে ছিলেন। সুতরাং আজ থেকে আর অপলাপ করবেন না।

পিরিয়ডের সময় নারীরা ছিয়াম রাখবে না। রামাযান শেষ হলে সারা বছরের মাঝে যেকোনো সময় রাখতে পারবে। তবে আমরা মনে করি যত তাড়াতাড়ি করা যায়, তত তাড়াতাড়ি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে। তাই উচিত হবে যত দ্রুত সম্ভব ক্বাযা আদায় করা।

আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা-কে পিরিয়ডের সময় ছিয়াম পালন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ '(আমরা নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে ঋতুবতী হলে) তিনি আমাদের ছিয়াম ক্বাযার নির্দেশ দিতেন। কিন্তু ছালাত ক্বাযা আদায়ের নির্দেশ দিতেন না'।[৩] উল্লেখ্য, কথাটা বলতে ইতস্তত লাগলেও বলতে হবে। কারণ সত্য উন্মোচনে স্বয়ং আল্লাহও লজ্জাবোধ করেন না। হাদীছে এসেছে, إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ। 'নিশ্চয় আল্লাহ সত্য প্রকাশে লজ্জাবোধ করেন না'।[৪]

অনেক নারীর সাথে তার স্বামী রামাযানের দিনের বেলায় একটু আনন্দ-উল্লাস করতে চায়। বুঝতেই তো পারছেন আমি কী বোঝাতে চাচ্ছি। এক্ষেত্রে কথা হলো সহবাস ছাড়া সবকিছু করা যাবে। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ ضَحِكَتْ 'ছিয়াম অবস্থায় নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর কোনো কোনো স্ত্রীকে চুমু খেতেন। (এ কথা বলে) আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা হেসে দিলেন'।[৫]

এ হাদীছে কিন্তু যুবক ও বৃদ্ধের মাঝে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। কিছু বিদ্বান পার্থক্য করেছেন। তারা বলেছেন, বৃদ্ধ হলে স্ত্রীকে চুমু দিতে পারবে ও জড়িয়ে ধরতে পারবে। কিন্তু যুবক হলে পারবে না। অবশ্য এর পেছনে কোনো দলীল নেই।

এখন কথা হলো কারো যদি চুমু দেওয়ার কারণে বা জড়িয়ে ধরার কারণে বীর্যপাত হয়ে যায়, তাহলে ছিয়াম ভেঙে যাবে। আবার এই ছিয়ামটা পরে করতে হবে। আমাদের অনেকের ধারণা ৬০টি ছিয়াম করতে হবে। আদতে বিষয়টা এমন নয়। স্ত্রী সহবাস করে কেউ ছিয়াম ভঙ্গ করলে এই হুকুম তার জন্য বর্তাবে। অর্থাৎ ৬০টি ছিয়াম রাখতে হবে। প্রিয় বোন! আপনার

* শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বীরহাটাব-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. আবূ দাঊদ, হা/২৩৬, হাদীছ হাসান।
২. ছহীহ বুখারী, হা/১৯০৩।
৩. আবূ দাঊদ, হা/২৬৩, হাদীছ ছহীহ।
৪. ইরওয়াউল গালীল, হা/২০০৫।
৫. ছহীহ বুখারী, হা/১৯২৮।

স্বামীকে বলুন, রামাযানের রাতে আপনার সাথে যা ইচ্ছে করতে; দিনের বেলায় যেন কিছু না করে। নচেৎ সমস্যা হতে পারে।

রামাযানে কোনো নারীর বাচ্চা হলে সে সুস্থ হলে অবশিষ্ট ছিয়ামগুলো রাখবে। আর যে ছিয়ামগুলো রাখতে পারেনি রামাযানের পরে তা রেখে দিবে। গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারিণীর যদি ছিয়াম রাখতে সমস্যা না হয়, তাহলে রামাযান মাসে ছিয়াম রাখবে। আর যদি সমস্যা হয়, তাহলে রামাযানের পরে যে কোনো মাসে ছিয়াম রেখে দিবে। পরবর্তীতে যদি ছিয়াম রাখতে অপারগ হয়ে যায়, তাহলে ফিদইয়া দিবে। অর্থাৎ অর্ধ ছা‘ করে ৩০ জন মিসকীনকে চাউল দান করবে বা ৬০ জন মিসকীনকে খাবার খাওয়াবে। আল্লাহ বলেন, ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ ‘আর যারা ছিয়াম পালনে অপারগ, তারা মিসকীনকে খাদ্য দিবে’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৪)*।

**অসুস্থ নারী কীভাবে ছিয়াম রাখবে?**

অসুস্থ নারী যদি সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে রামাযানের পর ছিয়াম রাখবে। আর যদি সম্ভাবনা না থাকে তাহলে ফিদইয়া দিবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ ‘আর যারা ছিয়াম পালনে অপারগ তারা মিসকীনকে খাদ্য দিবে’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৪)*।

কোনো নারী যদি রামাযানে সফর করে। আর সফর করে ছিয়াম রাখতে যদি তার কষ্ট না হয় তাহলে ছিয়াম রাখাই তার জন্য উত্তম হবে। আল্লাহ বলেন, ﴿وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ ‘আর ছিয়াম রাখাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৪)*।

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ حَارٍّ حَتَّى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلاَّ مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَابْنِ رَوَاحَةَ.

আবূদ্দারদা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোনো এক সফরে প্রচণ্ড গরমের দিনে আমরা নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে যাত্রা করলাম। গরম এত প্রচণ্ড ছিল যে, প্রত্যেকেই আপন আপন হাত মাথার উপর তুলে ধরেছিলেন। এ সময় নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও ইবনু রাওয়াহা রাযিয়াল্লা-হু আনহু ব্যতীত আমাদের কেউই ছিয়ামরত ছিলেন না।[৬]

আর যদি কষ্ট হয়, তাহলে ছিয়াম না রাখাই উত্তম। আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ ‘আর যে অসুস্থ বা সফরে রয়েছে, সে অন্য কোনো সময় ছিয়াম রাখবে’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৫)*। অন্য একটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلاً قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالُوا صَائِمٌ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ.

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক সফরে ছিলেন। হঠাৎ তিনি লোকের জটলা এবং ছায়ার নিচে এক ব্যক্তিকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, ‘এর কী হয়েছে? লোকেরা বলল, সে ছিয়াম রেখেছে। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘সফরে ছিয়াম পালনে কোনো ছওয়াব নেই’।[৭]

কোনো নারী যদি ছিয়াম রেখে মারা যায়, তাহলে তার পরিবার তার ছিয়াম রাখবে। নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ‘কেউ ছিয়াম রেখে মারা গেলে তার অভিভাবক তার পক্ষ হতে ছিয়াম আদায় করবে’।[৮] আর কেউ যদি ছিয়াম রাখতে না পারে তাহলে ফিদইয়া দিয়ে দিবে। হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ أُطْعِمَ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ.

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি রামাযান মাসে অসুস্থ হয়ে রামাযান মাস শেষ হওয়া পর্যন্ত সুস্থ না হয় এবং এ অবস্থায়ই মারা যায়, তাহলে তার পক্ষ থেকে মিসকীনকে আহার করাতে হবে। আর তার উপর মানতের ছওম থাকলে তার পক্ষ থেকে অভিভাবক তার ক্বাযা আদায় করবে।[৯]

রামাযান মাসে নখ কাটা, বগলের পশম উপড়ে ফেলা ও নাভির নিচের পশম কাটলে ছিয়াম ভঙ্গ হবে না। অনেক নারী মনে করে ছিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে, যা ঠিক নয়।

নারীরা সৃষ্টিগতভাবেই সাজসজ্জা করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। ইসলাম একে সমর্থন করেছে। রামাযানে দিনের বেলা নারীরা বিভিন্ন প্রসাধনী ব্যবহার করতে পারবে। যেমন মেহেদি দেওয়া, স্নো, পাউডার, চোখে সুরমা ইত্যাদি দেওয়াতে কোনো সমস্যা নেই।

নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজে রামাযানের শেষ দশকে ই‘তিকাফ করেছেন এবং তাঁর উম্মতকে ই‘তিকাফ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর পর তার স্ত্রীরাও ই‘তিকাফ করেছেন। তাই নারীরা যদি ই‘তিকাফ করতে চায়, তাহলে করতে পারবে। তবে অবশ্যই জামে‘ মসজিদে ই‘তিকাফ করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ ‘মসজিদে ই‘তিকাফরত অবস্থায় তোমরা তাদের সাথে সহবাস করবে না’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৭)*। এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা ই‘তিকাফের জন্য মসজিদ শর্ত করেছেন। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন,

---

৬. ছহীহ বুখারী, হা/১৯৪৫।

৭. ছহীহ বুখারী, হা/১৯৪৬।

৮. ছহীহ বুখারী, হা/১৯৫২।

৯. আবূ দাঊদ, হা/২৪০১, হাদীছ ছহীহ।

السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لاَ يَعُودَ مَرِيضًا وَلاَ يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلاَ يَمَسَّ امْرَأَةً وَلاَ يُبَاشِرَهَا وَلاَ يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلاَّ لِمَا لاَ بُدَّ مِنْهُ وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ.

ই‘তিকাফকারীর জন্য সুন্নাত হলো সে কোনো রোগী দেখতে যাবে না, জানাযায় অংশগ্রহণ করবে না, স্ত্রীকে স্পর্শ করবে না, তার সাথে সহবাস করবে না এবং অধিক প্রয়োজন ছাড়া বাইরে যাবে না, ছওম না রেখে ই‘তিকাফ করবে না এবং জামে‘ মাসজিদে ই‘তিকাফ করবে।[১০]

অনেক নারীকে দেখা যায় ই‘তিকাফ করার মানসে রামাযানের শেষ দশকে ঘরের এক কোণে নির্জন স্থানে ই‘তিকাফে বসে যায়। তাদের এই ই‘তিকাফ হবে না। কারণ ই‘তিকাফ করার জন্য শর্ত হচ্ছে মসজিদ।

নারী যদি ই‘তিকাফ করে, তাহলে তার স্বামী তার সাথে দেখা করতে যেতে পারবে। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী ছফিয়্যা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلاً فَحَدَّثْتُهُ وَقُمْتُ فَانْقَلَبْتُ فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - فَمَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ ﷺ أَسْرَعَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٍّ. قَالاَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ فَخَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا.

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ই‘তিকাফ অবস্থায় ছিলেন। এক রাতে আমি তাঁর সাথে দেখা করতে তাঁর নিকট গেলাম। কথাবার্তা শেষ করে আমি ফিরে আসার জন্য দাঁড়ালে তিনিও আমাকে এগিয়ে দিতে দাঁড়ালেন। তার (ছফিয়্যা রাযিয়াল্লা-হু আনহা -এর বসবাসের স্থান ছিল উছামা ইবনু যায়েদ রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর ঘর সংলগ্ন)। এ সময় আনছার গোত্রের দুই ব্যক্তি যাচ্ছিলেন। তারা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে দেখে দ্রুত চলে যাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘তোমরা থামো! ইনি (আমার স্ত্রী) ছফিয়্যা বিনতু হুয়াই’। তারা দু’জনে বললেন, সুবহানাল্লাহ! হে আল্লাহর রাসূল! রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘শয়তান মানুষের মধ্যে রক্তের মতো চলাচল করে। তাই আমার ভয় হচ্ছিল যে, সে তোমাদের দু’জনের মনে মন্দ কিছু নিক্ষেপ করবে’।[১১] এই হাদীছে যদিও স্ত্রীর মসজিদে যাওয়ার প্রমাণ আছে। কিন্তু স্বামীও এই হুকুমের আওতাধীন রয়েছে।

পুরুষদের ক্ষেত্রে যে সকল শর্ত রয়েছে, নারীদের ক্ষেত্রেও হুবহু একই শর্ত। অর্থাৎ সহবাস করা যাবে না, প্রয়োজন ছাড়া মসজিদ থেকে বের হবে না, অনর্থক কথাবার্তা বলবে না। অনেক নারীকে দেখা যায়, ই‘তিকাফে বসে অপর নারীর সাথে বাড়ির যত্তসব কথাবার্তা আছে সবকিছু শেয়ার করে। এগুলো বলা যাবে না। কিছু নারী তো আগ বাড়িয়ে মসজিদে গীবত-পরনিন্দা শুরু করে। এগুলো করলে ই‘তিকাফের যে হেতু আছে, তা বিনষ্ট হয়ে যাবে। ছওয়াবের পরিবর্তে গুনাহের ঝুড়ি কাঁধে করে বাড়ি নিয়ে আসতে হবে।

ই‘তিকাফ করা অবস্থায় কোনো নারীর যদি পিরিয়ড শুরু হয়, তাহলে ই‘তিকাফ ভঙ্গ করে মসজিদ ত্যাগ করবে। ওই অবস্থায় মসজিদে কোনো অবস্থাতেই অবস্থান করা যাবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ ‘হে ঈমানদারগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছালাতের (মসজিদের) নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না যা বলছ তা বুঝতে পারবে এবং অপবিত্র অবস্থায়ও গোসল করার আগ পর্যন্ত, তবে মুসাফির হলে ভিন্ন কথা’ *(আন-নিসা, ৪/৪৩)*।

রামাযানের পর ইচ্ছে করলে ওই ই‘তিকাফের ক্বাযা আদায় করতে পারবে। তবে করাটা আবশ্যক নয়; বরং মুস্তাহাব।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ فَأَذِنَ لَهَا وَسَأَلَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَسْتَأْذِنَ لَهَا فَفَعَلَتْ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ أَمَرَتْ بِبِنَاءٍ فَبُنِيَ لَهَا قَالَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى انْصَرَفَ إِلَى بِنَائِهِ فَبَصُرَ بِالأَبْنِيَةِ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا بِنَاءُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَالْبِرَّ أَرَدْنَ بِهَذَا مَا أَنَا بِمُعْتَكِفٍ فَرَجَعَ فَلَمَّا أَفْطَرَ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ.

আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রামাযানের শেষ দশকে ই‘তিকাফ করার ইচ্ছ প্রকাশ করলে আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা তাঁর কাছে ই‘তিকাফ করার অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন। এরপর হাফছা রাযিয়াল্লা-হু আনহা আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর নিকট অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন। তা দেখে যায়নাব বিনতু জাহশ রাযিয়াল্লা-হু আনহা নিজের জন্য তাঁবু লাগানোর নির্দেশ দিলে তা পালন করা হলো। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফজরের ছালাত আদায় করে নিজের তাঁবুতে ফিরে এসে কয়েকটি তাঁবু দেখতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, এ কী ব্যাপার? লোকেরা বলল, আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হাফছা রাযিয়াল্লা-হু আনহা ও যায়নাব রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর তাঁবু। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা কি নেকী পেতে চায়? আমি আর ই‘তিকাফ করবো না। এরপর তিনি ফিরে আসলেন। পরে ছওম শেষ করে শাওয়াল মাসের ১০ দিন ই‘তিকাফ করেন।[১২]

আল্লাহ তাআলা প্রিয় বোনদের সুস্থতার সাথে রামাযান সম্পর্কিত বিধানগুলো পালন করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

---

১০. আবূ দাঊদ, হা/২৪৭৩, হাদীছ হাসান ছহীহ।
১১. ছহীহ মুসলিম, হা/৫৮০৮।
১২. ছহীহ বুখারী, হা/২০৪৫।

## মাহে রামাযান

*-আব্দুল বারী*
*নন্দীগ্রাম, বগুড়া।*

এলো এলোরে এলো মাহে রামাযান,
এই মাসে নাযিল হয়েছে পবিত্র কুরআন।
এটা সঠিক পথের দিশারী হেদায়াতের প্রমাণ,
যা ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্যকারী দ্বন্দ্বের সমাধান।
মাহে রামাযান যখন তোমাদের মাঝে আসে,
খুশীভরে ছিয়াম পালন করো তখন সেই মাসে।
গর্ভবতী, দুগ্ধপোষ্য শিশুর মা, অসুস্থ, মুসাফির হলে তবে-
অন্য যেকোনো সময় সংখ্যা এটার পূর্ণ করতে হবে।
ছিয়াম পালনে যদি কেউ তোমরা না থাকো সামর্থ্যবান,
প্রতি ছিয়ামের পরিবর্তে একজন দরিদ্রকে করবে খাদ্য দান।
নির্দিষ্ট কারণ ছাড়া যদি কেউ ছিয়াম ভঙ্গ করে,
সমপরিমাণ ছিয়াম ওই ব্যক্তি পালন করবে পরে।
ছিয়ামের রাত্রিতে স্ত্রী সহবাসে তোমরা হক্বদার,
সে সময় পর্যন্ত তোমরা করে যাও পানাহার-
রাত্রির কৃষ্ণরেখা দূর হয়ে ঊষার শুভ্ররেখা-
যে পর্যন্ত তোমাদের কাছে স্পষ্ট না যায় দেখা।
ছিয়াম ভঙ্গ করবে তখন, যখন প্রবেশিত হবে রাতে,
আর তোমাদের মসজিদে ই'তিকাফকালীন অবস্থাতে-
স্ত্রী সহবাস করো না; তবে জরুরী কারণে করা যাবে দেখা,
এগুলো হলো মহান আল্লাহর চিহ্নিত সীমারেখা।
ছিয়াম মানে যত হারাম কর্ম, কথা, উপার্জন ত্যাগ করা,
গীবত, অপবাদ, হিংসা, মিথ্যা, শিরক, বিদ'আত ছাড়া।
অন্যদেরকে ইফতার করাও হলেও একটু খেজুর পানি,
ছাদাক্বা করো কবুল করবে আল্লাহ মেহেরবান জানি।
আল-কুরআন মাজীদ নাযিল হয়েছে ক্বদরের রাতে,
পাবে তাকে মাহে রামাযানের শেষ দশকের বিজোড়েতে।
লায়লাতুল ক্বদর সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রাত,
কী মহিমান্বিত রজনি তুলনা মিলে না তার।
প্রতি কর্মে ফেরেশতাগণ ও জিবরীল আলাইহিস সালাম সে রাতে-
মহান আল্লাহর অনুমতিক্রমে নেমে আসে পৃথিবীতে।
ঊষার আবির্ভাব পর্যন্ত সে রজনি শান্তিপূর্ণ, নিরাপত্তা চান,
নিশ্চয়ই তিনি অতিক্ষমাশীল, অতিদয়ালু, মহা অনুগ্রহবান।
এই মাসে দয়াময় আল্লাহ শয়তানকে করেন শিকলবন্দি,
এক্ষুনি তোমাদের গুনাহরাশি ক্ষমা চেয়ে নাও জলদি।

## রামাযান এলো

*-সাদিয়া আফরোজ*
*অনার্স ৩য় বর্ষ, বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।*

শা'বান মাস পয়গাম দিল
মাহে রামাযানের ভাই,
অফুরন্ত কল্যাণের মাস
আসছে চলে তাই।
ধরার বুকে বইছে এবার
জান্নাতের ঐ হাওয়া,
বারো মাসে শ্রেষ্ঠ মাস
একটিই যায় পাওয়া।
মুমিনপ্রাণে দোল লেগেছে
আনন্দ খুব মনে,
গোনাহ মাফের সময় এলো
খুশী সবার প্রাণে।
ইবাদত হবে প্রাণ খুলে
আল্লাহ পাকের তরে,
মুমিন পেল মহা সুযোগ
পূর্ণ হৃদয় ভরে।
পবিত্র কুরআন হয় নাযিল
রামাযান মাসে জানি,
কুরআন মাজীদ শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ
মুসলিম সবাই মানি।

## কেউ চিরস্থায়ী নয়

*-আশরাফুল হক*
*নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।*

ছেড়ে যাবে একদিন ক্ষমতার আসন
পারবে না দিতে সেদিন মিথ্যে ভাষণ।
থাকবে না গায়ে তোমার রঙিন পোশাক
মাটি যে হবে তোমার থাকার আবাস।
সেই কথা ভেবেছো কি তুমি একবার?
বিছানাটা হবে তোমার মাটির সোফার।
থাকবে না এসি আর প্রাইভেট গাড়ি
বাঁশ বাগান যে হবে তোমার আসল বাড়ি।
অর্থ-ক্ষমতা সেদিন হয়ে যাবে শেষ
তোমার ঠিকানা হবে ভিন্ন এক দেশ।
যেখানে উঁচু নিচু ভেদাভেদ নাই
মাটির বিছানাতে হবে সবার ঠাঁই।
এই কথা ভেবে দেখো একবার তুমি
দম্ভভরে হেঁটে কাপিয়ো না ভূমি।
উঁচু মাথা নিচু করো রবের তরে
তাহলে সুখ পাবে তুমি পরপারে।

# খোকার চাওয়া

-শাহিন ইসলাম
দি রিয়েল হোমিও ক্লিনিক, মগবাজার, ঢাকা।

আম্মু আমায় সজাগ করো
রাখব আমি ছিয়াম,
করব মজার ইফতারী আর
মধ্যরাতে ক্বিয়াম।
আলিফ-বা-তা পড়ব ও মা
তোমার সাথে বসে,
অন্তরে সেই নিয়্যত করি
ঈমান দিয়ে কষে।
সময়মতো পড়ব ছালাত
করব আমি দু'আ,
আল্লাহ যেন দেন আমাকে
রহমতেরই ছোঁয়া।
ফিত্বরা দিব খাদ্য দিয়ে
নিজের হাতে এবার,
আম্মু আমি মানুষ হব
নিত্য মানবসেবার।

# এলো রামাযান

-ফজলে রাব্বি বিন শফিকুল
শিক্ষার্থী, মাদরাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার, ঢাকা।

এলো ওই মাহে রামাযান,
আদম সন্তানের তরে রহমানের শ্রেষ্ঠ সেই দান।
পুণ্যের সূর্য উদয় হয়ে পাপের হবে অবসান,
পাপগুলো সব মুছে গিয়ে স্বচ্ছ হবে সবার ঈমান।
ওই দেখো সকলে রামাযানের এই আগমনে,
স্নিগ্ধ হাওয়া বয়ে যাচ্ছে সব মুমিনের অন্তরে।
এই মাসে কে নেবে বলো হীরা মুক্তা জহরত আর মণি?
পারো যদি নিতে তোমার করে তবে পরকালে ধন্য তুমি!
রামাযানের নেকীতে হতে চাই ধনবান,
সেই ধনের বিনিময়ে পাব পুরস্কার রাইয়্যান;
মাগফেরাতের ঝুড়ি নিয়ে এসেছে এই রামাযান।

# আমি কে?

-ইবনু মাসউদ
১০ম শ্রেণি, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ,
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

ইতিহাসের কালো অক্ষরের লেখক আমি।
ইতিহাসকে জাগ্রত রাখি আমি।
এ জগতের আবিষ্কারের তালিকায় সেরা আমি।
রাজপথ থেকে শুরু করে দালানও করেছি আমি।
যুদ্ধের মাঠ ছেড়ে জয় বিনে আসিনি আমি।
ভয়কে জয় করার জাতি আমি।
ছালাহউদ্দীন, বিন কাসেম, তারেকের রক্ত আমি।
এক রবের তরে শির অবনত করি আমি।
বহু রবের তরে শিরদের কর্তন করি আমি।
এ জগতের কী করিনি আমি?
এ জগতের সবই করেছি আমি।
ইতিহাস সাক্ষী করেছি কি আমি।
বীজগণিতের জনক আমি।
শূন্যের জনক আমি।
পদার্থবিদ্যা তৈরি করেছি আমি।
আলো ও দৃষ্টিবিদ্যা তৈরি করেছি আমি।
আকাশ-যমীনের মানচিত্র নির্মাতা আমি।
ইদরীসের নভোমণ্ডল ও বিশ্বের মানচিত্র নির্মাতা আমি।
স্পেনে মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কার করেছি আমি।
সুগন্ধি ও তেল উৎপাদকের আবিষ্কারক আমি।
দন্ত্য চিকিৎসার তুলার উন্মোচক আমি।
গ্যাস্ট্রিক টিউব এর আবিষ্কারক আমি।
কৃত্রিম দাঁত এর আবিষ্কারক আমি।
চক্ষু চিকিৎসার মৌলিক চিকিৎসাবিদ আমি।
চশমা আবিষ্কারের আদি পুরুষ আমি।
অবদান অনন্ত লেখা হবে না অন্ত?
করিয়াছি কি আমি?
জানো কি কে আমি?
পৃথিবীর সেরা জাতি মুসলিম আমি।

# বাংলাদেশ সংবাদ

## ক্ষুধা সূচকে বাংলাদেশ ৮৪তম

ক্ষুধা মেটানোর সক্ষমতার দিক থেকে ১২১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৮৪তম। বাংলাদেশ বর্তমানে মাঝারি মাত্রার ক্ষুধায় আক্রান্ত দেশ। চলতি বছরের ক্ষুধা সূচকে মোট ১০০ স্কোরের মধ্যে বাংলাদেশ পেয়েছে ১৯ দশমিক ৬। গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স (GHI) বা বিশ্ব ক্ষুধা সূচক-২০২২ এর প্রকাশিত প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। চলতি বছর ক্ষুধা সূচকে এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের ওপরে আছে শ্রীলঙ্কা ও নেপাল। ১৩ দশমিক ৬ স্কোর নিয়ে শ্রীলঙ্কার অবস্থান ৬৪তম। এরপর ১৯ দশমিক ১ স্কোর নিয়ে ৮১তম নেপাল। দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দুই দেশ ভারত ও পাকিস্তান ক্ষুধা মেটানোর সক্ষমতায় বাংলাদেশের তুলনায় পিছিয়ে। দেশ দুটির অবস্থান যথাক্রমে ১০৭ ও ৯৯তম। দেশ দুটি মারাত্মক ক্ষুধায় আক্রান্ত দেশের তালিকায় রয়েছে। ক্ষুধা সূচক অনুযায়ী, বিশ্বের অন্তত নয়টি দেশে ক্ষুধার মাত্রা উদ্বেগজনক (স্কোর ৩৫ থেকে ৪৯.৯) পর্যায়ে পৌঁছেছে। এসব দেশ হচ্ছে মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, শাদ, গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গো, মাদাগাস্কার, ইয়ামান, বুরুন্ডি, সোমালিয়া, দক্ষিণ সুদান ও সিরিয়া। এ ছাড়া আরও ৩৫টি দেশে গুরুতর ক্ষুধা পরিস্থিতি আছে। ৫-এর নিচে স্কোর পেয়ে শীর্ষ ১৭ দেশের তালিকায় আছে বেলারুশ, হার্জেগোভিনা, চিলি, চীন, ক্রোয়েশিয়া, এস্তোনিয়া, হাঙ্গেরি, কুয়েত, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, মন্টিনিগ্রো, নর্থ মেসিডোনিয়া, রোমানিয়া, সার্বিয়া, স্লোভাকিয়া, তুরস্ক ও উরুগুয়ে। অর্থাৎ বিশ্বের এসব দেশে ক্ষুধা কম। সূচকে একেবারে তলানিতে অবস্থান করছে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইয়ামান। ৪৫ দশমিক ১ স্কোর নিয়ে দেশটি ১২১তম অবস্থানে আছে।

# আন্তর্জাতিক বিশ্ব

## স্মরণকালের ভয়াবহ ভূমিকম্প তুরস্ক ও সিরিয়ায়

৬ ফেব্রুয়ারি সোমবার স্থানীয় সময় ভোর ৪টা ১৭ মিনিটে ৭ দশমিক ৮ মাত্রার ভূমিকম্পে লন্ডভন্ড হয়ে যায় তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল ও তার প্রতিবেশী দেশ সিরিয়ার হাজার হাজার ঘর-বাড়ি। ওই ভূমিকম্পের ১৫ মিনিট পর ৬ দশমিক ৭ মাত্রার আরও একটি বড় ভূমিকম্প এবং পরে ৯ হাজার বার আফটার শক (একটি বড় ভূমিকম্পের পরপরই যে ছোট আকারে ভূমিকম্প একই এলাকায় হয়ে থাকে তা 'আফটার শক' নামে পরিচিত) অনুভূত হয়। ভূমিকম্পে তুরস্কে প্রাণ হারিয়েছে ৫০ হাজারেরও বেশি। পার্শ্ববর্তী দেশ সিরিয়ায় মারা গেছে ৬ হাজারের বেশি। আহত আরও কয়েক হাজার। তুরস্কে উদ্ধারকাজে ২ লাখ ৪০ হাজার লোক সম্পৃক্ত ছিল। ধ্বংসস্তূপ এলাকা থেকে প্রায় ৫ লাখ ৩০ হাজার মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে। ভূমিকম্পে তুরস্কের ১১টি প্রদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সিরিয়া-তুরস্কের বিস্তীর্ণ এলাকা এখন শুধুই ধ্বংসস্তূপ। ভূমিকম্পের কবলে পড়ে তাসের ঘরে মতো ভেঙে পড়েছে ঘরবাড়িগুলো। জাতিসংঘের বলছে, শুধু তুরস্কেই ভেঙে পড়েছে ২ লক্ষ ৬৪ হাজার বাড়ি আর সিরিয়াতেও অন্তত হাজার পঞ্চাশেক বাড়ি ভেঙে পড়েছে। শতাব্দীর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ এই ভূমিকম্পে তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চলে দেড় কোটি মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছে। এমন বাস্তবতায় ক্ষতিগ্রস্তদের ঠাঁই হয়েছে খোলা আকাশে তাঁবুর নিচে। এক্সক্যাভেটর দিয়ে ধ্বংসস্তূপ সরানোর ফলে বেরিয়ে এসেছে শত শত মরদেহ। ধ্বংসস্তূপের নিচে কত হাজার মানুষ চাপা পড়েছে, তার সঠিক পরিসংখ্যান কারোই জানা নেই।

## ইসলাম গ্রহণ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ পাদ্রি

ইসলাম গ্রহণ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ পাদ্রি ফাদার হিলারিয়ান হেগি। ইসলাম গ্রহণের পর হেগি নিজের নামকরণ করেছেন আব্দুল লতীফ। ইসলাম বিষয়ে ফাদার হিলারিয়ান হেগির আগ্রহ অনেক পুরনো। আজ থেকে প্রায় ২০ বছর আগে হেগি একই সঙ্গে মুসলিম এবং খ্রিষ্টান হিসেবে পাদ্রির দায়িত্ব পালন করার ব্যাপারে আগ্রহ পোষণ করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের বিষয়টিকে তিনি আবারও শান্তিতে ফিরে আসার অনুভূতির সঙ্গে তুলনা করে বলেন, আমার ইসলাম গ্রহণ অনেকটা যেন আবার নিজ বাড়িতে ফিরে আসার মতো। ২০০৩ সালে তিনি অ্যান্টিওকিয়ান অর্থোডক্স চার্চের আনুগত্য গ্রহণ করেন। পরে ২০১৭ সালে পূর্ব ক্যাথলিক চার্চে যোগদান করেন। পবিত্র কুরআনের আয়াত অবলম্বনে হেগি তার লিখেছেন, 'যেহেতু আমরা জন্মের আগে একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করতাম এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতাম; তাই এটি সত্যিই আমার কাছে

বাড়ি ফেরার মতো। মুসলিম সম্প্রদায় তাকে উষ্ণ স্বাগত জানিয়েছে উল্লেখ করে হেইগি ওরফে আব্দুল লতীফ বলেন, মুসলিম সম্প্রদায় আমাকে ব্যক্তিগত এবং অনলাইন উভয় ক্ষেত্রেই অবিশ্বাস্য উষ্ণতা এবং আতিথেয়তা দেখিয়েছে। এমন আতিথেয়তা আমি আগে কখনোই দেখিনি।

## মুসলিম বিশ্ব

### ২০২৩ সালে কোন দেশে কত ঘণ্টা ছিয়াম রাখতে হবে?

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত মুসলিমরা তাদের দেশের ভৌগলিক অবস্থানের উপর নির্ভর করে কম বা বেশি সময় ধরে ছিয়াম রাখেন। এবার রামাযানে কোথাও ছিয়াম পালন করতে হবে ১১ ঘণ্টা আবার কোথাও ২০ ঘণ্টা। কোন দেশের মুসলিমরা কত সময় ধরে ছিয়াম রাখবেন সেই নিয়ে এই আয়োজন। সবচেয়ে বেশি সময় ছিয়াম রাখতে হবে গ্রিনল্যান্ড, নরওয়ে ও ফিনল্যান্ড বাসিন্দাদের। এসব দেশে বসবাসকারী মুসলিমরা ২০ ঘণ্টা ছিয়াম রাখবেন। সুইডেন, জার্মানির মুসলিমদের ১৯ ঘণ্টা ছিয়াম রাখতে হবে। লন্ডন, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড, ডেনমার্ক, পোল্যান্ড ১৮ ঘণ্টা। আইসল্যান্ড ১৬ ঘণ্টা ৫০ মিনিটের মতো, পোল্যান্ড ১৫ ঘণ্টা, ব্রিটেন ও ফ্রান্স ১৫ ঘণ্টা ২০ মিনিটের মতো এবং পর্তুগালে ১৬ ঘণ্টা। অন্যদিকে দক্ষিণ গোলার্ধের দেশগুলোতে ছিয়ামের সময়কাল কম হবে। নিউজিল্যান্ড, আর্জেন্টিনা এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মুসলিমদের গড়ে মাত্র ১১ থেকে ১২ ঘণ্টা ছিয়াম রাখতে হবে। দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিলের মুসলিমদের ১১ ঘণ্টা, আর্জেন্টিনা ১১ ঘণ্টা ২০ মিনিটের মতো, নিউজিল্যান্ড ও প্যারাগুয়ের মুসলিমদের প্রায় ১২ ঘণ্টা ছিয়াম রাখতে হবে। আর বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, সঊদী আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার এবং মধ্যপ্রাচ্যের বেশিরভাগ দেশে প্রতিদিন সাড়ে ১৩ ঘণ্টা থেকে ১৫ ঘণ্টা ছিয়াম রাখতে হবে।

## সাইন্স ওয়ার্ল্ড

### উচ্ছিষ্ট খাবার থেকে তৈরি হবে জৈব সার

শখের বশে ছাদে বা ঘরের খালি জায়গায় বাগান করেন অনেকে। কেউ আবার ঘরের মধ্যেই গড়ে তুলছেন শখের বাগান। ঘরে, বারান্দায়, ছাদে কিংবা বাগানে থাকা গাছের উর্বরতা শক্তি বাড়াতে প্রয়োজনীয় জৈব সার তৈরি করে দেবে রিনকল (Reencle) প্রাইম ফুড ওয়েস্ট কম্পোজিটর। উচ্ছিষ্ট খাবার থেকে জৈব সার তৈরি করতে সক্ষম যন্ত্রটি ব্যবহারের পদ্ধতি বেশ সহজ। ময়লার ঝুড়িতে উচ্ছিষ্ট খাবার বা তরকারির অংশ ফেলে না দিয়ে যন্ত্রটিতে রাখলেই সেগুলো গুঁড়ো হয়ে দ্রুত জৈব সার (Compost) তৈরি হয়ে যাবে। ফলে বাড়তি খরচ না করে প্রয়োজনীয় জৈব সার পাওয়া যাবে। উচ্ছিষ্ট খাবারের ধরন অনুযায়ী ৬ থেকে ৪৪ ঘণ্টার মধ্যে জৈব সার তৈরি করতে সক্ষম যন্ত্রটি তৈরি করেছে রিনকল।

## জামি‘আহ সংবাদ

### সালাফী কনফারেন্স-২০২৩

**আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বীরহাটাব-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ২ ও ৩ মার্চ, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার :** আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বীরহাটাব-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ কর্তৃক আয়োজিত দুই দিনব্যাপী ‘সালাফী কনফারেন্স-২০২৩’ নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ থানার অন্তর্গত বীরহাটাব-হাটাবে অবস্থিত আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহর সুবিশাল মাঠে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়, ফালিল্লাহিল হাম্দ। আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ-এর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ৭ম বার্ষিক সালাফী কনফারেন্সে বিপুল সংখ্যক দ্বীনদরদী মুসলিম ভাই-বোনেরা কনফারেন্সে উপস্থিত হন।

১ম দিন বাদ আছর আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বীরহাটাব-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ-এর ছাত্র মাহদীর কুরআন তেলাওয়াত ও তার সাথীদের বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে কনফারেন্সের কার্যক্রম শুরু হয়। ইসলামী নাশীদ পরিবেশন করে আবূ বকর ছিদ্দীক ও সহশিল্পীবৃন্দ। কনফারেন্সে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ।

সালাফী কনফারেন্সে ১ম দিন পূর্বনির্ধারিত বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, ড. লোকমান হোসেন, ড. মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ, শায়খ আব্দুল কাদের মাদানী (ভারত), শায়খ আব্দুল্লাহ বিন

আব্দুর রাযযাক, ড. আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ, ব্রাদার রাহুল হোসেন প্রমুখ।

১ম দিন প্রধান অতিথির বক্তব্য পেশ করেন বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী। এছাড়াও প্রথম দিন বাদ এশা আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ-এর বালিকা শাখার ছাত্রীরা একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপহার দেয়। উক্ত উনুষ্ঠানে ছাত্রীদের শিক্ষণীয়, মননশীল উপস্থাপনায় উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলী মুগ্ধ হন।

সালাফী কনফারেন্স ২০২৩-এর ২য় দিন বাদ ফজর ৮ম শ্রেণির ছাত্র আবূ বকর-এর কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সকালের অধিবেশন শুরু হয়। দারসে কুরআন পেশ করেন শায়খ আব্দুর নূর মাদানী এবং দারসে হাদীছ পেশ করেন ড. রেজাউল করীম মাদানী। এরপর ৬০ মিনিটে কুরআন শিক্ষার উপর একটি চমৎকার সেশন উপহার দেন জামি'আহর নূরানী বিভাগের প্রধান দায়িত্বশীল আমীনুল ইসলাম।

এরপর চলে সকলের জন্য উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব 'আপনার জিজ্ঞাসা'। এ পর্বে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আব্দুল বারী বিন সোলায়মান ও সাইদুর রহমান এবং ফৎওয়া প্রদান করেন শায়খ ইউসুফ মাদানী, শায়খ সাঈদুর রহমান রিয়াদী, আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক, আব্দুল কাদের মাদানী, হাসান আল-বান্নাহ মাদানী প্রমুখ। জুমআর খুৎবা পেশ ও ইমামতি করেন কনফারেন্স-এর সভাপতি শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ।

২য় দিন বাদ আছর পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে কনফারেন্সের কার্যক্রম পুনরায় শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ-এর ছাত্র আবূ বকর আর ইসলামী নাশীদ পরিবেশন করেন যাকারিয়া ইসলাম ও সহশিল্পীবৃন্দ।

এদিন পূর্বনির্ধারিত বিষয়বস্তুর উপর বক্তব্য পেশ করেন শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, শায়খ হাশেম মাদানী (ভারত), আকরামুযযামান বিন আব্দুস সালাম, ড. আবূ বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া, ড. ইমাম হুসাইন, শায়খ মুহাম্মাদ ইউসুফ মাদানী (ভারত), ড. আব্দুল বাছীর, আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক, মাহমুদ বিন কাসিম, হাসান আল-বান্নাহ মাদানী (ভারত), শায়খ আব্দুস সামাদ মাদানী, আব্দুল্লাহ মাহমুদ, ইসরাফিল বিন তমিজউদ্দিন প্রমুখ।

কনফারেন্সের ২য় দিন জামি'আহর বালক শাখার ছাত্রদের একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলা, আরবী ও ইংরেজি ভাষায় শিক্ষার্থীদের মনোমুগ্ধকর ও সাবলীল পরিবেশনা উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলীকে চমৎকৃত করে। শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে উপভোগ করেন তাদের পরিবেশনা।

সালাফী কনফারেন্স-২০২২-এ বিভিন্ন পর্যায়ে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন শায়খ আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী, আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক, আব্দুল বারী বিন সোলায়মান, সাঈদুর রহমান প্রমুখ।

**সমাপনী বক্তব্য :** কনফারেন্সে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত দ্বীনী ভাইদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। তিনি সকল শ্রোতামণ্ডলীকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানান এবং সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করেন। উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলী, দেশ ও জাতির জন্য প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করে এবং বৈঠক শেষের দু'আ পাঠের মাধ্যমে ৭ম বার্ষিক সালাফী কনফারেন্সের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

**ইতিছাম পাঠ প্রতিযোগিতা-২০২২ এর পুরস্কার বিতরণী :** গত ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখে 'মাসিক আল-ইতিছাম পাঠ প্রতিযোগিতা-২০২২' অনুষ্ঠিত হয়। এতে সর্বমোট ২ লক্ষ টাকার মোট ১৬৫টি পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। সালাফী কনফারেন্স-২০২৩ এর ২য় দিন বাদ এশা পূর্বঘোষণা অনুযায়ী প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। প্রতিযোগিতায় ১ম পুরস্কার বিজয়ী হন মেহজাবিন রহমান মুমু (ময়মনসিংহ)। গোলাম কিবরিয়া (নওগাঁ) ২য় এবং মুহাম্মদ আকবর হোসেন (ঢাকা) ৩য় স্থান অধিকার করেন। এরপর যথাক্রমে আব্দুল আজিজ (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), মোস্তফা কামাল (কুষ্টিয়া), মাহমুদুর রহমান (মাদারীপুর), জামিল (টাঙ্গাইল), নাহিদ (ঢাকা), মোস্তাকিম (কিশোরগঞ্জ), রাজিউল ইসলাম (টাঙ্গাইল), কাবির আহমাদ (সিলেট), মাহমুদুল হাসান (গাইবান্ধা), মোহাম্মদ জোবাইদ (ঢাকা), আব্দুল্লাহ খান (জামালপুর), হাবিবুল বাশার (ঠাকুরগাও) প্রমুখ পুরস্কার লাভ করেন। এ তালিকায় উল্লিখিত বিজয়ীসহ সর্বমোট ১৬৫ জনকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কৃত করা হয়।

**২০২২ সালের শ্রেষ্ঠ এজেন্ট সম্মাননা প্রদান :** মাসিক আল-ইতিছামের প্রচার, প্রসার ও বিপণনে অগ্রণী ভূমিকা রাখায় বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে শ্রেষ্ঠ এজেন্ট সম্মাননা-২০২২ প্রদান করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন- জিয়াউল হক (গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা), মহিউদ্দীন খোকন (তুরাগ, ঢাকা), শরোবর বিপণি (দিনাজপুর সদর), মামুন তালুকদার (মিরপুর, ঢাকা) ও আব্দুর হামিদ (কোনাবাড়ি, গাজীপুর)।

# সওয়াল-জওয়াব

## ফাতাওয়া বোর্ড, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ

### আক্বীদা

**প্রশ্ন (১) : ইবনু সাইয়্যেদ কি দাজ্জাল? আর দাজ্জাল না হলে সে আসলে কে বিস্তারিত জানতে চাই?**

-সাইদুল ইসলাম
নারায়ণগঞ্জ।

**উত্তর:** ইবনু সাইয়্যেদ মাসীহ দাজ্জাল নয়; বরং সে হলো, মদীনাতে বসবাসকারী ইয়াহূদীদের একজন। তার নাম হলো সাফি। আবার বলা হয়ে থাকে যে, আব্দুল্লাহ ইবনু সাইয়্যেদ। নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মদীনাতে আগমন করেন, তখন সে ছোট ছিল। সে মাঝে মাঝে গণকী করতো। এতে সে কিছু সত্য বলতো এবং কিছু মিথ্যা বলতো। এক পর্যায়ে তার খবর মানুষদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ল। নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইবনু সাইয়্যেদের বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য তার কাছে গোপনে যেতেন, যাতে সে বুঝতে না পারে। এছাড়াও নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে কিছু প্রশ্ন করতেন, যাতে তার প্রকৃত বিষয়টি প্রকাশ পেয়ে যায় (ছহীহ বুখারী, হা/১৩৫৫)। সে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর মৃত্যুর পরেও বেঁচে ছিল এবং হাররার দিনে সে হারিয়ে যায়।

কিন্তু অনেক ছাহাবী ইবনু সাইয়্যেদকে দাজ্জাল মনে করতেন। যেমন উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর উপস্থিতিতে ইবনু সাইয়্যেদকে দাজ্জাল বলে উল্লেখ করলেও তিনি ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উমারের এই কথার বিরোধিতা করেননি (ছহীহ বুখারী, হা/৬৮০৮)। পক্ষান্তরে তামীম দারী রাযিয়াল্লা-হু আনহু দাজ্জালকে একটি দ্বীপে বাঁধা অবস্থাতে দেখেছেন (ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৪২)। এই দুই বর্ণনার মাঝে সমন্বয় করতে গিয়ে ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তামীম দারী রাযিয়াল্লা-হু আনহু যাকে দেখেছিলেন, সেই প্রকৃত দাজ্জাল। আর ইবনু সাইয়্যেদ হলো শয়তান, যে সেই সময়ে দাজ্জালের আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তারপর সে ইসফাহানের দিকে গিয়ে সেখানে আত্মগোপন করে (ফাতহুল বারী, ১৩/৩২৮)।

**প্রশ্ন (২) : জাবের রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি সা‘দ ইবনু মু‘আয রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর মৃত্যুতে আল্লাহ তাআলার আরশ কেঁপে উঠেছিল। এখানে আরশ কাঁপা বলতে কি বুঝানো হয়েছে?**

-সিয়াম
আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

**উত্তর:** সা‘দ ইবনু মু‘আয রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছিল মর্মে হাদীছটি ছহীহ হাদীছ, যা ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমসহ আরো অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত হয়েছে (ছহীহ বুখারী, হা/৩৮০৩, ছহীহ মুসলিম, হা/২৪৬৬)। অন্য বর্ণনাতে রয়েছে, সা‘দ ইবনু মু‘আযের মৃত্যুতে আল্লাহ তাআলার আনন্দিত হওয়ার কারণে তার আরশ কেঁপে উঠেছিল (সিলসিলা ছহীহা, হা/১২৮৮)। আল্লাহ তাআলার গুণাবলি সম্পর্কীত হাদীছগুলো ও গায়েবী বিষয়ক হাদীছগুলো যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেভাবেই আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। ওয়ালিদ ইবনু মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি আওযায়ী, ছাওরী, মালিক ইবনু আনাস ও লাইছ ইবনু সা‘দ রাহিমাহুমুল্লাহ-কে আল্লাহর গুণাবলি সংক্রান্ত হাদীছগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তারা বলেছেন, সেগুলো যেভাবে বর্ণিত হয়েছে কোনো ধরনের তাফসীর ছাড়া সেভাবেই বিশ্বাস করো (আশ শারীআহ, ৩/১১৪৬)। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের জানিয়েছেন যে, আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছিল, যেটি একটি গায়েবী বিষয়। সুতরাং আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছিল। কিন্তু কীভাবে হয়েছিল, এটি দিয়ে উদ্দেশ্য কী? এগুলো আমরা জানি না; বরং আমরা ঈমান আনি যে, আল্লাহর আরশ প্রকৃত অর্থেই কেঁপে উঠেছিল (শারহুস সুন্নাহ, ১৪/১৮০-১৮১, মাজমু ফাতাওয়া ইবনু তায়মিয়্যাহ, ৬/৫৫৪)।

**প্রশ্ন (৩) : যে ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে গালি দেয় তার বিধান কি? আর তাকে আয়ত্তে আনার আগেই যদি সে তওবা করে, তাহলে তার সেই তওবা গ্রহণ করা হবে কি?**

-আহমাদুল্লাহ
রাজশাহী।

**উত্তর:** নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে গালি দেয়া হলো বড় কুফরী। কোনো ব্যক্তি যদি নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে গালি দেয়, তাহলে সে কুফরী করবে এবং মুরতাদ হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, আর আপনি তাদেরকে প্রশ্ন করেন, তাহলে অবশ্যই তারা বলবে, আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও খেল-তামাশা করছিলাম। বলুন, তোমরা কি আল্লাহ, তার আয়াতসমূহ ও তার রাসূলকে বিদ্রুপ করছিলে? তোমরা ওজর পেশ করো না, তোমরা তো ঈমান আনার পর কুফরী করেছ (আত-তওবা, ৯/৬৫-৬৬)। যে ব্যক্তি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে গালি দিবে, তাকে হত্যা করতে হবে। কেননা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কা‘ব ইবনুল আশরাফকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছিলেন। কারণ সে আল্লাহ ও তার রাসূলকে কষ্ট দিয়েছিল (ছহীহ বুখারী, হা/৪০৩৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১৮০১)। কোনো মুসলিম যদি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে গালি দেয়, তারপর তা থেকে ফিরে আসলেও তার থেকে হত্যা মাফ হবে না। কেননা এটি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর হক্ব। তিনি যতক্ষণ না মাফ করবেন, ততক্ষণ এটি মাফ হবে না। আর

যেহেতু এখন আর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জীবিত নেই, তাই এমন ব্যক্তিকে হত্যা করতে হবে (আছ ছরিমুল মাসলুল আলা শাতিমির রাসূল, ইবনু তায়মিয়্যাহ, পৃ. ৫৫০-৫৫৪)। তবে হত্যা করাসহ অন্যান্য সকল দণ্ডবিধি কার্যকর করবে সরকার।

**প্রশ্ন (৪) : আমার প্রশ্ন হল নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মি'রাজে গিয়ে সকল নবী আলাইহিস সালাম-কে নিয়ে ছালাতের ইমামতি করে ছিলেন। তাহলে কি সকল নবী আলাইহিস সালাম কি আসমানে জীবিত আছেন?**

-শেখ নুরইসলাম
পশ্চিমবঙ্গ।

**উত্তর:** দুনিয়াবাসীদের দিক থেকে নবীগণ মৃত। আল্লাহ তাআলা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে সম্বোধন করে বলেন, 'নিশ্চয় আপনি মরণশীল এবং তারাও মরণশীল' (আয-যুমার, ৩৯/৩০)। কিন্তু আল্লাহর নিকটে তারা জীবিত। কেননা শহীদরা যদি আল্লাহর নিকটে জীবিত হয়, তাহলে নবীদের মর্যাদা ও সম্মান তো আরো উপরে (ফাতহুল বারী, ৬/৪৪৪)। আর নবীগণ সকলেই তাদের কবরে রয়েছে, একমাত্র ঈসা আলাইহিস সালাম ছাড়া। কেননা আল্লাহ তাআলা তাকে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন (আন নিসা, ৪/১৫৭- ১৫৮)। কিন্তু মি'রাজের রাতে যে, তারা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে ছালাত আদায় করেছিলেন, এই ছালাত ছিল তাদের রূহের মাধ্যমে, যদিও তাদের শরীর ছিল কবরে (মাজমু ফাতাওয়া ইবনু তায়মিয়্যাহ, ৪/ ৩২৮-৩২৯)। এটি ঐরূপ যেমন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আত্মার জগতে সালাম ও দরূদের জবাব দিয়ে থাকেন (আবূ দাঊদ, হা/২০৪১)।

**প্রশ্ন (৫) : মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যদি গায়েব নাই জানতেন, তাহলে তিনি কীভাবে বদরের যুদ্ধের ফলাফল, আবূ-জাহেলের মৃত শরীর পতিত হওয়ার স্থান আগে থেকেই চিহ্নিত করেছিলেন?**

-সাকিব আলম
মঠবাড়ীয়া, পিরোজপুর।

**উত্তর:** রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম গায়েব জানতেন না এই কথা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ বলেন, (হে নবী) বলুন, আমি তোমাদের বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহ আছে। আর আমি গায়েবও জানি না এবং তোমাদেরকে এও বলি না যে, আমি ফেরেশতা, আমার প্রতি যা অহীরূপে প্রেরণ করা হয়, আমি তো শুধু তারই অনুসরণ করি (আল-আনআম, ৬/৫০)। আল্লাহ আরো বলেন, (হে নবী) বলুন, আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন তা ছাড়া আমার নিজের ভালো-মন্দের উপরও আমার কোনো অধিকার নেই। আমি যদি গায়েবের খবর জানতাম, তবে তো আমি অনেক কল্যাণ লাভ করতাম এবং কোনো অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করতো না। ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা ছাড়া আমি তো আর কিছুই নই (আল-আ'রাফ, ৭/১৮৮)। তবে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে আল্লাহ তাআলা যতটুকু জানিয়ে দিতেন তিনি ততটুকুই জানতেন। আল্লাহ তাআলা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বদরের যুদ্ধের ফলাফলের স্থান, আবূ জাহেলের মৃত শরীর পতিত হওয়ার স্থান জানিয়ে দিয়েছিলেন বলেই তিনি সেগুলো জানতে পেরেছিলেন এবং লোকদেরকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। যেমন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুটি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময়ে সেই দুটি কবরে শাস্তি হওয়ার কথা অহীর মাধ্যমে জানিয়েছিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/২১৬, ছহীহ মুসলিম, হা/২৯২)।

**প্রশ্ন (৬) : কোনো দিবস পালন করা বা এ উপলক্ষে বৈধ কোনো আয়োজন করা যাবে কি?**

-রবিউল ইসলাম
রাজশাহী।

**উত্তর:** ইসলামে এ ধরনের কোনো দিবস পালন করার কোনো সুযোগ নেই। কেননা এগুলো হলো বিজাতীয়দের থেকে আসা অপসংস্কৃতি যেটি ইসলামে নিষিদ্ধ। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত (আবূ দাঊদ, হা/৪০৩১; তিরমিযী হা/২৬৯৫)। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে বড় বড় ঐতিহাসিক বিজয় সংঘটিত হয়েছিল। অথচ সালাফে ছালেহীন বা তাদের পরবর্তী কেউ কোনো দিবস পালন করেননি। অতএব দিবস পালন করা ইসলামী সংস্কৃতির কোনো অংশ নয় এবং সাধারণভাবেও তা পালন করা জায়েয হবে না (ইগাছাতুল লাহফান, ইবনুল কায়্যিম, ১/১৯০)। আর যেহেতু এগুলোকে ইসলামী শরী'আত সমর্থন করে না, সুতরাং এগুলোতে অংশগ্রহণ করাও জায়েয নয়। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো, কিন্তু পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' (আল-মায়েদা, ৫/২)।

**প্রশ্ন (৭) : আদম আলাইহিস সালাম ভারত থেকে ষাট হাজার বার হজ্জ করতে গিয়েছিলেন। এই ঘটনা কি সত্য?**

-মো: রমজান আলী
নরসিংদী।

**উত্তর:** ষাট হাজার বার নয়; বরং এক হাজার বারের কথা একটি বর্ণনাতে এসেছে। কিন্তু বর্ণনাটির সনদ নিতান্তই দুর্বল। এর সনদে ক্বাসিম ইবনু আব্দির রহমান নামে একজন যঈফ রাবী আছে (ইবনু খুযায়মা, হা/২৭৯২; সিলসিলা যঈফা, হা/৫০৯২)। আবার আদম আলাইহিস সালাম-এর বয়সই ছিল এক হাজার বছর (মুসনাদে আহমাদ, হা/২২৭০)। তাহলে তিনি কীভাবে ষাট হাজার বার হজ্জ করলেন। সুতরাং এমন বর্ণনা মিথ্যা।

## শিরক

**প্রশ্ন (৮) : আমার বড় ভাই গত ১০ বছর যাবত অসুস্থ। তার সুস্থতার জন্য আমার বাবা-মা ডাক্তার ও জীন ছাড়ানোর কবিরাজ দেখিয়েছে। তাদের বেশির ভাগই তাবিজ ও তেল পড়া দিয়ে থাকে। মাঝে মাঝে কিছুদিন ভালো থাকে। প্রশ্ন হলো, জীন ছাড়ানোর জন্য কবিরাজ দেখানোর ইসলামিক বিধান কী?**

-নাজমুল হুদা
গোপালগঞ্জ।

**উত্তর:** জীন ছাড়ানোর জন্য কবিরাজ যদি তাবিজ দেয় অথবা এমন ভাষাতে ঝাড়ফুঁক করে যা বোধগম্য নয়, তাহলে এমন কবিরাজের কাছে জীন ছাড়ানোর চিকিৎসা করা যাবে না। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলালো সে শিরক করল' (মুসনাদে আহমাদ, হা/১৭৪২২, ছহীহুল জামে, হা/৬৩৯৪)। আর যদি কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত দু'আ দিয়ে ঝাড়ফুঁক করে, তাহলে তাকে দিয়ে ঝাড়ফুঁক করাতে শরীআতে কোনো বাধা নেই (ছহীহ বুখারী, হা/৫৭৩৭)।

## বিদআত

**প্রশ্ন (৯) : মানুষ মারা গেলে তার কবরের উপর চার পাঁচ দিন রাতে পানি ঢালে। আর তারা বলে যে, এটা ভালো কাজ। এখন প্রশ্ন হলো, এমন কাজ করা কি শরী'আতসম্মত?**

-মকবুল শেখ
পশ্চিম বঙ্গ।

**উত্তর:** না, এমন কাজ করা শরীআতসম্মত নয়। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, ছাহাবায়ে কেরাম এবং সালাফদের যুগে এমন কাজের ছহীহ কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কেউ যদি এমন কোনো আমল করে যাতে আমাদের নির্দেশনা নেই, তাহলে সেটি বর্জনীয়' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮)। সুতরাং এমন কাজ শরীআতের মধ্যে স্পষ্ট বিদআত।

তবে মাটি দেওয়া হয়ে গেলে কবরের উপর পানি ছিটিয়ে দেয়া সুন্নাত। কেননা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার ছেলে ইবরাহীমের কবরের উপর পানি ছিটিয়ে দিয়েছিলেন (বায়হাক্বী, হা/৬৯৮; সিলসিলা ছহীহা, হা/৩০৪৫)। আবার নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কবরের উপরে পানি ছিটানো হয়েছিল (ইরওয়া, ৩/২০৬)।

**প্রশ্ন (১০) : রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কবরে যাওয়া ও যিয়ারত করা হজ্জের অংশ মনে করলে কি বিদআত হবে?**

-হোসনে মোবারক
কুড়িগ্রাম।

**উত্তর:** হ্যাঁ, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কবরে যাওয়া ও যিয়ারত করা হজ্জের অংশ মনে করলে বিদআত হবে। কেননা নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কবর যিয়ারত করা হাজ্জের কোনো অংশ নয়। আর যেটি হজ্জের অংশ নয়, সেটিকেই হজ্জের অংশ মনে করা যাবে না। নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি আমাদের এই দ্বীনের মধ্য এমন কিছু উদ্ভাবন করে, যেটি এর মধ্যে নেই, তাহলে সেটি বর্জনীয়' (সহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮)।

তবে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কবর যিয়ারত করার নিয়্যাত করা ছাড়াই কেউ মদীনাতে আসলে, সেখানে মসজিদে নববীতে ছালাত আদায় করে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কবর যিয়ারত করতে পারে।

## ছালাত

**প্রশ্ন (১১) : ছালাতে মহিলাদের সতর কতটুকু? জনৈক আলেম বলেন, মহিলাদের সতর হচ্ছে— 'দুই হাত ও মুখমণ্ডল ব্যতীত পুরো শরীর, এমনকি দুই পায়ের পাতাও'। তিনি আরও বলেন, 'কোনো মহিলা যদি অন্ধকার ঘরে একাকী ছালাত আদায়ের সময় তার হাত এবং মুখমণ্ডলের বাইরে অন্যকিছু অনাবৃত হয়ে যায়, তাহলে তার ছালাত বাতিল হয়ে যাবে'। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?**

-তৌফিক-এ-এলাহী
গাবতলী, বগুড়া।

**উত্তর:** দু'হাতের তালু ও চেহারা ব্যতীত মহিলাদের সর্বাঙ্গ সতরের অন্তর্ভুক্ত (আবূ দাঊদ, হা/৪১০৪; ছহীহুল জামে, হা/৭৮৪৭)। আর একাকী বা পর্দার মধ্যে মহিলা পরিবেশে পায়ের পাতা ঢেকে রাখার প্রয়োজন নেই। তবে যদি এমন কোনো স্থানে হয় যেখানে পরপুরুষের সমাগম রয়েছে, তাহলে যথাসাধ্য ঢেকে রাখবে। আর এটাই হবে তাক্বওয়ার পরিচায়ক। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় করো' (আত-তাগাবুন, ৬৪/১৬)। মহিলাদের জন্য ছালাতের সময়ে একাকী থাকলেও সতর ঢাকা আবশ্যক। কেননা সতর ঢাকা হলো ছালাতের একটি শর্ত, যেটি ছাড়া আল্লাহ তাআলা ছালাত কবুল করবেন না; বরং ইচ্ছাকৃতভাবে সতরের কোনো অংশ না ঢাকলে সেই ছালাত বাতিল হয়ে যাবে (ছহীহ বুখারী, হা/৩৬১; ছহীহ মুসলিম, হা/৩০১০; আবূ দাঊদ, হা/৬৪১; তিরমিযী, হা/৩৭৭)।

**প্রশ্ন (১২) : ইমাম যদি রাফঊল ইয়াদাইন না করে, তাহলে মুক্তাদী কি রাফঊল ইয়াদাইন করতে পারবে?**

-সুজন মুহাম্মদ
গাইবান্ধা।

**উত্তর:** ছালাতে রাফঊল ইয়াদাইন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। তবে ইমাম যদি রাফঊল ইয়াদাইনের মতো একটি

গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাতের প্রতি আমল না করে, তাহলে এ ক্ষেত্রে মুক্তাদী তার অনুসরণ করতে বাধ্য নন; বরং মুক্তাদী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর সুন্নাতের অনুসরণ করত রাফঊল ইয়াদাইন করেই ছালাত সম্পন্ন করবে। কেননা রাফঊল ইয়াদাইন শরীআতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন ছালাত শুরু করতেন, তখন দুই হাত দুই কাঁধ বরাবর উঠাতেন। অতঃপর যখন রুকূর জন্য তাকবীর বলতেন এবং রুকূ হতে মাথা উঠাতেন, তখনও অনুরূপভাবে দুই হাত উঠাতেন আর বলতেন, *‘সামি‘আল্লাহু লিমান হামিদাহ রাব্বানা লাকাল হামদ’*। কিন্তু সিজদায় যেতে এরূপ করতেন না (ছহীহ বুখারী, হা/৭৩৫; ছহীহ মুসলিম, হা/৩৯০)। ছালাতে রাফঊল ইয়াদায়েনের জন্য ১০টি করে নেকী বেশি হয় (সিলসিলা ছহীহা, হা/৩২৮৬)। এটি সম্পর্কে চার খলীফাসহ প্রায় ২৫ জন ছাহাবী থেকে বর্ণিত ছহীহ হাদীছসমূহ রয়েছে। একটি হিসাব মতে রাফঊল ইয়াদাইন সম্পর্কে হাদীছের রাবী সংখ্যা আশারায়ে মুবাশশারাসহ অন্যূন ৫০ জন ছাহাবী এবং সর্বমোট ছহীহ হাদীছ ও আছারের সংখ্যা অন্যূন চার শত (ফাৎহুল বারী, ২/২৫৮ পৃ., ৭৩৭ হা/এর ব্যাখ্যা)। সুতরাং ইমাম রাফঊল ইয়াদাইন না করলেও মুক্তাদী রাফঊল ইয়াদইন করেই ছালাত আদায় করবে।

**প্রশ্ন (১৩) : ছালাতের প্রথম রাকাআতে সূরা ফাতিহার সাথে সূরা মাঊন পড়ে দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ফীল পড়লাম। আমার জিজ্ঞাসা হলো, সূরার ধারাবাহিকতা ঠিক না থাকলে সাহু সিজদা দিতে হবে কী?**

-হাছিবুর রহমান
ডুমুরিয়া, খুলনা।

**উত্তর:** ছালাতে ধারাবাহিকভাবে সূরা পড়াই উত্তম। তবে আগ-পিছ করে পড়েও ছালাত আদায় করা যায়। ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ অধ্যায় রচনা করেছেন যে, ‘এক রাকআতে দুই সূরা মিলিয়ে পড়া, সূরার শেষাংশ পড়া, এক সূরার পূর্বে আরেক সুরা পড়া এবং সূরার প্রথমাংশ পড়া’। তারপর তিনি বর্ণনা করেছেন যে, আহনাফ রাহিমাহুল্লাহ প্রথম রাকাআতে সূরা কাহফ তেলাওয়াত করেন এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা ইউসুফ বা সূরা ইউনুস তেলাওয়াত করেন এবং তিনি বর্ণনা করেছেন যে, তিনি উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু -এর পিছনে এ দুইটি সূরা দিয়ে ফজরের ছালাত আদায় করেছেন (ছহীহ বুখারী, ১/১৫৪)। আর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একদা রাতের ছালাতে সূরা বাকারা পড়ে সূরা নিসা পড়েন। তারপর তিনি সূরা আলে ইমরান পড়েন (ছহীহ মুসলিম, হা/৭৭২)। সুতরাং এটি স্পষ্ট হয় যে, সূরার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা উত্তম। কিন্তু কেউ এই ধারাবাহিকতা বজায় না রাখলেও কোনো সমস্যা নেই। আর এজন্য তাকে সাহু সিজদা দিতে হবে না।

**প্রশ্ন (১৪) : এশার ছালাতের পর বিতর ছালাত আদায় করলে, রাতে কি আবার তাহাজ্জুদ আদায় করা যাবে?**

-আর.এম.এস.রুবেল
কুড়িগ্রাম

**উত্তর:** হ্যাঁ, বিতর ছালাত আদায়ের পরেও শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়া যাবে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিতর ছালাত আদায়ের পরও দুই রাকআত ছালাত পড়তেন (তিরমিযী, হা/৪৭১)। তবে পরে আর বিতর পড়তে হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘এক রাতে দুই বিতর নেই’ (তিরমিযী, হা/৪৭০; আবূ দাঊদ, হা/১৪৩৯)। এই হাদীছ প্রমাণ করে যে, বিতরের পরে নফল ছালাত আদায় করা যায়। অতএব, রাতে উঠে ছালাত আদায় করলে তাকে আর বিতর পড়তে হবে না। তবে যিনি তাহাজ্জুদের ছালাত নিয়মিত আদায় করেন তিনি প্রথম রাতে বিতর আদায় না করে তাহাজ্জুদ শেষে বিতর আদায় করবেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৭৫৫)।

**প্রশ্ন (১৫) : ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পরও বিতর ছালাত পড়া যাবে কী?**

-আব্দুল খালেক
কাউনিয়া, রংপুর।

**উত্তর:** বিতরের ছালাতের ওয়াক্ত হলো, ইশার পর থেকে ফজর উদিত হওয়ার আগ পর্যন্ত। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রাতের ছালাত দুই রাকআত দুই রাকআত করে। যখন তোমাদের কারো ভোর হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয় তখন সে এক রাকআত আদায় করে নিবে (ছহীহ বুখারী, হা/৪৭২)। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, তোমরা ভোর হবার পূর্বেই বিতর ছালাত আদায় করো (ছহীহ মুসলিম, হা/৭৫৪)। সুতরাং এশার পর থেকে ফজরর হওয়ার আগ পর্যন্ত এই সময়েই বিতরের ছালাত আদায় করতে হবে। তবে যদি কেউ বিতর পড়তে ভুলে যায় অথবা বিতর না পড়ে ঘুমিয়ে যায়, তবে স্মরণ হলে কিংবা রাতে বা সকালে ঘুম হতে জেগে উঠার পরে সুযোগ মত তা আদায় করবে। আবূ সা‘ঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি বিতরের ছালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়ল অথবা আদায় করতে ভুলে গেল, সে যেন যখনই স্মরণ হয় বা ঘুম হতে জেগে আদায় করে নেয় (আবূ দাঊদ, হা/১৪৩১; তিরমিযী, হা/৪৬৫; ইবনু মাজাহ, হা/১১৮৮)। সুতরাং ফজরের আযান হলেও ঘুম থেকে উঠে আগে বিতরের ছালাত আদায় করে নিবে (ছহীহ বুখারী, হা/১১৪৬, মিশকাত, হা/১২২৬)।

**প্রশ্ন (১৬) : আমি একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে জব করি, অফিস চলাকালিন সময়ে আমরা অফিসে আযান দিয়ে সবাই একসাথে জামাতে ছালাত আদায় করি। আমার প্রশ্ন হলো মসজিদে আদায় করতে না পারায় আমাদের ছালাত হবে কি?**

-নুর-মোহাম্মদ
কাঠালবাগান, ধানমন্ডি-ঢাকা

**উত্তর:** মসজিদ যদি নিকটেই হয়, তাহলে মসজিদে না গিয়ে অফিসেই জামাআত সহকারে ছালাত আদায় করা জায়েয নয়। কেননা মসজিদে গিয়ে জামাআতে ছালাত আদায় করা আবশ্যক। নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার ইচ্ছা হয় যে, ছালাত আদায় করার আদেশ করি। তারপর সেই অনুযায়ী ছালাত আদায় করানো হয়। আর যে সম্প্রদায় ছালাতে উপস্থিত হয় না, আমি তাদের বাড়িতে গিয়ে তা জ্বালিয়ে দেই (ছহীহ বুখারী, হা/৪২০)। এখানে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করাতে চেয়েছেন। আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আগামীকাল কিয়ামতের দিন মুসলিম হিসেবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ পেতে আনন্দবোধ করে, সে যেন ঐখানে ছালাতের রক্ষণাবেক্ষণ করে, যেখানে ছালাতের জন্য আযান দেয়া হয় (ছহীহ মুসলিম, হা/৬৫৪)। কিন্তু জামাআতের সাথে ছালাত আদায় করা শর্ত নয়। অর্থাৎ মসজিদে গিয়ে জামাআতে ছালাত আদায় না করলে সেই ছালাতই হবে না বিষয়টি এমন নয়; বরং কেউ যদি মসজিদে গিয়ে জামাআতে ছালাত আদায় নাও করে, তবুও তার ছালাত হবে। কিন্তু মসজিদ গিয়ে জামাআতে ছালাত আদায় না করার জন্য গুণাহ হবে। পক্ষান্তরে মসজিদ যদি অনেক দূরে হয়, যেখান থেকে আযান শুনতে পাওয়া না যায়, তাহলে অফিসেই জামাআত সহকারে ছালাত আদায় করাতে কোনো সমস্যা নেই (মাজমু ফাতাওয়া ইবনু উছাইমীন, ১৫/২০)।

**প্রশ্ন (১৭) : ছালাতে একাধিক ছানা একসাথে পড়া যাবে কি? যেমন- *(সুবহানাকা আল্লাহুমা...)* পড়ে এরপর *(আল্লাহুম্মা বাইদ বাইনি...)* পড়া।**

-শাহরিয়ার ইসলাম
রংপুর

**উত্তর:** সুন্নাত হলো এক ছালাতে বর্ণিত ছানাগুলোর মধ্যে যেকোনো একটি পাঠ করবে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকবীরে তাহরীমা ও ক্বিরাআতের মধ্যে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকতেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতাপিতা আপনার উপর কুরবান হোক, তাকবীর ও ক্বিরাআতের মধ্যে চুপ থাকার সময় আপনি কী পাঠ করে থাকেন? তিনি বললেন, এ সময় আমি বলি,

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ

'হে আল্লাহ! আমার ও আমার গুনাহের মধ্যে এমন ব্যবধান করে দাও যেমন ব্যবধান করেছ পূর্ব এবং পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ! আমাকে আমার গুনাহ হতে এমনভাবে পবিত্র কর যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার হয়। হে আল্লাহ! আমার গুনাহকে বরফ, পানি ও শিশির দ্বারা ধৌত করে দাও (ছহীহ বুখারী, হা/৭৪৪; ছহীহ মুসলিম, হা/৫৯৭)। এছাড়া কোনো বর্ণনাতেই পাওয়া যায় না যে, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একই রাকআতে একাধিক ছানা পাঠ করেছেন। সুতরাং একই রাকাআতে একাধিক ছানা পাঠ না করে একটির উপরই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে (মাজমু ফাতাওয়া ইবনু উছাইমীন, ১৩/১১২)।

## যাকাত

**প্রশ্ন (১৮) : যাকাতের টাকা শুধু এক শ্রেণির যেমন গরিব নিকটাত্মীয়দের দেওয়া যাবে কি?**

-মোঃ লতিফুর রহমান
চিরির বন্দর দিনাজপুর।

**উত্তর:** নিকটাত্মীয়-স্বজন যদি যাকাতের হক্বদার হয়, তাহলে তাদের যাকাতের সম্পূর্ণ টাকা দেওয়া যাবে। একদা এক আনছারী মহিলা ও আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর স্ত্রী যয়নাব বেলাল রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর মাধ্যমে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাদের স্বামীদের প্রতি ও স্বামীদের পোষ্য ইয়াতীমদের প্রতি যাকাত দিলে এটা তাদের পক্ষে যথেষ্ট হবে কি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তাদের জন্য দ্বিগুণ নেকী রয়েছে। আত্মীয়তার নেকী এবং দানের নেকী' (ছহীহ বুখারী, হা/১৪৬৬; ছহীহ মুসলিম, হা/১০০০)। কারণ আল্লাহ তাআলা আট শ্রেণির লোকদের সকলকেই সমানভাবে যাকাত বন্টন করে দেওয়ার আদেশ করেননি; বরং আট শ্রেণির লোক এই সম্পদের হক্বদার বলে উল্লেখ করেছেন (আত-তওবা, ৯/৬০)। অতএব যখন যেখানে যতজন হক্বদার থাকবে, তাদের হক্কের পরিমাণ বিবেচনা করে প্রদান করতে হবে। সবাইকে সমান দেওয়াও আবশ্যক নয়। প্রয়োজনে কোনো হক্বদারকে বাদ দিয়ে গুরুত্ব বিবেচনা করে অন্যকে সম্পূর্ণ মাল দেওয়া যেতে পারে।

**প্রশ্ন (১৯) : দ্রব্য মূল্যের দ্বারা ফিতরা আদায় করা যাবে কি?**

-শাহাবুর রহমান
ঝিনাইদহ।

**উত্তর:** টাকা দিয়ে ফিতরা আদায় করা যাবে না; বরং খাদ্যদ্রব্য দিয়েই ফিতরা আদায় করতে হবে। কেননা ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর যুগে মুদ্রার প্রচলন ছিল। তবুও তিনি ফিতরা হিসাবে মুদ্রা প্রদানের কথা বলেননি; বরং খাদ্যশস্যের কথা বলেছেন। আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমরা নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ঈদুল ফিতরের পূর্বে এক ছা' খাদ্য ফিতরা দিতাম। তখন আমাদের খাদ্য ছিল ঘি, কিশমিশ, পনীর ও খেজুর (ছহীহ বুখারী, হা/১৫১০)। সুতরাং খাদ্যশস্য দ্বারাই ফিতরা আদায় করতে হবে। এছাড়াও ছাহাবী ও তাবেঈ থেকে টাকা দিয়ে ফিতরা দেওয়ার কোনো প্রমাণ নেই।

**প্রশ্ন (২০) : ছাদাক্বার নিয়্যতে বেশি করে ফিতরা আদায় করা জায়েয হবে কী?**

-নাজমুল হক
রংপুর।

**উত্তর:** না; বরং শরীআতকে মূল্যায়ন করতে হবে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফিতরার পরিমান নির্ধারণ করেছেন এক ছা' (ছহীহ বুখারী, হা/১৫১০)। ফিতরার নামে এর বেশি পরিমাণ দেয়ার দলীল কুরআন ও সুন্নাহতে আসেনি। সুতরাং ফিতরা বলে এক ছা' দিতে হবে। আর অতিরিক্তকে সাধারণ দান বলতে হবে।

## ছিয়াম

**প্রশ্ন (২১) : ঘুমিয়ে থাকার কারণে ইফতারির সময় ৩০ মিনিট পার হয়ে গেছে। এখন করণীয় কী?**

-রুবেল ইসলাম
দিনাজপুর।

**উত্তর:** ঘুম থেকে জাগা মাত্রই ইফতারির নিয়্যতে পানি পান করবে। কেননা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তিন শ্রেণির মানুষের উপর থেকে কলম (শারঈ বিধান) উঠিয়ে নেয়া হয়েছে- ১. ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত জেগে না উঠেছে, ২. পাগল ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত বিবেক ফিরে না আসে ৩. শিশু যতদিন পর্যন্ত বিবেচনা জ্ঞান-বুদ্ধি না হয়' (আবূ দাঊদ, হা/৪৩৯৮)।

**উত্তর: প্রশ্ন (২২) : অসুস্থতার কারণে গত বছর সব ছিয়াম রাখতে পারিনি। বর্তমানেও শারীরিকভাবে অসুস্থ। এখন করণীয় কী?**

-জান্নাতুল ফিরদাউস
ঢাকা।

**উত্তর:** চির রোগী হিসাবে গত বছরসহ পরের বছরেও প্রত্যেক ছিয়ামের বিনিময়ে ফিদইয়া দিবে (আল-বাক্বারা, ১৮৪; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা, ১০/১৬১)। মহান আল্লাহ বলেন, لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কাজের ভার দেন না' (আল-বাক্বারা, ২৮৬)। অন্যত্র এরশাদ হয়েছে, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ 'আর এটি যাদের জন্য কষ্টদায়ক হয়, তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে' (আল-বাক্বারা, ১৮৪)।

উল্লেখ্য যে, কোনো ব্যক্তির পরবর্তীতে সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে ছেড়ে দেওয়া ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করবে। মহান আল্লাহ বলেন, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ 'তবে তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অসুস্থ থাকবে বা সফরে থাকবে, তাকে অন্য সময়ে সে ছিয়াম পূরণ করে নিতে হবে' (আল-বাক্বারা, ১৮৪)। অসুস্থ ব্যক্তি হুকুমের দিক দিয়ে বৃদ্ধের মতোই (ফাতাওয়া লাজনা, দায়েমা, ১০/১৬০-১৬১)। তবে যারা বেশি বয়সের কারণে বা যে কোনো কারণে ভালো হওয়ার আশা পোষণ করে না, তারা প্রতিদিন একজন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করবে। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর বাণী, (অর্থ) সামর্থ্যবান তারা মিসকীনদের ফিদিয়া প্রদান করবে। তিনি বলেন, এ আয়াতটি অতি বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা লোকের জন্য ঐচ্ছিক ব্যবস্থা স্বরূপ। যদি তারা রোযা রাখতে সামর্থ্য হয়, তবে রোযা রাখবে, অন্যথায় প্রত্যহ একজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াবে। আর গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মা যদি সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কাবোধ করে, তবে তাদের জন্যও এ নির্দেশ বহাল রয়েছে (আবূ দাঊদ, হা/২৩১৮)।

**প্রশ্ন (২৩) : মানুষকে সাহারীর সময় জাগানোর জন্য মাইকে আযান দেওয়া, গজল গাওয়া, কুরআন তেলাওয়াত করা, বক্তব্য দেওয়া ও সাইরেন বাজানো যাবে কি?**

-রাসেদুজ্জামান
খাগড়াছড়ি।

**উত্তর:** সাহারীর সময় মানুষকে জাগানোর নামে মাইকে গজল গাওয়া, কুরআন তেলাওয়াত করা, বক্তব্য দেওয়া ও সাইরেন বাজানো ইত্যাদির শারঈ কোনো ভিত্তি নেই। এগুলো সবই বিদআতী কার্যক্রম বা কুসংস্কার (ফাৎহুল বারী, হা/৬২২-৬২৩-এর ব্যাখ্যা দ্র. ২/১২৩)। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর যুগে সাহারী ও তাহাজ্জুদকে লক্ষ্য করে দুটি আযান হতো। অবশ্য এই আযানটি এই দুটির কোনো একটির সাথে খাছ নয়। অতএব সাহারীর জন্য আযান দেওয়াই সুন্নাত। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'বেলালের আযান যেন তোমাদের কাউকে সাহারী খাওয়া হতে বিরত না রাখে। কেননা সে রাত থাকতে আযান দেয়- যাতে তোমাদের মধ্যে যারা তাহাজ্জুদে রত, তারা ফিরে যায় আর যারা ঘুমন্ত তাদেরকে জাগিয়ে দেয়' (ছহীহ বুখারী, হা/৬২১, ৭২৪৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৯)।

**প্রশ্ন (২৪) : কোনো ব্যক্তি যদি রামাযানের রাত্রিতে স্ত্রী সহবাস করে ঘুমিয়ে যায় এবং অপবিত্র অবস্থায় সাহারী খেয়ে ছিয়াম রাখে, তাহলে উক্ত ছিয়াম শুদ্ধ হবে কি?**

-সোহেল রানা
বগুড়া।

**উত্তর:** ছিয়াম শুদ্ধ হবে। এতে ছিয়ামের কোনো ক্ষতি হবে না। কারণ রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও কখনো কখনো অপবিত্র অবস্থায় ফজর করতেন এবং ছিয়াম পালন করতেন। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রামাযান মাসে ভোর পর্যন্ত অপবিত্র অবস্থায় থাকতেন। এ অপবিত্রতা স্বপ্নদোষের কারণে নয়। এরপর তিনি ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম গোসল করতেন ও ছিয়াম পালন করতেন। অতঃপর ছিয়াম রাখতেন (ছহীহ বুখারী, হা/১৯৩১)।

**প্রশ্ন (২৫) : ক্বদরের রাতে সারা রাত ছালাত আদায় করা যাবে কি?**

-জহিরুল ইসলাম
সৌদি আরব।

**উত্তর:** ক্বদরের রাতে ১১ রাকআতের বেশি ছালাত আদায় করা যাবে না। কেননা ক্বদরের রাতের প্রস্তুতি ও ফযিলতের কথা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অনেক বলেছেন। তবে সারারাত বে-হিসাব ছালাত আদায় করতেন এমন কিছু বলেননি এবং ছাহাবী ও তাবেঈ থেকেও এর কোনো প্রমাণ নেই। অতএব আট রাকাআত ছালাতকেই খুব সুন্দরভাবে দীর্ঘ সময় ধরে পড়তে হবে। আবূ সালামা ইবনু আব্দুর রাহমান রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-কে জিজ্ঞাসা করেন, রামাযান মাসে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর ছালাত কেমন ছিল? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রামযান মাসে এবং অন্যান্য সময় (রাতের বেলা) এগার রাকাআতের অধিক ছালাত আদায় করতেন না। তিনি চার রাকাআত ছালাত আদায় করতেন। তুমি সেই ছালাতের সৌন্দর্য ও দীর্ঘত্ব সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। তারপর তিনি তিন রাকাআত (বিতর) ছালাত আদায় করতেন। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, (একদিন) আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি বিতরের আগে ঘুমিয়ে থাকেন? তিনি ইরশাদ করলেন, আমার চোখ দু'টি ঘুমায়, কিন্তু আমার হৃদয় ঘুমায় না (ছহীহ বুখারী, হা/১১৪৭; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৩৮।)। এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে তেলাওয়াত ও তাসবীহ-তাহলীল দীর্ঘ করে সারা রাত (সাহারী পর্যন্ত) ছালাত আদায় করা যায় (আবূ দাঊদ, হা/১৩৭৫)।

**প্রশ্ন (২৬) : ছিয়াম অবস্থায় মুখের লালা খাওয়া যাবে কি?**

-আশিকুর রহমান
পাবনা।

**উত্তর:** ছিয়াম অবস্থায় লালা বা থুথু গিলে ফেললে ছিয়ামের কোনো ক্ষতি হবে না। কেননা এগুলো মুখের সাধারণ থুথুর মতো যা মুখের সাধারণ পানি। এমনকি যদি কেউ থুথু মুখের মধ্যে একত্রিত করে গিলে ফেলে তাতেও ছিয়ামের কোন ক্ষতি হবে না। কেননা এগুলো বাহিরের এমন কোনো বস্তু নয় যা ভিতরে প্রবেশ করেছে, সুতরাং এগুলো খাদ্য হিসাবে গণ্য হবে না। আমের ইবনু রাবী'আ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে ছিয়াম অবস্থায় অসংখ্যবার মিসওয়াক করতে দেখেছি। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমার উম্মতের জন্য যদি কষ্টকর মনে না করতাম তাহলে প্রতিবার অযূর সময়ই আমি তাদের মিসওয়াকের নির্দেশ দিতাম। জাবের রাযিয়াল্লা-হু আনহু ও যায়েদ ইবনু খালেদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর সূত্রে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে এবং তিনি ছায়েম ও যে ছায়েম নয়, তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, মিসওয়াক করায় রয়েছে মুখের পবিত্রতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি। আত্বা রাহিমাহুল্লাহ ও কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ছিয়াম অবস্থায় তার মুখের থুথু গিলে ফেলতে পারে (ছহীহ বুখারী, 'ছিয়াম' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৮)।

**প্রশ্ন (২৭) : যারা বাচ্চাকে দুধ পান করাবে এবং যারা গর্ভবতী তাদের ছিয়ামের হুকুম কী?**

-শামীম রেজা
চাপাই নবাবগঞ্জ।

**উত্তর:** তারা ছিয়াম ছেড়ে দিবে এবং অন্য সময় করে নিবে। আল্লাহ অন্য সময় করার জন্য আদেশ করেছেন (১. আল-বাক্বারা, ২/১৮৫)। তবে এরাও ফক্বীর-মিসকীনকে ছিয়ামের পরিবর্তে খাদ্য দান করতে পারে। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর বাণী, 'সামর্থ্যবান তারা মিসকীনদের ফিদিয়া প্রদান করবে'। তিনি বলেন, এ আয়াতটি অতি বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা লোকের জন্য ঐচ্ছিক ব্যবস্থা স্বরূপ। যদি তারা ছিয়াম রাখতে সামর্থ্য হয়, তবে ছিয়াম রাখবে, অন্যথায় প্রত্যহ একজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াবে। আর গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মা যদি সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কাবোধ করে, তবে তাদের জন্যও এ নির্দেশ বহাল রয়েছে। ইমাম আবূ দাঊদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যদি তারা তাদের সন্তানের ব্যাপারে শঙ্কিত হয়, তবে তারা ছিয়াম না রেখে (মিসকীনকে) খাদ্য খাওয়াতে পারে (আবূ দাঊদ, হা/২৩১৮)।

**প্রশ্ন (২৮) : রামাযান মাসে নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করায় শারঈ কোনো নিষেধাজ্ঞা আছে কি?**

-হাসিবুর রহমান
দিনাজপুর।

**উত্তর:** না, এ ব্যাপারে শারঈ কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই (ছহীহ মুসলিম, হা/২৬১)। বরং যেকোনো দিনে ও যেকোনো সময়ে তা পরিষ্কার করা যায়। তবে অবশ্যই তা চল্লিশ দিনের মধ্যে পরিষ্কার করতে হবে। কেননা চল্লিশ দিনের বেশি রাখা ঠিক নয়। আনাস ইবনু মালেক রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য চল্লিশ দিন পর-পর নাভির নিচের চুল সাফ করার, নখ কাটার, গোঁফ ছাঁটার এবং বোগলের পশম উঠিয়ে ফেলার সময়সীমা নির্ধারণ করে দেন (আবূ দাঊদ, হা/৪২০০)।

**প্রশ্ন (২৯) : সাহারীর পূর্বে জাগতে পারেনি। এমতাবস্থায় না খেয়েই ছিয়াম রাখতে হবে? না-কি তার ক্বাযা আদায় করতে হবে?**

-হাসিবুর রহমান
দিনাজপুর।

**উত্তর:** এমতবস্থায় না খেয়েই ছিয়াম থাকবে। পরবর্তীতে তাকে সে ছিয়ামের ক্বাযা ও কাফফারা আদায় করতে হবে না। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, একদা নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার নিকট এসে বললেন, তোমাদের নিকট কিছু আছে কি? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন, তবে আমি ছিয়াম রাখলাম। অতঃপর আরেক দিন তিনি আমাদের নিকট আসলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে 'হায়স' হাদিয়া দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন, তা আমাকে দাও! আমি তো ছিয়ামের নিয়্যত করেছি। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, অতঃপর তিনি তা খেলেন (ছহীহ মুসলিম, হা/১১৫৪; নাসাঈ, হা/২৩২৩)। তবে সাহারীতে জাগার চেষ্টা করতে হবে। কেননা সাহারী খাওয়া সুন্নাত। সকলের উচিত সাহারী খাওয়ার প্রতি যত্নবান হওয়া। কেননা সাহারীর মধ্যে রয়েছে বিশেষ বরকত। আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা সাহারী খাও, কেননা সাহারীতে বরকত রয়েছে (ছহীহ বুখারী, হা/১৯২৩; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৯৫)।

**প্রশ্ন (৩০) : ছিয়াম অবস্থায় দিনের বেলা স্বপ্নদোষ হলে ছিয়াম ভঙ্গ হবে কি?**

-মামুন হোসেন
ঢাকা।

**উত্তর:** ছিয়াম অবস্থায় দিনের বেলায় স্বপ্নদোষ হলে ছিয়াম ভঙ্গ হবে না। কেননা যে সকল কারণে ছিয়াম ভঙ্গ হয় স্বপ্নদোষ তার অন্তর্ভুক্ত নয়। তাছাড়া এটি মানুষের সাধ্যের বাইরে অনিচ্ছায় হয়ে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোনো কাজের ভার দেন না' (আল-বাক্বারা, ২/২৮৬)। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রামাযান মাসে অপবিত্র অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর ফজর হয়ে যেতো। অথচ সে অপবিত্রতা স্বপ্নদোষের কারণে ছিল না। অতঃপর তিনি গোসল করতেন ও ছিয়াম রাখতেন (ছহীহ বুখারী, হা/১৯৩০; ছহীহ মুসলিম, হা/১১০৯)।

**প্রশ্ন (৩১) : পরীক্ষার কারণে উক্ত দিনে ছিয়াম না রেখে তার ক্বাযা আদায় করা যাবে কি?**

-আশরাফ মোল্লা
ঢাকা।

**উত্তর:** পরীক্ষা বা এরকম কোনো স্বাভাবিক কারণে ছিয়াম ছাড়া যাবে না। কেননা ছিয়াম ফরজ বিধান যা শরীআত বর্ণিত কারণ ব্যতীত অন্য কোনো কারণে পরিহার করা যাবে না। করলে বড় গুনাহ হবে। তবে কেউ যদি না বুঝে এরূপ করে ফেলে, তাহলে সে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে এবং সেই ছিয়ামের স্থানে ক্বাযা ছিয়াম পালন করবে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তির ছিয়াম অবস্থায় (অনিচ্ছায়) বমি হবে তার ছিয়াম ক্বাযা করতে হবে না। আর যে ব্যক্তি গলার ভিতর আঙ্গুল বা অন্য কিছু ঢুকিয়ে দিয়ে ইচ্ছাকৃত বমি করবে তাকে ক্বাযা আদায় করতে হবে (ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৩৫১৮)।

**প্রশ্ন (৩২) : ই'তিকাফে বসার সময় কখন? মহিলারা কি বাড়িতে ই'তিকাফ করতে পারে?**

-মেহেদী হাসান
বাগমারা, রাজশাহী।

**উত্তর:** ২০ রামাযান অতিবাহিত হওয়ার পর মাগরিবের পর ই'তিকাফে প্রবেশ করবে। কারণ শেষ দশক আরম্ভ হয় ২০ রামাযানের সূর্য ডুবার পর হতে (ছহীহ মুসলিম, হা/১১৭২)। আর ২১ তারিখ ফজর পর হতে ই'তিকাফকারী সম্পূর্ণ একাকী ইবাদতে মশগূল থাকবে (ছহীহ মুসলিম, হা/১১৭২; মিশকাত, হা/২১০৪)। মহিলারা বাড়িতে ই'তিকাফ করতে পারবে না; বরং মহিলা-পুরুষ সবাইকেই মসজিদে ই'তিকাফ করতে হবে। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত, তিনি বলেন, ইতিকাফকারীর জন্য সুন্নাহ হলো- (১) সে যেন কোনো রোগী দেখতে না যায়। (২) কোনো জানাযায় শারীক না হয়। (৩) স্ত্রী সহবাস না করে। (৪) স্ত্রীর সাথে ঘেঁষাঘেষি না করে। (৫) প্রয়োজন ছাড়া কোনো কাজে বের না হয়। (৬) ছিয়াম ছাড়া ইতিকাফ না করে এবং (৭) জামে' মসজিদ ছাড়া যেন অন্য কোথাও ই'তিকাফে না বসে (আল-বাক্বারা, ২/১৮৭)। উল্লেখ্য যে, মহিলারা মসজিদে ই'তিকাফ করতে চাইলে, অবশ্যই স্বামীর অনুমতি থাকতে হবে এবং মসজিদে পর্দার ব্যবস্থা ও ফিতনার

থেকে মুক্ত হওয়ার নিশ্চয়তা থাকতে হবে। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ রামাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ইন্তেকাল করলেন, তারপর তাঁর স্ত্রীগণ ই'তিকাফ করতেন (ছহীহ বুখারী, হা/২০২৬; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৭২)। এই হাদীছ প্রমাণ করে যে, মহিলারা ই'তিকাফ করতে চাইলে জুমআ মসজিদেই করবে। আর যদি মসজিদে করা সম্ভব না হয়, তাহলে ই'তিকাফ করতে হবে না।

**প্রশ্ন (৩৩) : রামাযান মাসে দিনের বেলা সহবাসের কাফফারা হিসেবে ৬০ দিন ছিয়াম পালন না করে ৬০ জন মিসকীনকে খাওয়ানো যাবে কি? নাকি এক্ষেত্রে একটানা ৬০টি ছিয়াম রাখতেই হবে?**

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।
রাজশাহী।

**উত্তর:** ছিয়াম পালন করার যদি সক্ষমতা থাকে, তাহলে তাকে ছিয়াম পালন করেই কাফফারা আদায় করতে হবে। আর যদি সক্ষমতা না থাকে, তাহলে সে ৬০ জন মিসকীনকে খাবার খাওয়াতে পারবে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ-এর নিকট বসে ছিলাম। এমন সময় তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন, তোমাকে কিসে ধ্বংস করল? সে বলল, আমি রামাযানের ছিয়াম অবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তুমি কি একটি দাস মুক্ত করার সামর্থ্য রাখ? সে বলল, না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তাহলে তুমি কি ক্রমাগত দুই মাস ছিয়াম পালন করতে পারবে? সে বলল, না। তখন রাসূলুল্লাহ বললেন, 'তুমি কি ৬০ জন মিসকীনকে খাওয়াতে পারবে? সে বলল, না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, 'তুমি বসো'। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট খেজুর ভর্তি একটা পাত্র নিয়ে আসা হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'এই পাত্রের খেজুরগুলো তুমি ছাদাক্বা করে দাও'। লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি এগুলো আমার চেয়েও গরীবকে ছাদাক্বা করব? আল্লাহর কসম! মদীনার উভয় প্রান্তে এমন কোনো পরিবার নেই, যারা আমার পরিবারের চেয়ে বেশি অভাবী। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনভাবে হেসে উঠলেন, যাতে তাঁর সামনের দাঁতগুলো প্রকাশ হয়ে গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তুমি এটা নিয়ে যাও এবং তোমার পরিবারের লোকদের খাওয়াও' (ছহীহ বুখারী, হা/১৯৩৬; ছহীহ মুসলিম, হা/১১১১ )।

**প্রশ্ন (৩৪) : মৃত্যু ব্যক্তির নামে রামাযান মাসে ইফতারের দাওয়াতে সকলের অংশ গ্রহণ করা যাবে কি ?**

-ইসমাইল সেখ
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ

**উত্তর:** না, মৃত ব্যক্তির নামে দেওয়া ইফতারে সকলে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না। কেননা মৃত ব্যক্তির নামে যেটা প্রদান করা হয়, সেটি ছাদাক্বা। আর ছাদাক্বা সবাই খেতে পারে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যাকাতের মাল ধনীদের জন্য হালাল নয়, সুস্থ সবলদের (খেটে খেতে সক্ষম) জন্যও নয় (আবূ দাঊদ, হা/১৬৩৪, তিরমিযী, হা/৬৫২)। অতএব মৃত ব্যক্তির নামে দেওয়া ইফতারিতে শুধুমাত্র দরিদ্ররা অংশগ্রহণ করবে।

**প্রশ্ন (৩৫) : জনৈক আলেম বলেন, আরাফার দিন ছিয়াম রাখলে ১০০০০ দিন ছিয়ামের সমান নেকী পাওয়া যাবে। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?**

-মোঃ কেরামত আলী
চট্টগ্রাম।

**উত্তর:** উক্ত বর্ণনাটি যঈফ (যঈফ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হা/৭৩৬)। তবে ছহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল ﷺ-কে আরাফাহ দিবসের ছিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আমি আল্লাহর কাছে আশাবাদী যে, তাতে পূর্ববর্তী বছর ও পরবর্তী বছরের গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে (ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬২)। এই বর্ণনাটি ছহীহ।

**প্রশ্ন (৩৬) : শাওয়ালের ছয়টি ছিয়ামের ফযীলত কি?**

-মনিরুল ইসলাম
মুর্শিদাবাদ, ভারত।

**উত্তর :** রামাযানের ছিয়াম পালনের পরে শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম পালন করলে পূর্ণ বছর ছিয়াম পালনের নেকী পাওয়া যায়। আবূ আইয়্যূব আনছারী রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ 'যে ব্যক্তি রামাযানের ছিয়াম পালন করল অতঃপর শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম পালন করল, সে যেন পুরো বছরই ছিয়াম পালন করল' (ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৪; মিশকাত, হা/২০৪৭)।

**প্রশ্ন (৩৭) : শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম কি একাধারে আদায় করতে হবে, না-কি বিচ্ছিন্নভাবেও আদায় করা যাবে? আর এই দুটির মধ্যে কোনটি করা উত্তম।**

-ফাতিমা খাতুন
বরিশাল।

**উত্তর :** শাওয়ালের ছিয়ামগুলো একাধারে আদায় করা শর্ত নয়; বরং আলাদা আলাদাভাবেও আদায় করা যায়। আবূ আইয়্যূব আনছারী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করার পরে শাওয়াল মাসে ছয়দিন ছিয়াম পালন করে, সে যেন সারা বছরই ছিয়াম পালন

করল' (ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৪)। এখানে একাধারে আদায় করতে হবে এমন কোনো শর্ত করা হয়নি। সুতরাং শাওয়াল মাসের যেকোনো দিনে আদায় করা যাবে। তবে যত তাড়াতাড়ি আদায় করা যায় ততই ভালো। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে, যার পরিধি আসমানসমূহ ও যমিনের সমান, যা মুত্তাক্বীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে' (আলে ইমরান, ৩/১৩৩)। সুতরাং বিচ্ছিন্নভাবে পালন করার চেয়ে একাধারে শাওয়ালের ছিয়াম পালন করাই বেশি উত্তম।

**প্রশ্ন (৩৮) : আমি একজন প্রবাসী। আমার কাজ খুব কঠিন হওয়ার জন্য অনেক সময় ছিয়াম থাকতে পারি না। যদি আমি দেশে ৩০ জন ছিয়াম পালনকারীকে ইফতার করাই তাহলে কি আমার ছিয়ামের নেকী হবে ?**

-নাঈম ইসলাম
কুয়েলালামপুর, মালয়েশিয়া।

**উত্তর:** কাজ কষ্টকর হওয়ার জন্য রামাযানের ছিয়াম ভঙ্গ করা জায়েয নয়। কেননা রামাযানের ছিয়াম হলো ইসলামের রুকনগুলোর অন্যতম। প্রত্যেক মুকাল্লাফ ব্যক্তির জন্য এই মাসে ছিয়াম পালন করা ফরয (আল-বাকারা, ২/১৮৩)। শারঈ কোনো ওযর ছাড়া এই মাসে ছিয়াম ভঙ্গ করা জায়েয নয় (আল-বাকারা, ২/১৮৪)। কিন্তু কাজ কষ্টকর হওয়ার জন্য ছিয়াম ভঙ্গ করা শারঈ কোনো ওযর নয়। তাই এই কারণে ছিয়াম ভঙ্গ করা জায়েয হবে না; বরং এক্ষেত্রে উচিত হবে, ছিয়াম অবস্থাতে এমন কষ্টকর কাজ না করা। কিন্তু যদি এটি সম্ভব না হয়, তাহলে আখেরাতের প্রতিদানকে প্রাধান্য দিয়ে ছিয়াম পালন করবে এবং আল্লাহর উপর ভরসা করবে। আল্লাহ বলেন, আর যে কেউ আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ তার জন্য (উত্তরণের) পথ করে দেবেন এবং তিনি তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে রিযিক্ব দান করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট (আত-ত্বালাক্ব, ৬৫/২-৩)।

## বিবাহ

**প্রশ্ন (৩৯) : কোনো ব্যক্তি তার আপন খালাতো বোনের মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে কি? দলীলসহ জানিয়ে বাধিত করবেন।**

-রফিকুল হক
মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর।

**উত্তর:** হ্যাঁ, খালাতো বোনের মেয়েকে বিবাহ করতে পারবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা আপন বোনের মেয়েকে বিয়ে করাকে হারাম করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা, মেয়ে, বোন, ফুফু, খালা, ভাইয়ের মেয়ে, বোনের মেয়ে.. (আন-নিসা, ৪/২৩)। সুতরাং খালাতো বোনের মেয়ে মাহরাম নয়। তাই তাকে বিবাহ করাতে শরীআতে কোনো বাধা নেই।

**প্রশ্ন (৪০) : আমার এক ভাই দ্বিতীয় বিয়ে করায় এবং প্রথমা স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ভালো না থাকায় প্রথমা স্ত্রী তার পুত্রের রোজগারে অন্যত্র বাসা ভাড়া করে থাকেন। স্বামী স্ত্রীর কিংবা স্ত্রী স্বামীর, কেউ কারো খোঁজ খবর নেয় না। কেউ কাউকে তালাক্বও দেয় না। উভয়ের বাসার দূরত্ব আধা কিলোমিটার। কদাচিৎ তাদের দেখা হলেও কখনো কথা হয় না। এভাবে প্রায় ১০ থেকে ১২ বছর পার হয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনা কী?**

-মো: মাহবুব আলম
বরগুনা।

**উত্তর:** কোনো পুরুষ যদি একাধিক স্ত্রীর মাঝে ইনছাফ করতে পারে, তাহলে শরীআতে তার জন্য একাধিক বিবাহ করার অনুমতি রয়েছে (আন-নিসা, ৪/৩)। কিন্তু একাধিক বিবাহ করলে অবশ্যই স্ত্রীদের মাঝে ইনছাফ করতে হবে। কিন্তু প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী, এখানে স্বামী স্ত্রীর কোনো খোজ খবর রাখে না, আবার স্ত্রীও স্বামীর কোনো খোজ খবর রাখে না, যেটা মোটেই কাম্য নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে স্বামী যদি তার সেই প্রথম স্ত্রীকে স্ত্রী হিসেবে রাখতে চায়, তাহলে তার সাথে বিষয়টার মীমাংসা করে নিবে। প্রয়োজনে তার পরিবার থেকে একজনকে এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজনকে সালিশ নিযুক্ত করবে। সেই সালিশগণ নিষ্পত্তি চাইলে আল্লাহ তাআলা তাদের মাঝে মীমাংসার ব্যবস্থা করে দিবেন (আন-নিসা, ৪/৩৫)। আর যদি সেই স্ত্রীকে রাখতেই না চায়, তাহলে বিধিসম্মতভাবে তাকে ত্বালাক্ব দিবে। অনুরূপভাবে স্ত্রীও যদি তার স্বামীর কাছে যেতে না চায় আর যদি না যাওয়ার যথাযথ কারণ থাকে, তাহলে সে খোলা করে নিবে। কিন্তু স্বামীর কোনো দোষ-ত্রুটি না থাকলে সেই স্ত্রীর জন্য খোলা করা জায়েয হবে না। কেননা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোনো মহিলা স্বামীর নিকট দোষ-ত্রুটি ছাড়া খোলা ত্বালাক্ব চাইলে তার জন্য জান্নাতের সুগন্ধি হারাম' (তিরমিযী, হা/১১৮৭; আবূ দাঊদ, হা/২২২৬; ইবনু মাজাহ, হা/২০৫৫; মিশকাত, হা/৩২৭৯)। সুতরাং স্বামীর দোষ না থাকলে স্ত্রীর উচিত হবে, তার স্বামীর কাছে আবার ফিরে যাওয়া এবং সংসার চালিয়ে যাওয়া। ইনশাআল্লাহ- এর মাধ্যমেই আল্লাহ তাদের মধ্যে বরকত দান করবেন।

## হালাল হারাম

**প্রশ্ন (৪১): যমযমের পানি সুস্থতার আশায় মুখে মাথায় মাসাহ করা যাবে কি?**

-আতিকুল্লাহ
সদর, দিনাজপুর।

**উত্তর:** যমযমের পানি হলো বরকতময় এবং রোগের আরোগ্যস্বরূপ। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'এই পানি বরকতময় এবং ক্ষুধা নিবারক খাবার' (ছহীহ মুসলিম, হা/২৪৭৩)। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, যমিনের উপর সবচেয়ে উত্তম পানি হলো যমযমের পানি। এটি হলো ক্ষুধা নিবারক খাদ্য এবং রোগের আরোগ্য (ছহীহ তারগীব ওয়াত-তারহীব, হা/১১৬১, জামেউছ ছগীর, হা/৫৬৩৩)। যেহেতু যমযমের পানি রোগের আরোগ্য, তাই আরোগ্যের নিয়্যতে এই পানি মুখে ও মাথায় মাসাহ করাতে কোনো সমস্যা নেই।

**প্রশ্ন (৪২): আমি বিকাশের এজেন্ট। বিকাশের মাধ্যমে অনেক কাস্টমার আসে এনজিও কিস্তি দেওয়ার জন্য। ইসলামিক দৃষ্টিতে এভাবে কিস্তি প্রদান করা যাবে কি?**

- আবু হানিফ বিন মর্তুজা
সাপাহার, নওগাঁ।

**উত্তর:** এনজিও হলো আন্তর্জাতিক অলাভজনক কোনো বেসরকারি সংস্থা, যারা সরকারের অনুমতিক্রমে স্বাধীনভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করে থাকে। সুতরাং যদি কোনো এনজিও সংস্থা শরী'আত বহির্ভূত কোনো কর্মকাণ্ডের সাথে, বিশেষভাবে সূদের সাথে জড়িত না থাকে, তাহলে বিকাশের মাধ্যমে এমন কাস্টমারের কিস্তি পরিশোধ করাতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু কোনো এনজিও সংস্থা যদি শরী'আত বহির্ভূত কর্মকাণ্ড; যেমন সূদ, পরিবার পরিকল্পনা, তরুণ-তরুণীর অবাধ মেলামেশা ও যৌনাচারে উৎসাহিত করার মতো কোনো কাজে জড়িত থাকে, তাহলে এমন এনজিওতে কাস্টমারের কিস্তি পরিশোধ করা যাবে না। কারণ এটা শরী'আত বিরোধী কাজে সহযোগিতার শামিল, যা নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো, কিন্তু পাপ ও আল্লাহদ্রোহিতার কাজে সহযোগিতা করো না' (আল-মায়েদা, ৫/২)।

**প্রশ্ন (৪৩): সনাতন ধর্মাবলম্বীদের দূর্গাপূজায় যদি কোনো মুসলিম তাদের সহযোগিতা করে, তাদের পূজা উপলক্ষে যদি আর্থিকভাবে সহযোগিতা করে, জামা কাপড়ের জন্য ও খাবারের জন্য টাকা দেয়, তাহলে কি সেটা পাপ বলে গণ্য হবে?**

- সাদেকুর রহমান সোহেল
নরসিংদী।

**উত্তর:** কোনো মুসলিমের জন্য অমুসলিমদের উৎসবে অংশ গ্রহণ করা এবং তাতে সহযোগিতা করা জায়েয নয়। কোনো মুসলিম যদি তাদের দূর্গাপুজার মতো উৎসবে অংশ গ্রহণ করে বা তাতে কোনোভাবে সহযোগিতা করে, তাহলে সে সেই পাপের ভাগীদার হবে। কারণ এটি সরাসরি শিরকের সহযোগিতা করা। আর আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো, কিন্তু পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না (আল-মায়েদা, ৫/২)। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্য কওমের উদযাপনে শরীক হল সে গযবের শিকার হবে (সুনানে বায়হাক্বী, হা/১৮৬৪০, সনদ ছহীহ)। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন সেই কওমের সাথেই তার উত্থান ঘটবে (সুনানে বায়হাক্বী, হা/১৮৬৪২, সনদ জাইয়েদ)।

**প্রশ্ন (৪৪): যে সব প্রতিষ্ঠানে নিজেকে সূদের হিসাব করতে হয়, সে সব প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করে উপার্জিত অর্থ হালাল হবে কি?**

- মোঃ আলী হোসেন
দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর।

**উত্তর:** না, সূদী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করে উপার্জিত অর্থ হালাল নয়। কারণ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূদ গ্রহীতা, সূদ দাতা, সূদের লেখক এবং সূদের সাক্ষীদের উপর অভিশাপ করেছেন এবং বলেছেন তারা সবাই সমান (ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৬২; ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৯৮)। আর এমন কাজের মাধ্যমে অন্যায়কে সহযোগিতা করা হবে, যেটি নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা কল্যাণকর ও আল্লাহভীরুতার কাজে একে-অপরকে সহযোগিতা করো। অন্যায় ও আল্লাহদ্রোহিতার কাজে একে-অপরকে সহযোগিতা করো না' (আল-মায়েদা, ৫/২)।

**প্রশ্ন (৪৫): ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য দালালকে ঘুষ দেওয়া ছাড়া কোনোভাবেই লাইসেন্স করা যাচ্ছে না। যারা দালাল ধরে ঘুষ দিচ্ছে শুধু তাদেরই লাইসেন্স করে দিচ্ছে। এক্ষেত্রে আমাদের ঘুষ দেওয়া জায়েয হবে কি না?**

-মো: তানজিল আহম্মেদ
লালপুর, নাটোর।

**উত্তর:** দালালকে ঘুষ দেওয়া ছাড়া কোনোভাবেই ড্রাইভিং লাইসেন্স করা যাচ্ছে না কথাটি সঠিক নয়। ঘুষ দেওয়া ছাড়াও বৈধ উপায়ে ড্রাইভিং লাইসেন্স করা যায়। হয়তো হয়রানির শিকার হওয়া লাগতে পারে, কিছুটা বিলম্ব হতে পারে। কিন্তু অসম্ভব নয়। তাই ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য দালালকে ঘুষ দেওয়া যাবে না। কেননা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতা উভয়ের উপর লানত করেছেন (আবূ-দাউদ, হা/৩৫৮০; ইবনু মাজাহ, হা/২৩১৩)। তবে যদি পরিস্থিতি এমন হয় যে, ঘুষ দেওয়া ছাড়া কোনোভাবেই ড্রাইভিং লাইসেন্স করা সম্ভব নয়, তাহলে সেক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা এরূপ নিরুপায় ব্যক্তিকে পাকড়াও করবেন না। আল্লাহ তাআলা বলেন, আল্লাহ তাআলা কারো উপর তার সাধ্যের বাইরে বোঝা চাপিয়ে দেন না (আল-বাকারা, ২/২৮৬)।

**প্রশ্ন (৪৬): নিকটাত্মীয় কেউ যদি কোনো উপহার (টাকা, পোশাক, খাবার) দেয় এবং তার উপার্জনে যদি হারামের মিশ্রণ থাকতে পারে বলে সন্দেহ থাকে, তবে সেটা কি গ্রহণ করা যাবে?**

-আরিফ শেখ
ভারত।

**উত্তর:** যদি স্পষ্ট জানা যায় যে, উপহারটা হারাম উপার্জনের, তাহলে সেটি গ্রহণ করা বৈধ হবে না। কেননা এতে সেই হারামকে সহযোগিতা করা হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অন্যকে সহযোগিতা করো না (আল-মায়েদা, ৫/২)। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঐ শরীর জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যেই শরীর হারাম দিয়ে গঠিত হয়েছে (বায়হাক্বী, শুআবুল ঈমান, হা/১১৫৯)। আর উপহারটি হারাম উপার্জনের নাকি হারাম উপার্জনের এটি যদি স্পষ্ট জানা না যায়, তাহলে সেটি গ্রহণ করাতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হাদিয়া গ্রহণ করতেন এবং এর প্রতিদানও দিতেন (ছহীহ বুখারী, হা/২৫৮৫)।

**প্রশ্ন (৪৭): আমি চীনে থাকি। চীন থেকে আমি প্রোডাক্ট কিনে বাংলাদেশে পাঠিয়ে লাভ করি। এরূপ ব্যবসা কি জায়েয?**

-আনিসুল হক
বেইজিং, চীন।

**উত্তর:** রপ্তানিকৃত পণ্য যদি হালাল হয়, তাহলে এমন ব্যবসা করাতে শরী'আতে কোনো বাধা নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন, আল্লাহ কেনা-বেচাকে হালাল করেছেন আর সূদকে হারাম করেছেন (আল-বাক্বারা, ২/২৭৫)। আর যদি পণ্য হারাম হয়, তাহলে এমন ব্যবসা করা জায়েয নয়। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা যখন কোনো কিছুকে হারাম করেন, তখন তার মূল্যকেও হারাম করেন (দারাকুত্বনী, হা/২০, ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৩১৭৩; সনদ ছহীহ)।

## মীরাছ

**প্রশ্ন (৪৮): দাদা জীবিত থাকাকালীন বাবা মারা গেলে মৃত বাবার সন্তানরা তাদের দাদার সম্পত্তির ভাগ পাবে কি না?**

- তাওসীফ
কাজলা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী।

**উত্তর:** না, এমতাবস্থায় নাতি-নাতনীরা তাদের দাদার সম্পত্তির ভাগ পাবে না। কেননা পিতা-মাতার মৃত্যুর পূর্বে সন্তান মারা গেলে সন্তানের সন্তানেরা অর্থাৎ নাতি-নাতনীরা দাদা-দাদীর সম্পদের ওয়ারিছ হবে না। তবে দাদা-দাদী এমন নাতি-নাতনীর জন্য অছিয়ত করে যেতে পারে। কিন্তু সেই অছিয়ত হবে সর্বোচ্চ তিন ভাগের একভাগ। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মুসলিম ব্যক্তির অছিয়ত করার মত কিছু সম্পদ রয়েছে, সে ব্যক্তির জন্য তার নিজের কাছে অছিয়তনামা লিখে না রেখে দুই রাত্রিও অতিবাহিত করার অধিকার তার নেই (ছহীহ বুখারী, হা/২৭৩৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬২৭)।

## জিহাদ

**প্রশ্ন (৪৯): আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার ফযীলত জানতে চাই?**

-হাসিবুর রহমান
দিনাজপুর।

**উত্তর:** জিহাদ অর্থ হলো, প্রচেষ্টা করা। জিহাদকে প্রকৃত অর্থে জিহাদ বলা হয় না যতক্ষণ না আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা হয়, আল্লাহর কালিমাহকে উঁচু করা, হক্বের পতাকাকে সমুন্নত করা এবং বাতিলকে দূর করা উদ্দেশ্য হয়। সাথে সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিতে হয়। এগুলো বাদ দিয়ে যদি জিহাদ দিয়ে দুনিয়ার কোনো স্বার্থ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সেটিকে প্রকৃত অর্থে জিহাদ বলা হবে না। জিহাদের অনেক ফযীলত রয়েছে। আবূ সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে ও মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে রাসূল হিসেব গ্রহণ করে সন্তুষ্ট, তার জন্যে জান্নাত অবধারিত হয়ে যাবে। আবূ সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাতে আশ্চর্য হয়ে গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্যে কথাটি আবার বলুন। তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবার কথাটি বললেন, তারপর তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আর একটি আমল এমন রয়েছে, যার দ্বারা বান্দা জান্নাতে এমন একশটি মর্যাদার স্তর লাভ করবে যার দুটো স্তরের মধ্যে ব্যবধান হবে আসমান ও যমিনের ব্যবধান সমান। তখন তিনি রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ঐ আমলটি কী, হে আল্লাহর রাসূল? তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ (ছহীহ মুসলিম, হা/২৮১০)। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করা হল, কোন আমলটি সর্বোত্তম? তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনা। তারপর তাকে ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করা হল, অতঃপর কোনটি?' তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। তারপর তাকে প্রশ্ন করা হল, অতঃপর কোনটি? তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'মাবরূর হজ্জ সম্পাদন করা (ছহীহ বুখারী, হা/২৬; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৩)।

## আদব

**প্রশ্ন (৫০): সামনাসামনি কেউ প্রসংশা করলে সেটার করণীয় সম্পর্কে বিস্তার আলোচনা করবেন।**

-রকিবুল ইসলাম
বাগমারা, রাজশাহী।

**উত্তর:** সামনাসামনি কেউ কারো প্রশংসা করলে সর্বপ্রথম তাকে এই কাজ করা থেকে নিষেধ করবে। কেননা এর মাধ্যমে যার প্রশংসা করা হচ্ছে সে ফিতনায় পড়তে পারে। আবূ বাকরাহ (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সম্মুখে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির খুব প্রশংসা করল। এটা শুনে তিনি (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'হায় দুর্ভাগা! তুমি তোমার ভাইয়ের গলা কাটলে'। এ বাক্য তিনি তিনবার বললেন। অতঃপর বললেন, যদি তোমরা কারো প্রশংসা করা প্রয়োজন মনে করো, তবে এরূপ বলবে, আমি অমুক ব্যক্তি সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করি, প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন (ছহীহ বুখারী, হা/২৬৬২, ছহীহ মুসলিম, হা/৩০০০)। আর যার প্রশংসা করা হচ্ছে সেই ব্যক্তি এই দু'আ পড়বে, اَللّٰهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَاغْفِرْ لِيْ مَا لَا يَعْلَمُوْنَ অর্থ: 'হে আল্লাহ! তারা যা বলছে সে ব্যাপারে আমাকে পাকড়াও করো না এবং যে বিষয়ে তারা জানে না, সে বিষয়ে আমাকে ক্ষমা করে দাও'। জনৈক ছাহাবী এ দো'আটি পাঠ করতেন' (আল আদাবুল মুফরাদ, হা/৭৬১, সনদ ছহীহ)।

## সংশোধনী

মাসিক আল-ইতিছাম মার্চ, ২০২৩ সংখ্যার ১৯ নং পৃষ্ঠায় 'বেশি বেশি দু'আ করা' পয়েন্টে উল্লেখিত হাদীছে دَعْوَةُ الصَّائِمِ এর স্থানে دَعْوَةُ الْوَالِدِ হয়ে যায়। মূলত পূর্ণাঙ্গ হাদীছটি এমন হবে— রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ: دَعْوَةُ الصَّائِمِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ 'তিন ব্যক্তির দু'আ কবুল করা হয়— ১. ছওম পালনকারী ব্যক্তির, ২. মুসাফির ব্যক্তির এবং ৩. মাযলূম ব্যক্তির' *(শু'আবুল ঈমান, হা/৩৩২৩; সিলসিলা ছহীহা, হা/১৭৯৭)*।

এমন অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলের জন্য আমরা মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। -প্রধান সম্পাদক

بسم الله الرحمن الرحيم

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত
প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর সমূহ

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য :
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ জেনারেল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৭০১
বিকাশ নং- ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ (পারসোনাল)

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রমের জন্য
নিবরাস ইয়াতিম কল্যাণ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৬০০
নগদ নং- ০১৪০৭-০২১৮০০ (পারসোনাল)
রকেট নং- ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ (পারসোনাল)

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রমের জন্য :
বায়তুল হামদ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৩১৬
বিকাশ নং- ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ (মার্চেন্ট)

পত্রিকা ও বই ফ্রি বিতরণ এবং দাঈ নিয়োগসহ বিভিন্ন দাওয়াহ কার্যক্রমের জন্য :
আল-ইতিছাম দাওয়াহ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৮০২
বিকাশ নং- ০১৭৯৩-৬৩৮১৮০ (এজেন্ট)

মানবসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য :
নিবরাস ত্রাণ তহবিল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৯০৩
বিকাশ নং- ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮ (পারসোনাল)

যাকাতের জন্য :
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ যাকাত ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৪১৭
বিকাশ নং- ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ (পারসোনাল)

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বীরহাটাব-হাটাব, বীরাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
নারায়ণগঞ্জ শাখা : বীরহাটাব-হাটাব, বীরাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮, ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
রাজশাহী শাখা : ডাঙ্গীপাড়া, পবা, শাহ্মুখদুম, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৮৭-০২৫০৬০, ০১৭২৪-৩৮৪৮৫৫

সদ্য প্রকাশিত
সদ্য পরিমার্জিত
কেন হব অবরোধবাসিনী ?
উম্মে মারিয়াম রাযিয়া বিনতে আযীযুর রহমান
পৃষ্ঠা : ২৪০ মূল্য : ১৪০ টাকা
শিক্ষা বনাম জাহিলিয়াত
উম্মে মারিয়াম রাযিয়া বিনতে আযীযুর রহমান
পৃষ্ঠা : ১৬৮ মূল্য : ৯০ টাকা
হজ্জ ও উমরা
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
পৃষ্ঠা : ১২৮ মূল্য : ৯০ টাকা
আইনে রাসুল (ছা:) দু'আ অধ্যায়
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
পৃষ্ঠা : ২০৮ মূল্য : ১৩০ টাকা
পোশাক
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
পৃষ্ঠা : ৯৬ মূল্য : ৭৫ টাকা
উপদেশ
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
পৃষ্ঠা :৪৫৬ মূল্য :২৫০ টাকা
রাসুল (ছা.)-এর ছালাত বানাম প্রচিলিত ছালাত
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
পৃষ্ঠা : ৩৯২ মূল্য : ২২০ টাকা
এছাড়াও তুবা পাবলিকেশনের অন্যান্য বই পেতে যোগাযোগ করুন
TUBA PUBLICATION
রাজশাহী অফিস
নওদাপাড়া (আমচত্বর), সপুরা, রাজশাহী
মোবাইল : ০১৩০১-৩৯৬৮৩৬
বাংলাবাজার অফিস
গিয়াস গার্ডেন মার্কেট, নর্থব্রুক হল রোড, ৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল : ০১৪০৭-০২১৮৫০

BONOJO
Organic BONOJO
TM
bonojobd.com
01704550806
/bonojobd
সুন্দরবনের
খলিশা ফুলের মধু
চাষের নয়, প্রাকৃতিক মধু

Monthly Al-Itisam الاعتصام 7th Year, 6th Part, April 2023 , Price : 30.00

রামাযানের শুভেচ্ছা

# সাহারী ও ইফতারের সময়সূচি

হিজরী: ১৪৪৪, ঈসায়ী: ২০২৩, বঙ্গীয়: ১৪২৯-১৪৩০

(ঢাকার জন্য)

| তারিখ | | | বার | সাহারীর শেষ সময় ঘন্টা-মিনিট | ইফতারের সময় ঘন্টা-মিনিট |
|---|---|---|---|---|---|
| হিজরী | ঈসায়ী | বঙ্গাব্দ | | | |
| ১ রামাযান | ২৪ মার্চ | ১০ চৈত্র | শুক্রবার | ৪:৪৩ | ৬:১১ |
| ২ রামাযান | ২৫ মার্চ | ১১ চৈত্র | শনিবার | ৪:৪২ | ৬:১১ |
| ৩ রামাযান | ২৬ মার্চ | ১২ চৈত্র | রবিবার | ৪:৪১ | ৬:১২ |
| ৪ রামাযান | ২৭ মার্চ | ১৩ চৈত্র | সোমবার | ৪:৪০ | ৬:১২ |
| ৫ রামাযান | ২৮ মার্চ | ১৪ চৈত্র | মঙ্গলবার | ৪:৩৯ | ৬:১৩ |
| ৬ রামাযান | ২৯ মার্চ | ১৫ চৈত্র | বুধবার | ৪:৩৮ | ৬:১৩ |
| ৭ রামাযান | ৩০ মার্চ | ১৬ চৈত্র | বৃহস্পতিবার | ৪:৩৭ | ৬:১৪ |
| ৮ রামাযান | ৩১ মার্চ | ১৭ চৈত্র | শুক্রবার | ৪:৩৬ | ৬:১৪ |
| ৯ রামাযান | ০১ এপ্রিল | ১৮ চৈত্র | শনিবার | ৪:৩৪ | ৬:১৪ |
| ১০ রামাযান | ০২ এপ্রিল | ১৯ চৈত্র | রবিবার | ৪:৩৩ | ৬:১৫ |
| ১১ রামাযান | ০৩ এপ্রিল | ২০ চৈত্র | সোমবার | ৪:৩২ | ৬:১৫ |
| ১২ রামাযান | ০৪ এপ্রিল | ২১ চৈত্র | মঙ্গলবার | ৪:৩১ | ৬:১৬ |
| ১৩ রামাযান | ০৫ এপ্রিল | ২২ চৈত্র | বুধবার | ৪:৩০ | ৬:১৬ |
| ১৪ রামাযান | ০৬ এপ্রিল | ২৩ চৈত্র | বৃহস্পতিবার | ৪:২৯ | ৬:১৭ |
| ১৫ রামাযান | ০৭ এপ্রিল | ২৪ চৈত্র | শুক্রবার | ৪:২৮ | ৬:১৭ |
| ১৬ রামাযান | ০৮ এপ্রিল | ২৫ চৈত্র | শনিবার | ৪:২৭ | ৬:১৭ |
| ১৭ রামাযান | ০৯ এপ্রিল | ২৬ চৈত্র | রবিবার | ৪:২৬ | ৬:১৮ |
| ১৮ রামাযান | ১০ এপ্রিল | ২৭ চৈত্র | সোমবার | ৪:২৫ | ৬:১৮ |
| ১৯ রামাযান | ১১ এপ্রিল | ২৮ চৈত্র | মঙ্গলবার | ৪:২৪ | ৬:১৯ |
| ২০ রামাযান | ১২ এপ্রিল | ২৯ চৈত্র | বুধবার | ৪:২৩ | ৬:১৯ |
| ২১ রামাযান | ১৩ এপ্রিল | ৩০ চৈত্র | বৃহস্পতিবার | ৪:২২ | ৬:১৯ |
| ২২ রামাযান | ১৪ এপ্রিল | ০১ বৈশাখ | শুক্রবার | ৪:২০ | ৬:২০ |
| ২৩ রামাযান | ১৫ এপ্রিল | ০২ বৈশাখ | শনিবার | ৪:১৯ | ৬:২০ |
| ২৪ রামাযান | ১৬ এপ্রিল | ০৩ বৈশাখ | রবিবার | ৪:১৮ | ৬:২১ |
| ২৫ রামাযান | ১৭ এপ্রিল | ০৪ বৈশাখ | সোমবার | ৪:১৭ | ৬:২১ |
| ২৬ রামাযান | ১৮ এপ্রিল | ০৫ বৈশাখ | মঙ্গলবার | ৪:১৬ | ৬:২১ |
| ২৭ রামাযান | ১৯ এপ্রিল | ০৬ বৈশাখ | বুধবার | ৪:১৫ | ৬:২২ |
| ২৮ রামাযান | ২০ এপ্রিল | ০৭ বৈশাখ | বৃহস্পতিবার | ৪:১৪ | ৬:২২ |
| ২৯ রামাযান | ২১ এপ্রিল | ০৮ বৈশাখ | শুক্রবার | ৪:১৩ | ৬:২২ |
| ৩০ রামাযান | ২২ এপ্রিল | ০৯ বৈশাখ | শনিবার | ৪:১২ | ৬:২৩ |

বি.দ্র. রামাযানের শুরু এবং শেষ চন্দ্রদয়ের উপর নির্ভরশীল

সূত্র: বাংলাদেশ আবহাওয়া (www.bmd.gov.bd) | মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com) | গণনা পদ্ধতি: University of Islamic Sciences,Karachi.

বাংলাদেশের আবহাওয়া বিভাগের নির্ঘণ্ট অনুযায়ী ঢাকার সময়ের সাথে অন্যান্য জেলাসমূহের পার্থক্য মাসে একাধিকবার পরিবর্তন হয়। সেকারণে অধিকতর সঠিক সময় নির্ধারণের লক্ষ্যে রামাযান মাসকে তিন ভাগে ভাগ করে ইফতারের সময়সূচি দেখানো হয়েছে।

জেলাভিত্তিক সময়সূচি [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

### ঢাকা বিভাগ

| জেলার নাম | সাহারী | ইফতার | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ১-১০ | ১১-২০ | ২১-৩০ |
| নরসিংদী | -১ | -১ | -১ | -১ |
| গাজীপুর | ০ | ০ | ০ | ০ |
| শরিয়তপুর | +১ | ০ | ০ | -১ |
| নারায়ণগঞ্জ | ০ | -১ | -১ | -১ |
| টাঙ্গাইল | +১ | +২ | +২ | +৩ |
| কিশোরগঞ্জ | -২ | -২ | -১ | -১ |
| মানিকগঞ্জ | +২ | +২ | +২ | +২ |
| মুন্সিগঞ্জ | ০ | -১ | -১ | -১ |
| রাজবাড়ী | +৩ | +৪ | +৪ | +৪ |
| মাদারীপুর | +২ | +১ | +১ | ০ |
| গোপালগঞ্জ | +৩ | +২ | +২ | +২ |
| ফরিদপুর | +৩ | +২ | +২ | +২ |

### রাজশাহী বিভাগ

| জেলার নাম | সাহারী | ইফতার | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ১-১০ | ১১-২০ | ২১-৩০ |
| সিরাজগঞ্জ | +২ | +৩ | +৩ | +৩ |
| পাবনা | +৪ | +৫ | +৫ | +৫ |
| বগুড়া | +৩ | +৫ | +৫ | +৫ |
| রাজশাহী | +৬ | +৭ | +৭ | +৮ |
| নাটোর | +৫ | +৬ | +৬ | +৬ |
| জয়পুরহাট | +৪ | +৬ | +৬ | +৭ |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ | +৮ | +৯ | +৯ | +৯ |
| নওগাঁ | +৫ | +৬ | +৭ | +৭ |

### চট্টগ্রাম বিভাগ

| জেলার নাম | সাহারী | ইফতার | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ১-১০ | ১১-২০ | ২১-৩০ |
| কুমিল্লা | -৩ | -৩ | -৪ | -৪ |
| ফেনী | -৩ | -৪ | -৫ | -৫ |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া | -৩ | -৩ | -৩ | -৩ |
| রাঙ্গামাটি | -৬ | -৮ | -৮ | -৯ |
| নোয়াখালী | -২ | -৩ | -৪ | -৪ |
| চাঁদপুর | ০ | -২ | -২ | -২ |
| লক্ষ্মীপুর | -১ | -২ | -২ | -৩ |
| চট্টগ্রাম | -৪ | -৬ | -৭ | -৭ |
| কক্সবাজার | -৩ | -৭ | -৮ | -৮ |
| খাগড়াছড়ি | -৫ | -৮ | -৭ | -৭ |
| বান্দরবান | -৫ | -৮ | -৮ | -৯ |

### খুলনা বিভাগ

| জেলার নাম | সাহারী | ইফতার | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ১-১০ | ১১-২০ | ২১-৩০ |
| যশোর | +৬ | +৫ | +৫ | +৪ |
| সাতক্ষীরা | +৭ | +৫ | +৫ | +৪ |
| মেহেরপুর | +৭ | +৭ | +৭ | +৭ |
| নড়াইল | +৪ | +৩ | +৩ | +৩ |
| চুয়াডাঙ্গা | +৬ | +৬ | +৬ | +৬ |
| কুষ্টিয়া | +৫ | +৫ | +৫ | +৫ |
| মাগুরা | +৪ | +৪ | +৪ | +৪ |
| খুলনা | +৫ | +৩ | +৩ | +৩ |
| বাগেরহাট | +৪ | +২ | +২ | +১ |
| ঝিনাইদহ | +৫ | +৫ | +৫ | +৫ |

### সিলেট বিভাগ

| জেলার নাম | সাহারী | ইফতার | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ১-১০ | ১১-২০ | ২১-৩০ |
| সিলেট | -৭ | -৬ | -৫ | -৫ |
| মৌলভীবাজার | -৬ | -৫ | -৫ | -৫ |
| হবিগঞ্জ | -৫ | -৪ | -৪ | -৪ |
| সুনামগঞ্জ | -৬ | -৪ | -৩ | -৩ |

### রংপুর বিভাগ

| জেলার নাম | সাহারী | ইফতার | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ১-১০ | ১১-২০ | ২১-৩০ |
| পঞ্চগড় | +৪ | +৮ | +৯ | +১০ |
| দিনাজপুর | +৫ | +৮ | +৮ | +৯ |
| লালমনিরহাট | +১ | +৫ | +৫ | +৬ |
| নীলফামারী | +৩ | +৭ | +৭ | +৮ |
| গাইবান্ধা | +১ | +৪ | +৪ | +৫ |
| ঠাকুরগাঁও | +৫ | +৯ | +৯ | +১০ |
| রংপুর | +২ | +৬ | +৬ | +৭ |
| কুড়িগ্রাম | ০ | +৪ | +৪ | +৫ |

### ময়মনসিংহ বিভাগ

| জেলার নাম | সাহারী | ইফতার | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ১-১০ | ১১-২০ | ২১-৩০ |
| শেরপুর | ০ | +২ | +২ | +৩ |
| ময়মনসিংহ | -১ | ০ | +১ | +১ |
| জামালপুর | ০ | +২ | +৩ | +৩ |
| নেত্রকোণা | -৩ | -১ | -১ | -১ |

### বরিশাল বিভাগ

| জেলার নাম | সাহারী | ইফতার | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ১-১০ | ১১-২০ | ২১-৩০ |
| ঝালকাঠি | +২ | +১ | ০ | ০ |
| পটুয়াখালী | +২ | ০ | -১ | -১ |
| পিরোজপুর | +৩ | +১ | +১ | +১ |
| বরিশাল | +২ | ০ | -১ | -১ |
| ভোলা | ০ | -২ | -২ | -২ |
| বরগুনা | +৩ | +১ | ০ | -১ |

সাহল (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, 'যতদিন লোকেরা তাড়াতাড়ি (সূর্যাস্তের সাথে সাথে) ইফতার করবে; ততদিন তারা কল্যাণের উপর থাকবে' (ছহীহ বুখারী, হা/১৯৫৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৯৮)।